29 MAY 2005 AAJKAL

বামদের চাপে ভবিষ্যনিধির সুদ ৯.৫ শতাংশই

২০০৪-০৫

আজকালের প্রতিবেদন : দিল্লি, ২৮ মে— ২০০৪-০৫ সালের জন্য কর্মচারী ভবিষ্যনিধি প্রকল্পের সুদের হার অবশেষে ৯.৫ শতাংশ চূড়ান্ত হল। বামেদের চাপে কেন্দ্রীয় ভবিষ্যনিধি পর্ষদ আজ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ৫ ঘণ্টার লাগাতার বৈঠকের পর কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী চন্দ্রশেখর রাও সাংবাদিকদের জানান, প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া প্রতিশ্রুতি রাখতে এবং ৪ কোটি কর্মীর স্বার্থের কথা বিবেচনা করে গত আর্থিক বছরের জন্য পি এফের সুদের হার ৯.৫ শতাংশ ধার্য হয়েছে। কিন্তু ভবিষ্যনিধি তহবিলের ৭১৬ কোটি টাকা ঘাটতি মেটানোর কোনও উপায় এখনও বের করা যায়নি। ফলে, বিশেষ সংরক্ষিত তহবিল (এস আর এফ) থেকে এই ঘাটতি মেটানো হবে। কেন্দ্রীয় ভবিষ্যনিধি পর্ষদের বিশেষ সংরক্ষিত তহবিলে এখন ৯৫০ কোটি টাকা আছে। ৭১৬ কোটি টাকা দেওয়ার পরও কিছু উদ্বৃত্ত থাকবে। ৯.৫ শতাংশ হারে সুদ দিলে ৯২৭ কোটি টাকার ঘাটতি হবে বলে পর্ষদ আগে জানিয়েছিল। এই হিসাব পরে সংশোধিত হয়েছে। কিন্তু ঘাটতি পূরণের এই ব্যবস্থা কখনওই দীর্ঘমেয়াদি সমাধান হতে পারে না। চলতি আর্থিক বছর অর্থাৎ ২০০৫-০৬ সালের সুদের হার ঠিক করার আগে ভবিষ্যনিধি পর্ষদকেই সুপরিকল্পিত পথের নির্দেশ দিতে হবে। উল্লেখ্য, বাম নেতারা ই পি এফ তহবিলের নির্ভরযোগ্য ও লাভজনক বিনিয়োগের বেশ কিছু প্রস্তাব দিয়েছেন। বিশেষজ্ঞ সংস্থার পরামর্শও নিতে বলেছেন। এইসব প্রস্তাব নিয়ে চিন্তাভাবনার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। বাম শরিকরা পি এফের সুদ বাড়ানোয় কেন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়েছে। তবে বিশেষ সংরক্ষিত তহবিল থেকে ঘাটতি পূরণের সিদ্ধান্তে বামপন্থী ও কংগ্রেস— দু'দলের শ্রমিক নেতারাই অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। অর্থমন্ত্রকই ঘাটতি মেটাবে বলে তাঁদের প্রত্যাশা ছিল। কারণ, বিশেষ সংরক্ষিত তহবিল আপতকালীন ব্যবস্থা। সুদের হারে ওঠানামা ঘটলে ঘোষিত সুদের হার বজায় রাখতে এই টাকা কাজে লাগানোর কথা। এন ডি এ সরকার পি এফের সুদ ১২ শতাংশ থেকে দফায় দফায় নামিয়ে ৮.৫ শতাংশ করে দেওয়ার পর থেকেই বামেরা তীব্র আপত্তি জানায়। কংগ্রেসও ক্ষোভে ফেটে পড়ে। স্বল্প সঞ্চয়, ব্যাঙ্কের সুদ, পি এফের সুদের হারে কোপ গত লোকসভা নির্বাচনে রীতিমতো বড় ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়। ইউ পি এ সরকারের ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচিতেও এইসব ইস্যু ঠাঁই পেয়েছে। চার বামদলই মনে করে, সাধারণ মানুষের সারাজীবনের সঞ্চয় নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার কোনও সরকারের নেই। ২০০২-০৩ এবং ২০০৩-০৪ আর্থিক বছরের জন্য ভবিষ্যনিধির সুদ ৯.৫ শতাংশ ঘোষণা করলেও গত আর্থিক বছরের সুদের সিদ্ধান্ত কেন্দ্র ঝুলিয়ে রেখেছিল। মনমোহন অবশ্য জানিয়েছিলেন, কর্মীস্বার্থের কথা মাথায় রাখবেন। সুদের হার একই রাখার চেষ্টা করবেন। কিন্তু অর্থমন্ত্রী চিদম্বরম জানিয়ে দেন, কোনও ভর্তুকি দেওয়া তাঁর মন্ত্রকের পক্ষে অসম্ভব। ভবিষ্যনিধি পর্ষদকেই উপায় বাতলাতে হবে। লাভজনক লগ্নির পথ তারাই ঠিক করুক। প্রথাগত পথ ছেড়ে নতুন পথের কথা ভাবা হোক। সি পি এম এবং সি পি আই এর প্রত্যুত্তরে জানায়, লগ্নির নিরাপত্তার কথাও ভাবতে হবে। বর্তমানে, পি এফের প্রায় ৮০ শতাংশ বিশেষ সঞ্চয় প্রকল্পে (এস ডি এস) লগ্নি করা হয়। সেখানে ৮.৫ শতাংশের বেশি সুদ মেলে না। প্রথাগত পথ বদলে বন্ড, ইক্যুইটি, শেয়ারে বিনিয়োগের কথাও ভাবতে হবে। গোটা প্রকল্পের পেশাদারি নিয়ন্ত্রণও দরকার। চার বাম দলের মতে, প্রধানমন্ত্রী তাঁর প্রতিশ্রুতি রেখেছেন। পি এফের বকেয়া টাকা ঠিকমতো আদায় হলে এবং হিসাবনিকাশে স্বচ্ছতা আনলে এমনিতেই আয় বাড়বে। ভর্তুকির কোনও দরকার হবে না।

CPM grows livid at UPA pro-capitalist stance

Our Political Bureau
NEW DELHI 27 MAY

THE CPM on Friday came out with its familiar accusation against the Congress — that it was yet to shed its 'class character'. In a stinging attack on the Congress, CPM general secretary Prakash Karat said the policies of the UPA government are aimed at helping the interests of big businesses and international capitalists.

Mr Karat cited the proposal for 100% FDI in retail as an example of the government's approach and said this would adversely affect millions of domestic traders. He stated that multinational agencies would receive permission to set up supermarkets and chain stores.

"Over 7% of the labour force is engaged in retail trade. Their interests will be affected," he said. Mr Karat described the government's approach to FDI as a "major" area of concern and expressed apprehension that such measures would "erode national sovereignty". However, the party's opposition to FDI in retail may not mean the Left Front ruled West Bengal shuts its doors

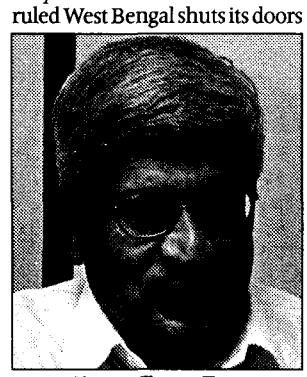

KARAT: TRADE TALK

to any such proposal if the Centre gives its nod.

Continuing with his anti-UPA rhetoric, Mr Karat commented that the past year's policy directions of the Congress-led UPA government revealed that its focus was on privatisation and economic liberalisation. "The Manmohan Singh government is more interested in fulfilling the demands of international capitalists and big business houses than in taking steps for relief of poor farmers, unemployed and workers in the unorganised sectors and traditional industries," he complained in an interview to a party-run newspaper.

Mr Karat gave the Left the credit for pro-people measures in the Common Minimum Programme, alleging that these were incorporated under pressure from the CPM and other Left parties. He indicated that the Left may have more to be unhappy about.

He pointed to Prime Minister Manmohan Singh's reference to further liberalisation of the economy and disinvestment of PSUs at the recent meeting of the Working Committee of Congress on the UPA government's one year.

The Economic Times

Karat denies rendezvous with top Maoist in Nepal

Our Political Bureau

NEW DELHI 26 MAY

IT took more than a week for the CPM general secretary Prakash Karat, to 'deny' reports, first appearing on May 17, where Nepalese authorities allegedly claimed that he had a secret meeting with the Nepalese Maoist leader, Baburam Bhattarai, arranged by the Indian security agencies. However, his denial is seen only as an act under compulsion to save the Centre, his party and the West Bengal government of embarrassment on more than one count.

His dilemma is evident from the language of his denial. His response to the reports was weak: "(That) I have met a Maoist leader from Nepal in a meeting arranged by the Indian security agencies in untrue. No such meeting was held." He has left it open whether he was denying his meeting with the Nepalese leader or whether he was denying that this meeting was arranged by the Indian security agencies.

For all his denial, it has been an open secret in Left circles, after the news was let off by the Nepalese authorities, that he had indeed met Mr Bhattarai. In fact, there are also indications that Mr Karat was accompanied by another senior Indian Communist leader in this meeting. The second leader has been stalling reports on his meeting with the Maoist leader by making it clear that he would deny flatly if it was ever reported.

Whatever the 'good intention' behind the meeting, it has not gelled with the CPM and the West Bengal government's stand towards the Maoists. For the CPM, its top leader holding a clandestine meeting with the Nepalese Maoist representative was a politically incorrect step—given the fact that the party's fraternal ally in Nepal, CPN(UML), is locked in a fiery political and ideological battle with the Maoists — some thing like the CPM had with the break-away Naxalites in the 60s. Therefore, any signal of the CPM boss entertaining the Maoist leader would be seen as a matter of betrayal by its Nepalese fraternal party.

Secondly, one of the requests Mr Bhattarai reportedly placed before the Indian Communist leaders was that his party cadre, who have been infiltrating into West Bengal to escape the Nepalese monarchy's forces should not be arrested by the police of the Left Front government This is some thing that goe against the stand of the Buddhadeb Bhattacharjee government, which has been seeking the Centre's help to flush out infiltrators from across the Banglades and Nepalese borders.

The news about Mr Karat's meeting with the Maoist leader has reportedly angered an influential section of the top CPM leadership for the above reasons.

Govt seeks to distance itself from issue

Our Political Bureau

NEW DELHI 26 MAY

THE UPA government's foreign policy objectives in the immediate vicinity have come under sharp criticism as it now tries to extricate itself from the mess it landed itself into. The UPA government had tried to fish in the troubled waters in Nepal by courting Maoist leader Baburam Bhattarai.

Embarking on a damage control exercise, the government on Thursday sought to distance itself from CPM general secretary Prakash Karat's meeting with Mr Bhattarai by getting the Left leader to issue a "denial". The foreign office also issued a statement denying any change in policy with regard to the Communist Party of Nepal (Maoists).

Mr Karat's cleverly-worded statement, distributed helpfully by the ministry of external affairs, was designed to give the message that the government and its intelligence agencies had nothing to do whatsoever with any meeting between the CPI(M) general secretary and the Nepalese Maoist leader. "The report that I have met a Maoist leader from Nepal in a meeting arranged by the Indian security agencies is untrue. No such meeting was held," read Mr Karat's statement.

Mr Karat's encounter with Mr Bhattarai is believed to have taken place in New Delhi on May 11. He was also said to participate in some other meetings in the Capital and the interactions appeared to have been an exploratory initiative in the backdrop of the rift within Nepal's Maoist rebel movement.

27 MAY 2005 The Economic Times

Left fumes, says not consulted on Bhel disinvestment issue

Our Political Bureau
NEW DELHI 26 MAY

IN yet another display of pantomime politics, the Left on Thursday came out against the disinvestment of 10% equity in state-run Bhel. While finance minister P. Chidambaram made it a point to publicise that the decision was taken in consultation with the Left, the complaint mongers in the Capital's two Left establishments — the AKG Centre and the Ajoy Bhawan — said they were not consulted on the disinvestment issue. In fact, the Left has been following this set pattern on policy issues.

But the government's decision has naturally forced them to make some constituency-friendly noises.Its core constituency is yet not ready to accept the idea of disinvestment. They have been seeking a 'no to disinvestment' line — something that it finds difficult to adopt in the face of aggressive privatisation in West Bengal.

Against this backdrop, the statement asked the government to 'reconsider' the Bhel decision and said the 'government should keep in mind the wide-spread protest among the people'. Incidentally, past disinvestment decisions have not generated any major protests even in the CPM-controlled states. The statement issued by the CPM was quite critical of the government's action.

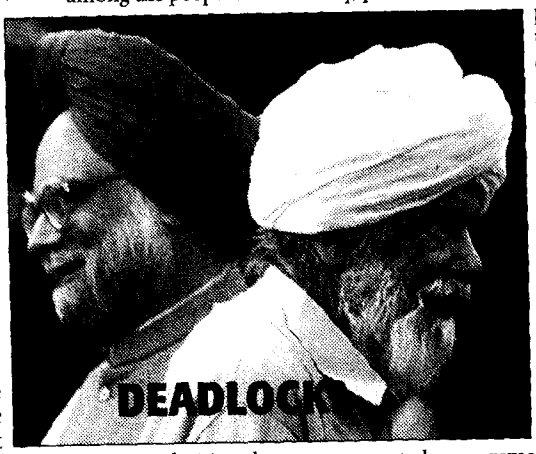

"Bhel is a navaratna public sector unit which is making significant profits in a competitive environment. Bhel significantly contributes to strengthening of India's economic self-reliance. The common minimum programme (CMP), on whose basis this government is meant to function, clearly states that the UPA will encourage and strengthen the navaratnas to become global players.

The CMP also categorically states that the government shall not disinvest/privatise the profit-making PSUs. In the light of these commitments made in the CMP, the CPM considers the Cabinet decision contradictory." Government managers quoted the same CMP to defend the Centre's decision.

"The CMP is very clear. It has only said that 'generally' profit-making PSUs will not be privatised. In any case even after the decision, 58% stake will remain in government hands. Besides, the CMP had said that all privatisation will be considered on a transparent and consultative case-by-case basis. It has also said that navaratnas will be allowed to raise resources from the capital market."

27 MAY 2005 The Economic Times

LF sweeps municipal elections

KOLKATA, May 25. — The Left Front clinched an absolute majority in 48 municipalities out of a total of 79, raising its tally from 41 to 48.

The total for the Trinamul Congress has come down from four in 2000 to two. It managed to retain Contai and Nabadwip. The Congress captured 11 civic boards. Dissident Congress leaders backed by MP Mr Adhir Chowdhury bagged two municipalities in Murshidabad. The GNLF won the Mirik board. Hung results emerged in 15 municipalities. In Old Malda, where the CPI-M had drawn a blank the last time around, it captured seven boards.

With the Kolkata Municipal Corporation elections drawing on, today's results came as a shot in the arm for the LF. — SNS

Details on Kolkata Plus I

26 MAY 2005 THE STATESMAN

A Left sweep again and lesson to be learnt

Divided Cong distant second

OUR BUREAU

Calcutta, May 25: The Left Front today swept the municipal polls winning 48 out of 79 civic bodies, going 11 up on its 2000 performance.

The Congress, with which the Left have an alliance at the Centre, ended up a distant second, while Mamata Banerjee's Trinamul Congress conceded several strongholds in the two 24-Parganas to go nine down from last time.

"We anticipated this success," said Anil Biswas, the state CPM secretary. "Our impression is that Mamata's Trinamul is yielding ground to the Congress as the main Opposition."

The formation of boards in as many as 13 municipalities appeared uncertain as no political party or pre-poll alliance had got the mandate to stake claim. In most, the boards can be formed if the Congress forges a post-poll alliance with Trinamul and its ally, the BJP.

Among such municipalities are Tamluk, Beldanga, Murshidabad, Purulia, Basirhat, Baduria, Bongaon, Ramjivanpur, Suri, Rampurhat, Baruipur and Bhadreswar.

"We will not do anything unethical to take control of the hung municipalities and we hope the Congress will not forge links with Trinamul and the BJP to get hold of them," Biswas said.

Going by the experience of the last municipal elections, the Left tally may further go up if certain successful Independents in the hung municipalities decide to sign up with the front.

State Congress general secretary Manas Bhuniya said tonight the party had an "open mind" on a tie-up with Trinamul to keep the front at bay. "Our local leaders will take the decision and we have no control on them," he said.

In private, CPM leaders at the Alimuddin Street headquarters this evening interpreted the Congress's surging ahead of Trinamul as a pointer to things to come in the 2006 Assembly elections.

But the Congress lost Old Malda after a decade. Its nominees had failed to submit to the returning officer certificates saying they had been allotted the party symbol. All Congress candidates had to enter the fray as Independents.

The proponents of the *mahajot* (grand alliance) received a boost when the Congress, thanks to an understanding with Trinamul and the BJP, retained the board at Englishbazar in Malda. But Krishnendu Chowdhury, the outgoing chairman of the municipality, was defeated by about 500 votes by a CPM-backed Independent.

"It was a great blow to our party in Old Malda but in Englishbazar, it was clearly an anti-Left verdict," said veteran Congress leader A.B.A. Ghani Khan Choudhury.

The CPM-led front made substantial gains in Murshidabad and Malda, known Congress citadels, and the industrial belts of Hooghly and North 24-Parganas. It wrested Jangipur, Dhulian and Azimgunj-Jiagunj municipalities from the Congress in Murshidabad, primarily because of infighting in the rival ranks. The Congress had routed the front in the district last year winning all three Lok Sabha seats.

The Congress suffered its most humiliating defeat in Kandi municipality where 10 Independents backed by the party MP from Behrampore, Adhir Chowdhury, wrested the board by defeating the Congress nominees. Adhir blamed the party brass for the debacle.

At Mirik in Darjeeling, the GNLF retained the municipality by bagging all nine seats.

CPM supporters sprinkle *aabir* on a victorious Baidyabati municipality candidate in Hooghly. Picture by Pradip Sanyal

Alliance call echoes

OUR BUREAU

Calcutta, May 25: Wiser from their performance, Trinamul and Congress leaders tonight agreed that a division in anti-Left votes had cost them dear.

"The results should be an eye-opener for us. If the Opposition had united, the Left Front would have lost 15 municipalities," state Congress general secretary Manas Bhuniya said.

Showcasing Englishbazar in Malda, where the grand alliance of the Congress and the Trinamul Congress-BJP retained the board, he said: "We should have followed the same formula in other municipalities also."

The *mahajot* has the prospect of forming boards in some of the municipalities where no party has got a clear mandate. They include Tamluk and Ramjivanpur in Midnapore, Baduria and Bongaon in North 24-Parganas and Suri and Bolpur in Birbhum.

Though state CPM secretary Anil Biswas ruled out a post-poll alliance to take charge of the hung municipalities, both Congress and Trinamul leaders began talks to "keep the front at bay".

"We have nothing to say if the boards are formed through local adjustments," Trinamul general secretary Mukul Roy said, careful not to refer to mayor Subrata Mukherjee's call for an alliance with the Congress, which earned him Mamata's rod.

Toeing Mukherjee's line, a section of Trinamul leaders today demanded an alliance with anti-Left forces to "oust the ruling communists from Bengal". Mukherjee floated the Paschimbanga Unnayan Congress Mancha to bring all anti-CPM secular forces under an umbrella after having annoyed Mamata.

"Today's results have proved that the emergence of a formidable anti-CPM force could be the only alternative to the ruling CPM," he said.

Trinamul sources said some key leaders were closeted with Mamata tonight to discuss the course of action in the wake of another debacle after last year's general elections. "We are bound to lose again if we are not able to bring the anti-CPM votes in our favour," one of them is learnt to have told Mamata.

The elections to Calcutta Municipal Corporation and Bidhannagar and Uttarpara-Kotrang municipalities are due on June 19.

"To prevent the split in votes is the need of the hour but how is it possible to tie up with the Congress if it continues to hobnob with the CPM?" asked Saugata Roy, the Trinamul MLA from Dhakuria.

Congress leaders also began a soul search to stem the vote split in its own ranks.

HOW THEY STAND?

Left Front	48 (+11)
Congress	10 (+2)
Trinamul Congress	4 (-9)
GNLF	1
Mahajot (Cong-Trinamul-BJP combine)	1
Alliance of smaller parties and Independents	2
Hung boards	13
Elections held	79

Congress supporters celebrate in Cooch Behar, where the party won. Picture by Himanshu Ranjan Deb

Left Front wins 48 municipalities

Special Correspondent

KOLKATA: The Left Front consolidated its strength in West Bengal, bagging 48 of the 79 civic bodies, elections for which were held on Sunday. In the process, it increased its tally by seven municipalities.

Despite its tally going down, the Congress is set to form boards in 10 municipalities. The Trinamool Congress could win in only three municipalities, even though it won in 10 civic bodies in alliance with the Congress and the Bharatiya Janata Party. Six municipalities witnessed a tie.

The Left Front recorded significant gains at the Trinamool's expense in the industrial belt of North 24 Parganas district and West Midnapore.

After a decade, it also wrested control of the Old Malda municipality, considered a Congress citadel. The result comes as a setback to veteran Congress leader A.B.A. Ghani Khan Chowdhury.

Communist Party of India (Marxist) State secretary Anil Biswas congratulated the people for voting back the Left Front in most municipalities. He said the results were as expected.

The Left Front had made substantial gains, senior Trinamool leader Pankaj Banerjee conceded but denied that the recent desertions had any impact on his party's performance.

He claimed that the Left Front would not have been as successful in districts such as North 24 Parganas had the "elections been free and fair."

26 MAY 2005 THE HINDU

CPI(M) hits back at BJP

"Advani rattled by demand for CBI probe into Centaur Hotels sale"

Special Correspondent

NEW DELHI: The Communist Party of India (Marxist) on Thursday joined issue with Bharatiya Janata Party president L.K. Advani over, what it called, his 'diatribe' against the Communists, saying he was "rattled" by the Left parties' demand for a Central Bureau of Investigation probe into the Centaur Hotels sale.

"Anti-communism is nothing new, that is the basis of his politics," CPI (M) Polit Bureau member Sitaram Yechury told presspersons here. The BJP could not come to terms with the results of the 14th Lok Sabha elections, and hence it was staying away from Parliament. "Now he talks of inclusive politics when it is the economic policies of his Government, which excluded and denied their (people's) basis rights, for which his party was rejected by the people." Mr. Yechury said Mr. Advani's attack on the Communists was in keeping with the old line of the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) that the party could deal with the Congress, if the Left parties kept away.

In a statement, the Polit Bureau said the 'advice' came from a man who had "manipulated" the CBI to free himself from the Ayodhya case. Reacting to Mr. Advani's suggestion at a CII function on Wednesday to Prime Minister Manmohan Singh that his Government should not depend on the Left parties' support and sideline them to achieve double-digit growth, the party said: "...What has rattled him (Mr. Advani) is the demand of the Left (parties) to investigate the Centaur Hotel deal because such an investigation will bring out the racketeering in the sale of public assets to benefit persons connected to the RSS and the BJP."

The CPI (M) said it was amusing that a person who led boycott of Parliament and adopted the most negative and confrontationist approach.

CPM blasts Advani

NEW DELHI, May 19. — Hitting back at Mr LK Advani for his utterances against Communists, the CPI-M Politburo member, Mr Sitaram Yechuri, said today the BJP chief was "rattled" by the Left's demand for a CBI probe into the Centaur Hotel disinvestment. "Such a probe will bring out the racketeering in the sale of public assets to benefit persons with RSS and BJP links," he said.

"The party is of the view that a man who himself was chargesheeted in the Ayodhya case and who manipulated the CBI as home minister to get himself acquitted is now advising the UPA government on good governance," a Politburo release said.

Mr Yechuri sought to play down the confusion created yesterday in the wake of statements issued by Congress and Left leaders.

"The (UPA) statement was issued after discussion," he said. He denied that such differences would project a fragile image of the government. — SNS

More reports on page 4

20 MAY 2005 THE STATESMAN

THE STATESMAN
19 MAY 2004

Communists a liability, Advani tells PM

Statesman News Service

NEW DELHI, May 18. — The BJP president, Mr LK Advani, today flayed the anti-economic reform policy of the Left parties while emphasising that "India could break the chains of under-achievement only after it discarded the influence of the Soviet model".

Addressing the CII's National Conference and Annual Session, Mr Advani proffered two pieces of advice to the Prime Minister, Dr Manmohan Singh. "Your dependence on Communist support will prove to be a liability for any good you may wish to do," he said.

Secondly, he told Dr Singh not to "fall prey to the politics of vindictiveness, negativism and confrontation, for this too will impair any good that you may wish to do".

Giving the credit for initiating economic reforms in 1991 to Dr Singh who was then finance minister, the leader of the Opposition said "contrary to the propaganda" of the Left leaders, the Soviet Union neither achieved high growth nor banished want.

Turning to China, known for its double-digit growth, he said the country had done well over a sustained period only because it implemented policy reforms, "which the Communists in India have opposed and are continuing to oppose".

"I never cease to be amazed by the hypocrisy of the Indian Communists. For them, it is okay if China carries out economic reforms, but India must not. It is okay if China becomes a nuclear weapon nation, but India must not," he opined.

"It is okay for the West Bengal chief minister, Mr Buddhadeb Bhattacharjee, to advocate economic reforms in Kolkata, but the party must oppose the same reforms in New Delhi," he said.

Mr Advani said everything the Left opposed had proved correct and beneficial. "They opposed introduction of computers into banks and government offices, which has led to greater efficiency. They opposed the entry of private airlines, which has now led to a boom in civil aviation. They opposed the entry of the private sector into telecom, which has led to a revolution in India."

17 MAY 2005 THE TELEGRAPH

Wary of reform ambush outside House, CPM lists 'economic failures' of govt

ia Gandhi at the CWC meet that assessed the government's performance on Monday. (PTI)

Karat comes out with poor report

OUR SPECIAL CORRESPONDENT

New Delhi, May 16: The CPM today fielded its new chief Prakash Karat to flash a report card scarred with red marks that underscored what the party felt were failures of the government.

Listing a litany of complaints against the government after a two-day appraisal by the politburo, Karat said: "The UPA government is obsessed with FDI... but many of the pro-poor commitments in the common minimum programme (CMP) have remained unfulfilled."

The CPM handed out a catalogue of unfulfilled promises that outnumbered those that were kept. "Overall, the UPA government has shown eagerness to push through measures which are in the interest of foreign capital and big business," it said.

"The government is, however, reluctant to take up measures which can provide relief to and livelihood for tens of millions of farmers and workers," the party added.

The four Left parties will meet tomorrow to formally decide whether or not to attend the UPA government's celebrations this Sunday. The mood is against joining the celebrations.

Karat conceded that the UPA government has only spent just one year in office. "The people are expecting them to fulfil their promises in the next one year," said the new CPM boss.

Responding to a question, Karat said the government was not taking "such good care" of the Left as was being suggested. "All they are doing is refrain from bringing to Parliament the bills we oppose," said Karat. "Outside, they are going ahead with their reforms."

The UPA government has not brought two crucial bills the Left is opposing — the insurance regulatory authority bill and the pension regulatory authority bill. The government runs the risk of having them defeated on the floor of the House if both BJP and Left oppose them.

Outside Parliament, however, the government has pushed through a decision to raise the foreign direct investment cap in telecommunications in the teeth of opposition from the Left. The cabinet could raise the FDI limit by an executive decision without requiring parliamentary sanction.

The CPM feels the government will go ahead with reforms for which it does not need the Left's support in the House. On the UPA's radar, there are several immediate policies that the Left is opposing. Banking reforms, FDI in retail and the electricity review act are some of them.

Karat repeated the CPM's threat of taking the struggle against "anti-poor" policies to the streets. "In the coming days, the CPM will step up mass mobilisation and movements to ensure the implementation of the common minimum programme," he said.

RED ALERT

CPM's charges and wish list

- Government obsessed with FDI-led growth
- Big business favoured, toiling masses ignored
- Don't join US missile defence system
- Review decision to resume arms supply to Nepal
- Hand over six Gujarat riot cases to CBI, table women's bill

Apex court stays HC jail term to Biman

HT Correspondent
New Delhi, April 26

THE SUPREME Court today stayed the Calcutta High Court order sentencing Biman Bose to three days in jail and fining him Rs 10,000 for criminal contempt.

Advocates Fali S. Nariman and Bikash Bhattacharya, who moved the Left Front chairman's appeal against the sentence, argued that the High Court judgment suffered from flaws. For one thing, the criminal contempt petition had been filed without the mandatory consent of the advocate-general. To get round this problem, the High Court Bench of A.K. Ganguly and S.P. Talukdar had observed in their judgment that they had initiated the contempt proceedings suo motu (which removes the need for the AG's consent).

But Nariman argued that since "the judgment begins with the contempt petition filed by an advocate and ends with its disposal without order as to cost in favour of the petitioner", it is clear the judges hadn't acted suo motu.

"Had they done so, how could they have issued notice on the petition?" Nariman asked the two-judge apex court Bench of Justices Y.K. Sabharwal and Tarun Chatterjee. "Besides, they had no jurisdiction to initiate criminal contempt proceedings suo motu."

27 APR 2005

Left will vote against Pension Bill: Karat

Passage may divert funds for investment in stock markets

G.C. Shekhar and Agencies
Chennai, April 23

IN WHAT could ring alarm bells for the UPA government at the Centre, the CPI(M) and Left parties said on Saturday they would vote against the Pension Bill if it was introduced in the Lok Sabha. "It's a money Bill and we don't want to cause any embarrassment to the UPA government if the Bill is tabled in Parliament. So, we've already written to the Prime Minister that there's no question of giving any amendments, since we're totally opposed to the Bill", CPI(M) general secretary Prakash Karat told a meet-the-Press programme here on Saturday.

Karat alleged that the passage of the Bill would divert pension funds to the private sector, to be invested in the stock markets.

After the Left opposed the Pension Regulatory Authority Bill last year, it was referred to a standing committee, but the Bill is likely to be moved during the present Budget session. Karat said the CPI(M) was totally opposed to the dilution of pensions from a social security benefit to an investment tool in the hands of private players.

Karat also said his party was opposed to the government diluting stakes in well-performing PSUs, which was against the common minimum programme (CMP).

Similarly, his party would ask for details from the government on its proposals to merge public sector banks and was opposed to FDI in private Indian banks. On the move to merge nationalised banks into three or four banks, Karat said the RBI was preparing a 'roadmap' on this. "We can consider the merger of one or two banks, but will oppose the move to merge all nationalised banks into three or four", he said.

The party is also opposed to the Centre's decision to allow 74 per cent FDI in private sector banks. "This will kill the small Indian private banks", he said.

He said that the erstwhile NDA government gave up the concept of pension as a social security, when it started the contributory pension scheme for its employees, which was followed by other state governments.

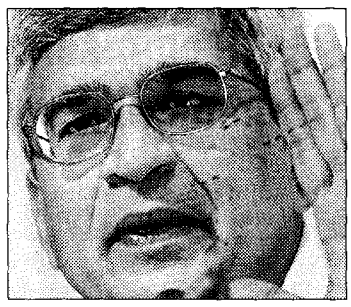

CPI(M)'S STAND

- No question of amendment to the proposed Bill
- Rules out diluting stakes in healthy PSUs, which is against the CMP
- The party will ask the Centre for details on proposals to merge public sector banks as LF is opposed to FDI in private Indian banks
- While the CPM would like the CMP to be followed in letter and spirit, it rules out toppling the government on the issue

Karat said that the UPA government should prove that it was a different from its predecessor, by not following the same economic policies. Asked if the UPA government would last its full term, he said the onus for this was on the Congress, which led the coalition, to keep it together.

"If the UPA constituents are united, the government can last the full term", he said.

Karat said there should be no threat to the longevity of the Congress-led government since it depended on the Left for its majority. "While we'd definitely like the CMP to be followed in letter and spirit, we're not the toppling type", he said.

Asked if the CPI(M) would support the breakaway party being floated by Congress leader Karunakaran in Kerala, Karat said there was no intention to expand the Left front in that state.

He said the recent party congress wanted to strengthen the CPI(M) in all states, with special emphasis on Hindi-speaking states. The CPI(M) was strong in West Bengal, Kerala and Tripura and was growing in strength in Tamil Nadu and Andhra Pradesh. A plan would be evolved to strengthen the party all over India and make it an alternative to the Congress and the BJP, he said.

Asked if thre possibility of a Third Front was a reality, he said the situation was not 'mature now' for that. However, steps should be taken in this direction, he added.

Karat said that the CPI(M) would also oppose any moves to further dilute FDI restrictions in the print media. The NDA government had allowed 26 per cent FDI and there were 'serious moves' to dilute it further.

The group of ministers was considering the issue, he said, adding that the party would not accept any further dilution.

Third Front in time: Yechuri

The CPI(M) on Saturday said it was in no hurry for the formation of a Third Front, but hoped that an "alternative political outfit would emerge when the time is ripe".

"We're in no hurry to cobble up a Third Front since it's not a cut-and-paste exercise, nor an election-oriented one, but, when the situation ripens, it emerges as a viable alternative to the existing two major political parties", CPI(M) politburo member Sitaram Yechuri said in Hyderabad on Saturday. Yechuri, who was in the city to attend a state executive meeting, said their main aim was to join hands with forces committed to secularism and ones opposed the anti-people economic policies dictated by World Bank.

Defending the party's alliance with the Congress in the UPA, he said, "Our prime objective is to safeguard secularism and we'll support all parties and forces that condemn and oppose fundamentalism".

Asked if the TDP could be part of the Third Front, Yechuri did not give a direct reply, but said, the TDP had supported the BJP-led NDA alliance for seven years. Though it didn't join the government, it has questionable secular credentials.

24 APR 2004 THE HINDUSTAN TIMES

Left support based on policies, not 'intangibles'

'Government should emphasise the pro-people elements in CMP'

Special Correspondent

CHENNAI: One of the guarantees for the longevity of the United Progressive Alliance Government is that the Left parties are supporting it, the general secretary of the Communist Party of India (Marxist), Prakash Karat, said on Saturday.

The prospects of the Government's survival were good because the Left parties offered support on the basis of policies. The Left would not decide to withdraw the support on the basis of "intangible things" such as "being unhappy with the Prime Minister or some individual," he told reporters at a 'Meet-the-Press' programme organised by the Chennai Press Club.

While expressing reservations over some of the economic reforms of the Government, he said the UPA would remain in office as long as it implemented the "pro-people" measures in the National Common Minimum Programme. The CPI(M) did not endorse "A to Z" of the NCMP, and wanted the Government to emphasise the "pro-people" elements in it.

"If this Government does not perform, then it will be in trouble, not because of us, but because of its own inaction or failure," he said in response to a question.

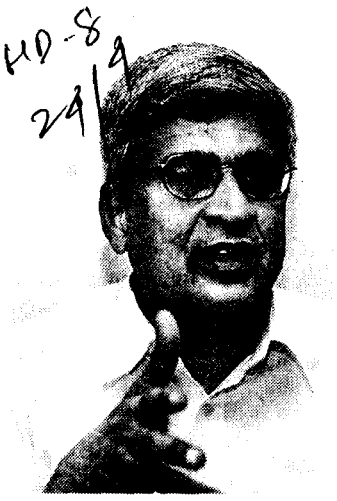

CPI (M) general secretary Prakash Karat

The CPI(M), he said, was often asked whether the Left parties would continue to support or withdraw support to the UPA, but the issue was whether the UPA would implement the NCMP. Pointing out that the Government would soon be completing a year in office, he said: "We will take stock after a year, and then see what has been done and what has not been done."

The continuance of the Government would also depend on whether the Congress, as the leader of the UPA coalition, would be able to hold all the allies together. "It is not our job to keep the unity of the UPA," he said.

Third alternative

The CPI(M), he said, would work for the formation of a third front as an alternative to the Congress-led and the Bharatiya Janata Party-led fronts, but the political situation would have to "mature" for the creation of such a front.

Some of the parties that had worked with the Left were now either with the Congress or with the BJP. "We do not think this country requires a Congress-led combination and a BJP-led combination alone... There are enough forces in the country who can come together to form a third alternative," he said.

However, such an alternative should not be for the elections alone: "We want a more stable, viable alternative," he said underscoring the need for a common policy platform through a joint movement and campaign.

Plan to build up party

The CPI(M), which was the dominant party in three States – West Bengal, Tripura and Kerala – would strive to be a strong all-India force by expanding its base in the Hindi belt. The CPI (M) was already an all-India party with an all-India vision, but it wanted to be a strong all-India party by expanding in the States where it was weak.

The party would select a few Hindi-speaking States as priority areas and concentrate work in that belt.

Reiterating that the CPI(M) would vote against the Pension Fund Regulatory and Development Authority Bill, which is a money bill, Mr. Karat said the Left parties were opposed to the new pension scheme that sought to allow pension funds to be invested in the stock market.

The Left parties also did not approve of privatisation of profit-making public sector units.

To a question, he said the party opposed the increase in foreign direct investment in the print media, which, he said, was done against the recommendations of the standing committee of Parliament.

The UPA Government had to show by its performance that it was different from the earlier government led by the BJP.

The support of the Left was not for the UPA to continue the "discredited" policies of the BJP.

24 APR 2005 THE HINDU

Left ferment

Words like 'private enterprise', 'multi-party democracy' now actually figure in the discourse

CALL it a new pragmatism or an unusual willingness to re-examine and debate old shibboleths and hitherto well-established doctrinal theses, but the CPM today is actively engaging with the new realities that are suddenly confronting it as a political entity. This grappling with ideas was very evident in the deliberations of the recent 18th Party Congress in New Delhi and, once again, in a recent article in the *Social Scientist* — tellingly titled 'The Communists and the Present' — written by Marxist economist Prabhat Patnaik, who has long been regarded as an economic mentor of leaders like Prakash Karat and Sitaram Yechury, as indeed CPM's cadres in general.

Patnaik's argument has been interpreted in sharply differing ways, both within the party and outside it, but it is interesting precisely because it attempts to shed some of the Stalinist baggage associated with the CPM and its once-staunch espousal of one-party rule. Patnaik believes that the party in India must be committed to multi-party democracy, unlike its Chinese counterpart. Multi-party democracy would, in fact, allow the party to showcase its own political worth, vis-a-vis other parties. There is a similar realism when it comes to viewing the role of once-problematic concepts like "private enterprise" and "FDI" within a communist order in today's world.

There are at least two important reasons for these significant shifts. From being a party of the Opposition, it has become a party in power — not just for over 25 years in West Bengal under a pragmatic chief minister like Buddhadeb Bhattacharya, but at the Centre, albeit at one remove. This has forced it to shift from being a party in permanent reactive mode to one that does not fear the exercise of power and the confronting of the realities of power. Of course, political circumstances will continue to decide how the CPM views the world — the Kerala wing, for instance, would prefer to appear more doctrinaire and militant because it is to face an assembly election next year — but, clearly, there is no denying a new mood of engagement within the party.

22 APR 2005 INDIAN EXPRESS

Karat's challenge

Party needs to revive Marxist values

Installation of Prakash Karat as the fourth general secretary of the CPI-M marks a generational change in the leadership of Indian Marxists. Harkishen Singh Surjeet handed over the stewardship to 56-year-old Karat, well known as a hardliner and for his doctrinaire approach to issues. His installation has come at a time when the party is finding it hard to come to terms with the sweeping changes that have overtaken the social, political and economic scene both at the national and international level. Sharp contradictions have also surfaced between the party's traditional doctrine and hard realities such as globalisation, FDI, funding of NGOs, automation, privatisation, playing second fiddle to someone like Lalu Prasad and continuing support to a Congress government at the Centre. Indian Marxists are known to have changed their political line from time to time but never since the split have they taken such a sharp U-turn on policy matters. At the Delhi party congress, they endorsed, almost completely, the major economic reforms initiated by the Congress and chose not to label it an "autocratic, corrupt, fascist, communal party", phrases they had used from the mid-seventies until the early nineties. Instead they described the Congress as secular and found nothing authoritarian in its functioning, despite renewing their pledge to form a third front.

Although the Delhi meeting will be a milestone in the party's history because of induction, for the first time, of a woman leader — Brinda Karat — in the Politburo, it will also be remembered for not addressing adequately the basic and most important issue facing the party today, the sharp erosion of Marxist values. The CPI-M now has over 900,000 members but is a pale shadow of the past, in terms of values and principles. Factionalism and corruption in the Kerala unit have become deep-rooted. The state of the party in Bengal and Tripura is no different. Many local units are terminally sick and the will to revive them seems to be lacking. Senior leaders have attributed the sickness to ignorance of Marxist teachings. This may not be entirely correct, as many leaders with secure ideological moorings are themselves guilty of having encouraged corruption, nepotism and factionalism. How Karat rids the party of this sickness will be his biggest challenge.

16 APR 2005 THE STATESMAN

For a programme-based alternative

Prakash Karat is the second youngest general secretary in the history of the Communist Party of India (Marxist). A day after he took over, he spelt out his goals in an exclusive interaction with *The Hindu*. One clear task is to strengthen the party in the Hindi-speaking regions.

K.V. Prasad

The 18th party congress identified a third alternative as the goal. How different would it be from the erstwhile People's Front?

Prakash Karat: While calling for a third alternative, the party congress also said they have learnt from the past. We made two points: one, strengthen the CPI (M) and the Left so that it becomes a cementing factor for the third force; and second, there must be a common policy framework, which parties and forces subscribe to. It should not be a mere electoral alliance.

Since the Samajwadi Party walked out from the People's Front leading to its collapse what would be the basis for selecting parties for the third alternative?

Parties and forces that come together must share a common policy outlook, at least on some major issues. For example, how do we deal with agrarian crisis, impact of globalisation, our attitude towards public sector? There should be commonality of approach. We want to work together... it [the alternative] is not an immediate possibility.

The party has decided to turn to the Hindi-speaking region to expand its base. What steps would you take, considering that the CPI's base fell victim to caste-politics?

There are two aspects. To grow in the region politically, we must take up social issues and caste oppression, pay attention to caste and class correlation and work out correct tactics. The organisational part is that we propose to take select States for concentrated work so that we can show results more rapidly using our limited resources. Last time we selected Uttar Pradesh, Bihar and Jharkhand. We shall review that in the Central Committee and see if some adjustments are needed.

Do you see any conflict of interest with the SP and the Rashtriya Janata Dal in these States?

Right now we are concerned about what we should be doing as a party and not whom we will confront. We will take up issues, launch struggles and movements. We may come up against certain forces, political parties, Government or vested interests in that area. We have an independent position regarding [the] working class, fight for their demands and sometimes oppose policies these Governments are following. That we cannot compromise on.

Would that not come in the way of the third alternative?

We are a different party and have our position. There can be commonality on certain issues but the third alternative cannot be on the basis that we cease to struggle for our basic demands.

From your personal experience in handling the affairs of the party in Delhi and Uttar Pradesh, how optimistic are you of growth in the region – organisational and electoral?

There are no shortcuts to our development as a party in the Hindi-speaking States. The situation is complicated by the fact that there have been forces of communalisation and caste fragmentation in the last two decades. Keeping this in mind, the party must be more active in taking up social issues, issues of caste oppression along with our class issues. We must take organisational steps to maximise our work in certain areas. For example, in States with a substantial Adivasi population, we are thinking of opening centres for concentrated work. I think this will bring results, but I am not looking at immediate electoral results. If we build our party, electoral results will follow.

Is there is a need to spread awareness about your strategy of combating communalism and the struggle against neo-liberal policies, since the Left supports the United Progressive Alliance Government?

We are not too worried about this situation in the UPA Government. We have to engage with them, support certain things and oppose some. As for combating communalism, in States where the BJP is ruling – Madhya Pradesh, Rajasthan, and Gujarat – activities of the communal forces and attacks on the minorities continue. Nothing has changed. Depending on the situation in different parts we will take a position.

Constant attack on the UPA's economic policies is being seen by some as an attempt to stall the Government. This perception may or may not be entirely true. What is the position?

I think the situation as such is that there is a UPA Government. The Left and Communist parties are not part of the Government and not part of the alliance, but we have extended support on the basis of the Common Minimum Programme. There are certain aspects of the CMP we give importance to. We will continue in this fashion, we do not see any necessity to change. Our party congress has not said that this approach is wrong. If any quarters think the party congress will lead to [a] rupture in the UPA Government, I do not think that is how we have planned or worked it out.

Having preferred other party members to be the interface with political parties, do you visualise a change in approach? Would you adopt a hands-on approach instead of being in the background?

It is a question of division of work in our leadership, we are not many at the headquarters ... we have different types of responsibilities. It is not that everybody does separate things. We combine. I cannot only be having discussion with the Government, there are other things to be done. I have met the Prime Minister whenever required but I can't be doing only that. The new Polit Bureau will discuss and distribute work.

Some describe you as a hardliner, others a classical Marxist. How do you see yourself?

I have also been called a doctrinaire. It is a misplaced idea. For instance, I am part of the decisions taken by the Polit Bureau, the Central Committee, and the party congress. For instance, what the party should do after the last Lok Sabha elections was a collective decision that was endorsed by the party congress. There is no hard-line or soft-line, we weigh our options, discuss and decide. In our party, [the] general secretary does not have the status of a supreme leader. He is part of the team and his job is to see the team works and implements decisions.

What is your approach to the CPI's call for unity among the communists? Do you visualise it leading to the unification of the two Communist parties?

What we have stressed [is] the need to strengthen unity of the Left. In the recent period we have made progress and on major issues have coordination at [the] national level, but there is [a] Left outside the four Left parties whom we want to bring on a common platform.

As regards [the] Communist merger, I do not think we are at that stage. The CPI also recognises there are political and ideological differences between the two that led to the split. Some differences are important. Over time these may be sorted out but we can't leapfrog and take it up.

Do you think this generational change in parties, including the CPI (M), would make a qualitative difference in the Indian polity?

You should not overplay generational change in the CPI (M). I am not the youngest general secretary, P. Sundarayya became [general secretary] at 52. The question is what ideological positions we take. Age is secondary.

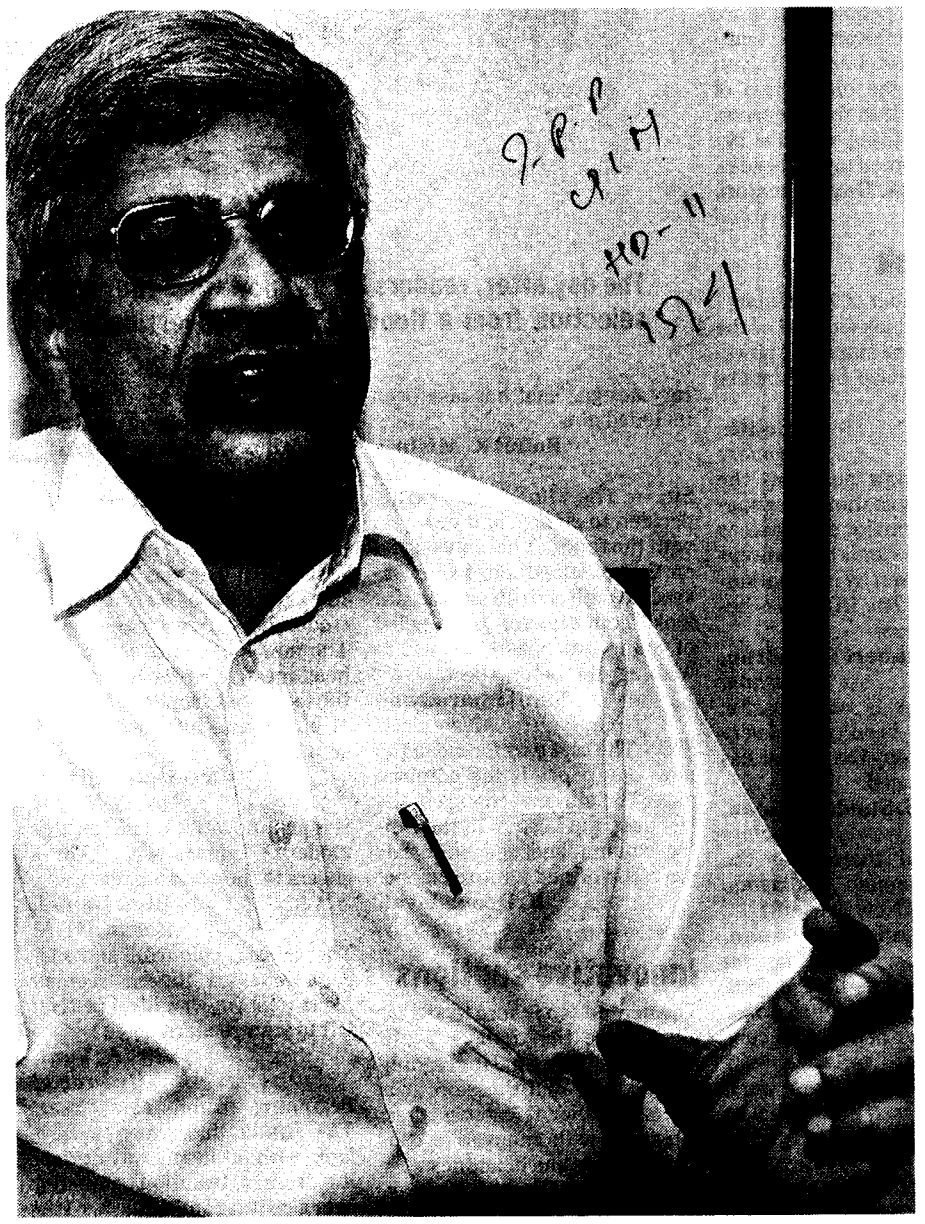

CPI(M) general secretary Prakash Karat... looking beyond electoral alliances. PHOTO: ANU PUSHKARNA

15 APR 2005 THE HINDU

Blunted weapon

Who's afraid of the Left?

By reviving the idea of a third front, the CPI-M may argue it is keeping its options open because of fundamental differences with the UPA on economic policy. Many others would call it rank opportunism. Support for the Congress-led government gives Marxists a say in decision-making at the Centre — impossible if they were in the opposition. At the same time, they talk of a third front that will exclude the Congress and be headed by the Marxists. This can only be linked to the constant refrain at the party congress that Marxists need to expand their base beyond Bengal, Tripura and Kerala. The UPA regime has given them the best opportunity. But it is politics at its worst when the Left enjoys all the privileges of a party in power yet stays out of government, refuses to put its seal of approval on the UPA's common minimum programme and now talks of a third front.

Nothing has changed since the parliamentary election to warrant any fresh optimism about a non-NDA, non-Congress formation headed by the CPI-M. Noises made at the party congress are aimed at warning the UPA that the Left will become more demanding in days to come. Harkishen Singh Surjeet is fooling no one when he declares that the CPI-M "shall make independent assessments". He pretends not to be aware of a confession made a day earlier by Sitaram Yechury that the Left will not do anything to rock the boat at the Centre. Talk of a "basic agenda" is a red herring that helps the Left exert more pressure. Can the "basic agenda" match those of other parties it hopes to include in the third front? Lalu Prasad's RJD and Mulayam Singh's Samajwadi Party will obviously be part of it — if it materialises at all. Can Surjeet declare with any honesty that Lalu and Mulayam are ideologically closer to the CPI-M than the Congress or other parties in the UPA? Marxists need to realise that there are two problems with this kind of opportunism — first, that greed is an addiction that feeds on itself, and second, political ties based on such greed are like the relationship between a drug addict and a dealer; the equilibrium changes slowly but surely until the seller calls all the shots. Sonia Gandhi has nothing to worry about.

12 APR 2005 THE STATESMAN

বুদ্ধের ডানা ছাঁটতে গিয়ে অভিষেকেই হোঁচট কারাটের

দীপ্তেন্দ্র রায়চৌধুরী ● নয়াদিল্লি

১১ এপ্রিল: শুধু ইঁদুর ধরলেই চলবে না, বেড়ালের রংটা যথেষ্ট সাদা হতে হবে, তা উদারপন্থীদের বুঝিয়ে দিয়ে দলের নতুন সাধারণ সম্পাদক পদে ইনিংস শুরু করতে চেয়েছিলেন প্রকাশ কারাট। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলের বিরাট অংশের বাধা ও বহু সংশোধনীর ধাক্কায় পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন তিনি। কারণ, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের পায়ে শিকল পরানোর উদ্দেশ্যে নিয়ে আসা অর্থনীতি সংক্রান্ত দলিলটি পার্টি কংগ্রেসে পাশ হয়নি।

অভিষেক লগ্নেই পরাস্ত নব-নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক।

কেন এই ধাক্কা? কারণ, এক দিকে বিশ্বায়নের বাস্তবতা মেনে নেওয়ার কথা বলে অন্য দিকে আবার বুদ্ধদেবের (এবং এন জি ও প্রশ্নে কেরলের সম্পাদক পিনরাই বিজয়নের) পায়ে বেড়ি পরাতে গিয়েছিলেন কারাট। এই বিপরীতমুখী ঘটনা কী করে ঘটবে, সেই 'আদর্শগত প্রশ্ন' থেকেই আসে একের পর এক সংশোধনী। বিতর্ক ক্রমশই জমাট বাঁধতে থাকায় স্থির হয়েছে, অর্থনীতি সংক্রান্ত দলিলটির ফয়সালা করবে কেন্দ্রীয় কমিটি। পার্টি কংগ্রেসে এমন সিদ্ধান্ত সাধারণত বিরল।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

প্রকাশ কারাট

সিটুর সাধারণ সম্পাদক চিত্তব্রত মজুমদার ও পত্নী বৃন্দাকে পলিটব্যুরোয় নিয়ে এসে কারাট দলের শীর্ষ স্তরে কট্টরপন্থীদের প্রাধান্য পুরোদস্তুর বজায় রাখলেন ঠিকই, কিন্তু অর্থনৈতিক প্রশ্নে দলকে সঙ্গে আনতে পারলেন না।

আজ সকালেই অর্থনীতি সংক্রান্ত দলিলটি চূড়ান্ত করার কথা ছিল সি পি এমের। এই দলিলে কারাট বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, বিদেশি বিনিয়োগই হোক বা এন জি ও-র টাকা ব্যবহার করা, সব কিছুই করতে হবে একটা নির্দিষ্ট মাপকাঠির ভিত্তিতে। যে ভিত্তি হল, বিনিয়োগের পিছনে যেন শর্ত না-থাকে এবং এন জি ও-র মধ্যে যেন বিদেশি টাকা না-থাকে।

পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলের পার্টির একটা বড় অংশ এতে সম্মত হয়নি। অনিল বিশ্বাস-বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যেরা জোট বেঁধেও চিত্তব্রত মজুমদারকে পলিটব্যুরোর সদস্য হওয়া থেকে আটকাতে পারেননি ঠিকই, কিন্তু বিদেশি লগ্নির পিছনে শর্ত থাকবে না—এই রকম সাদা-কালোয় বিষয়টি মানতে রাজি না-হয়ে সংশোধনী জমা দেন বিভিন্ন জন। অন্য দিকে এন জি ও-র জন্য প্রেরিত বিদেশি টাকা মানেই তা অচ্ছুৎ, এটা মানতে রাজি হননি রাজ্য সম্পাদক পিনরাই বিজয়নের নেতৃত্বে কেরলের একটা বড় অংশ।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে দলের একটা বড় অংশ মোটামুটি দেং জিয়াও পিং-এর কথাকেই আপ্তবাক্য হিসাবে মেনে চলতে চান। দেং বলেছিলেন, বিড়াল সাদা না কালো তা অবান্তর, ইঁদুর ধরতে পারলেই হল। অর্থাৎ যে টাকা লগ্নি হবে, তার রঙ বিচার করতে রাজি নন তাঁরা। তাঁদের পক্ষ থেকে যে সব সংশোধনী জমা পড়েছে তার মূল কথা হল, শর্ত ছাড়া ঋণ বা লগ্নি সব সময়ে পাওয়া যাবে না। কিন্তু সেই শর্ত দলের মূল ভাবনার বিরোধী কি না, সেটা দেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

দলীয় সূত্রের খবর, বুদ্ধদেব-বিজয়ন জুটির পাশে ছিলেন সীতারাম ইয়েচুরি। লগ্নি বা এন জি ও-র বিষয়টি কাল তিনিই প্রকাশ্যে জানিয়েছিলেন। যার ফলে এমন প্রশ্নও উঠেছিল যে, তিনি কি সুপার-মুখ্যমন্ত্রী? মুখে দলের নেতৃত্বের মনোভাব প্রতিফলিত করলেও অভ্যন্তরীণ বিতর্কের সময় তিনি কিন্তু কার্যত কারাটের পাশে দাঁড়াননি। কারণ, বিশ্বায়নের বাস্তবতা মেনে চলার ক্ষেত্রে তাঁর মত দলে গৃহীত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ-কেরলের সমর্থনেই। পেটেন্ট প্রশ্নে দলের মনোভাবও তিনিই নির্ধারণ করেছেন।

সব মিলিয়ে দলের শীর্ষ পদে প্রথম দিন থেকেই কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়লেন প্রকাশ।

● **পার্টি কংগ্রেসের আরও খবর পাঁচের পাতায়**

ANANDABAZAR PATRIKA

12 APR 2005

P. T. O.

P. T. O.

GenNext takes charge of CPM

Exit Surjeet, enter Karat

Deepak Razdan
New Delhi, April 11

THE CPI(M)'s 18th congress turned historic today when Prakash Karat (56) took over as the party's general secretary, succeeding H.S. Surjeet, arguably the tallest leader of the Indian communist movement, who steered the party for 12 years.

Ailing for some time, the 89-year-old Surjeet had sought to be relieved. Party leaders, however, persuaded him to stay on in the new politburo along with Jyoti Basu, who too had wanted to quit on health grounds.

Also, for the first time in the CPI(M)'s history, a woman became a member of the politburo, the party's highest decision-making body. Brinda Karat, vice-president of the All India Democratic Women's Association, is Prakash Karat's wife and has been a member of the central committee.

Apart from her, the 17-member politburo inducted three new faces, including Citu general secretary Chittabrata Mazumdar. Although jobs are yet to be allocated among the politburo members, Sitaram Yechuri is expected to take care of political affairs with Karat concentrating on organisational matters.

Party congress delegates raised "a red salute" when politburo member R. Umanath announced Karat's unanimous election as general secretary. The new general secretary said the CPI(M), already the third largest party in Parliament, must now grow as a strong all-India force.

Responding to media commentaries on the "generational change", Karat said leadership in the CPI(M) had never been personality-centric. Ever since its emergence in 1964, the party had believed in collective leadership, starting with a politburo of nine members, the Navratnas, two of whom were Surjeet and Basu.

He said the two veterans had wanted last night to quit their posts, seeking only to continue as "invitees". The two had been architects not only of the CPI(M) but also of the communist movement in India.

Preferring stability with change, the party's new central committee has 85 members, 20 of them new. In keeping with its plan to expand in the "Hindi belt," the committee includes state secretaries of all the Hindi-speaking states.

■ **Related report on Page 3**

The new order

PTI

- **GENERAL SECRETARY** Prakash Karat (above)
- **POLITBURO NEWCOMERS** Brinda Karat (first woman entrant), Chittabrata Majumdar, K. Varadarajan, B.V. Raghavulu
- **POLITBURO OLD-TIMERS** 13 other members including Prakash Karat, H.S Surjeet, Jyoti Basu, Buddhadeb Bhattacharjee, Biman Bose, Anil Biswas, Sitaram Yechuri
- **CENTRAL COMMITTEE** 85 members including the Karats, Surjeet, Basu, Bhattacharjee, Biswas, Hannan Mollah, Benoy Konar, Chittabrata Mazumdar, Nirupam Sen, Mohd Selim, Shyamal Chakraborty, Suryakanta Mishra, Shyamali Gupta
- **CENTRAL CONTROL COMMISSION** Kanti Biswas, N. Sankaraiah, P.K. Balan, Sambi Reddy, Krishna Khopkar

12 APR 2005 THE TELEGRAPH

12 APR 2005
THE STATESMAN

PRAKASH REPLACES SURJEET; BRINDA IN POLITBURO

Karat couple first among equals

Statesman News Service

NEW DELHI, April 11. — The CPI-M central committee today unanimously elected 56-year-old Prakash Karat as the general secretary for a three-year term after Mr Harkishan Singh Surjeet stepped down from the post. The party also created history by including a woman member, Mrs Brinda Karat, in the Politburo.

The two announcements came on the last day of the party's 18th congress amid such slogans as "Comrade Prakash *Lal Salaam"* by cadres.

Mr Karat said he would ensure that the political resolution adopted at the congress, elaborating on the party's plans to launch campaigns on economic and non-economic issues, was translated into action. The party needs to be evolved into a strong independent entity to be able to accomplish that objective.

Both Mr Surjeet and Mr Jyoti Basu, who had wanted to resign on health grounds, have been included in the newly-elected Politburo.

Mr Chittabrata Mazumdar, Mr K Varadarajan and Mr BV Raghavulu are the new entrants. The other members are: Mr Buddhadeb Bhattacharjee, Mr Biman Bose, Mr Anil Biswas, Mr Manik Sarkar, Mr VS Achuthanandan, Mr S Ramachandra Pillai, Mr Sitaram Yechury, Mr R Umanath, Mr MK Pandhe, and Mr Pinarayi Vijayan.

The 85-member central committee has 20 new faces, including Mr Nilotpal Basu, Ms Bonani Biswas, Mr Basudeb Acharya, Mr Khagen Das, and Mr PMS Grewal.

In his maiden address as party general secretary, Mr Karat called upon the party's nine lakh members to intensify the struggle against communal forces and the UPA's policies of liberalisation and privatisation and work for the strengthening of Left and democratic forces. If successfully implemented, the task set forth by the congress would be a "landmark".

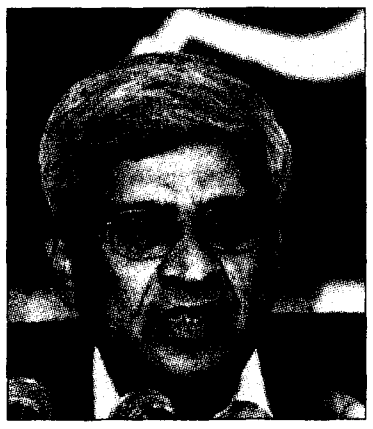

Mr Prakash Karat and his wife Mrs Brinda Karat

Later at a public rally at Ramlila Grounds, he iterated his appeal for a pro-active campaign to bring about a third alternative. He called for a countrywide campaign on three issues: 1) land reform; 2) strengthening of PDS; and 3) employment generation. At its next meeting, the central committee would work out the final contours of the agitation programme.

Referring to the "generational change" in the party, the new general secretary said: "Our leaders, unlike in other parties, do not want to cling to a position. But he (Jyoti Basu) compelled us three years ago to accept his resignation as chief minister of West Bengal."

He said Mr Basu and Mr Surjeet, described as the "legends of the Indian Communist movement", had made written requests to the Politburo to relieve them of their responsibility due to failing health.

The new Politburo declined to accept their request saying "we continue to cherish their leadership and look up to them for guidance". "These two leaders were among the founding nine Politburo members or *navaratna* when CPI-M was formed in 1964. They are the builders not only of the CPI-M, but the communist movement in India," Mr Karat said.

Mr Yechury stressed the need to strengthen the public struggle and exhorted party workers to take part in the mass contact programme in a big way. He said the party would continue to mount pressure on the UPA government and if needed it would take to the streets to oppose its policies and programmes.

Another report on page 4

বিশ্বায়নের দাওয়াই পার্টি কংগ্রেসে

সাহিত্য চর্চাতেও এ বার অনুমতি লাগবে দলের

প্রসূন আচার্য ● নয়াদিল্লি

১০ এপ্রিল: বিশ্বায়নের যুগে নিজেদের শুদ্ধতা রক্ষা করতে পার্টি সদস্যদের স্বাধীন চিন্তাধারার উপরেই কার্যত নিষেধাজ্ঞা জারি করল সি পি এম। বলা যেতে পারে, মতপ্রকাশের স্বাধীনতাটাই কেড়ে নেওয়া হল দলীয় সদস্যদের। এখন থেকে দলের অনুমোদন ছাড়া কেউ সৃষ্টিশীল সাহিত্যও রচনা করতে পারবেন না। দল এত দিন যা ভেবেছে বা ভাবে, তার উপর ভিত্তি করেই লিখতে হবে।

পার্টির নিষেধাজ্ঞা এখানেই থেমে নেই। সরকারি প্রকল্পে টাকা খরচের ক্ষেত্রেও দলীয় সদস্যেরা সরাসরি যুক্ত হতে পারবেন না। যদি কাউকে একান্তই যুক্ত হতে হয়, তা হলে দলের সংশ্লিষ্ট কমিটির কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে। সেই কমিটি ওই টাকা খরচের উপর নজরদারিও করবে। সি পি এমের সাংগঠনিক রিপোর্টেই এ কথা বলা হয়েছে, পার্টি কংগ্রেসে আলোচনার পরে যা সোমবার সকালে গৃহীত হবে।

দলের এক শীর্ষ নেতার মতে, বিশ্বায়নের 'কুফল' থেকে দলের সাড়ে আট লক্ষ কর্মীকে রক্ষা করতেই এই বিধি-নিষেধ আরোপ। পলিটব্যুরোর অন্যতম সদস্য সীতারাম ইয়েচুরির মতে, "যা করা হচ্ছে, তা দলের ভালর জন্যই করা হচ্ছে।" তিনি বলেন, "সৃষ্টিশীল সাহিত্য রচনায় কাউকে বাধা দেওয়া হচ্ছে না। তবে কোনও লেখা নিয়ে যাতে পার্টিতে অহেতুক বিতর্ক সৃষ্টি না হয়, তাই দলীয় ভাবনার পরিমণ্ডলের মধ্যেই লিখতে বলা হয়েছে।"

দলীয় সদস্যদের সরকারি টাকা খরচের উপর নজরদারি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "পার্টিতে শৃঙ্খলা ও কর্মীদের সততা যাতে বজায় থাকে তাই এ কাজ।" তাঁর মতে, কমিউনিস্ট পার্টিতে শৃঙ্খলাই বড়। কোনও সদস্য 'বিপথে' যাচ্ছেন কি না, সে ব্যাপারে পার্টিকে সব সময়ে নজর রাখতে হয়।

সাংগঠনিক দলিলে বলা হয়েছে, "পার্টিতে দলের বৃহত্তর ভাবাদর্শের পরিমণ্ডলে লেখার স্বাধীনতা সবারই আছে। কিন্তু এমন সাহিত্য, যা দলের ভাবাদর্শের সঙ্গে ঠিক মেলে না, বা দলে কখনও আলোচনা হয়নি, তা নিয়ে লেখার আগে অবশ্যই রাজ্য বা কেন্দ্রীয় পার্টির অনুমোদন নিতে হবে।" অনুমতি না-নিলে তা দল বিরোধী কাজ হবে। কারণ এ ব্যাপারে দলের অতীত অভিজ্ঞতা তিক্ত। লেখকের স্বাধীনতা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটি মনে করে, পার্টি যে ভাবে বলছে সেই ভাবেই যে লিখতে হবে, তা নয়। কিন্তু তার মানে এই নয়, যে কেউ ইচ্ছামত, নিজের দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছু লিখতে পারবেন। লেনিনের সময়ে রাশিয়ায় লেখকদের স্বাধীনতা খর্ব করা না-হলেও স্তালিনের সময়ে হয়েছিল। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, দল যখন আরও উদার পথে চলছে, তখন চিন্তার উপরে এই লাগাম কেন? এখন সিপিএম মাওয়ের কথা বলে। তিনি কিন্তু শত চিন্তা বিকশিত হওয়ার কথা বলেছিলেন।

এ দিকে, নানা উন্নয়নমূলক সরকারি কাজে যখন আরও বেশি টাকা খরচ হচ্ছে, তখন দলের একাংশ বিপুল টাকার উৎস দেখে প্রলোভিত হচ্ছেন বলে দলের ধারণা। সরকারি টাকা খরচের ক্ষেত্রে দলীয় সদস্যেরাই অনেক সময়ে সরকারি অফিসারদের ভূমিকা নিচ্ছেন। তাই কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত, সরকারি টাকা খরচে পার্টি সদস্যেরা যুক্ত হতে পারবেন না।

প্রতি দিনের অভিজ্ঞতায় সি পি এম নেতারা জানেন, উৎকোচ থেকে শুরু করে উপহার, অতি স্বচ্ছল জীবনযাত্রা এ সবের জন্য আর্থিক প্রলোভনই দায়ী। তাই সরকারি টাকার 'বিপুল তহবিলের' উপরে এই নজরদারি ব্যবস্থা। নজরদারি কি আগে ছিল না? সীতারামের কথায়, "ছিল। কিন্তু আমরা এ বার নজরদারির দায়িত্ব পাকাপাকি ভাবে কোনও কমিটিকে নেওয়ার কথা বলছি। এতে আরও বেশি করে শৃঙ্খলা বজায় থাকবে।" দলের কোনও সদস্য যে বিদেশি আর্থিক সাহায্যে রূপায়িত হওয়া কোনও কাজে যুক্ত হতে পারবেন না, এমন কী এন জি ও-র ক্ষেত্রেও না, দল তা-ও জানিয়ে দিয়েছে।

11 APR 2005

CPM nod for FDI with a rider

Statesman News Service

NEW DELHI, April 10. — The CPI-M today said it was not averse to Foreign Direct Investment in India but held that any such investment should be sans conditions attached to them and "regulated" keeping in mind the economic sovereignty of the country.

The party congress here held extensive discussions on various aspects of foreign investment inflow into the country as part of the debate on the second part of the report on political and organisational matters.

As per the report, presented by Politburo member Mr Sitaram Yechury at the party congress today, the neo-liberal economic policies "reduce state governments to extreme penury" as the allocation of Central transfers to states comes down drastically, finally resulting in recession and peasant distress.

The delegates argued that even the Left Front-ruled states like West Bengal and Tripura were not insulated against the adverse impact of globalisation and neo-liberal policies. In this context, the party said that foreign capital was welcome as long as it helped augment the production capacities, technologically upgrade the economy and generate employment opportunities.

The party's proposed "guidelines" on financial assistance said such assistance, if it was coming from World Bank, ADB, DFID and JBIC for providing facilities to poor people, can be accepted minus any suggestions for structural or policy changes.

Mr Yechury said the time was ripe to take advantage of the party's support to the UPA government.

The "thrust" of the 39 participants who took part in the discussion was on the expansion of the party organisation.

A seven-point plan of action, among other things, envisaged preparing concrete plans for the identified sates to strengthen the organisation and called for an all India struggle, highlighting issues relating to the agriculture sector.

The party also plans to take up ideological, political education programme on a regular basis besides taking up recruitment of young cadres.

The discussion on party organisation also covered the role of NGOs in development programmes.

Mr Yechury said the CPI-M would have nothing to do with any NGO being run with the help of foreign money. He said self-help groups, particularly those being run by women, were doing commendable work in the field of rural development and sanitation in West Bengal.

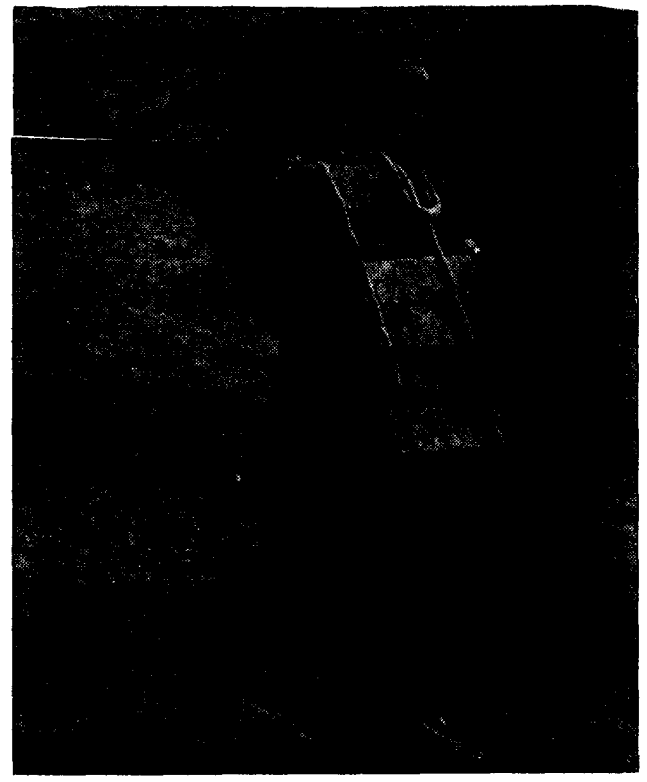

NO KIDDING! A five-year-old participant at a village sports *mela* in Amritsar on Sunday. — PTI

11 APR 2005 THE STATESMAN

Karat replaces Surjeet as CPM gen secy

Wife Brinda Is First Woman Politburo Member

New Delhi: In a change of guard at the CPM, Prakash Karat was on Monday unanimously elected general secretary after veteran leader Harkishan Singh Surjeet stepped down to make way for the GenNext to take over.

The election of 56-year-old Karat, a hardline ideologue from Kerala, came at the end of the six-day 18th congress of the CPM, which is long used to having veterans at the helm. An aging Surjeet, now 89, had earlier offered to step down from the post. Along with him, the 91-year-old former West Bengal chief minister Jyoti Basu had also offered to quit the politburo.

Brinda Karat Prakash Karat

However, the politburo refused to accept the request of the two leaders to quit the crucial decision-making body, into which a woman has been elected for the first time. Karat's wife, Brinda, who created a flutter a couple of years ago demanding the presence of women in crucial decision-making bodies of the party, became the first woman entrant into the politburo.

Surjeet, who had been the general secretary for more than a decade and was adept at playing coalition politics, had offered to step down in view of his failing health.

Karat, whose tough line on the party not accepting the prime ministership when it was offered to Basu in 1996 to head a United Front government earned him the sobriquet of hardliner, said in his speech immediately after the election that the party would fight the twin challenge of communalism and the neo-liberal economic policies.

He said he was not satisfied that the CPM was the largest Left party in the country and the third largest in parliament. "We want to make the CPM a strong all-India party."

The congress also elected an 85-member new central committee. PTI

10 APR 2005 THE TIMES OF INDIA

08 APR 2005 THE TELEGRAPH

CPM okay with stand on Delhi

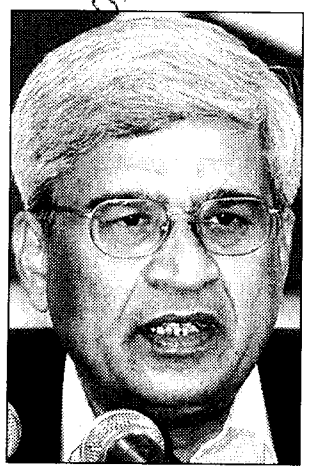

Karat: Common ground

OUR SPECIAL CORRESPONDENT

New Delhi, April 7: The CPM's new political resolution today received its first stamp of approval from the 700 delegates who have gathered here for the 18th party congress.

Politburo member Prakash Karat, who presented the draft political resolution at the conclave this morning, said: "This time there has been a wider acceptance of our party line with regard to our approach to the UPA government and the interventions we have made."

Karat was making a comparison with the Hyderabad congress three years ago when delegates moved 4,800 amendments to the political resolution. The number this time is 2,800. Delegates move amendments when they want changes in the political resolution.

"The reduction in the amendments means the party now has a more common approach," said Karat. There is speculation that the UPA government's pro-reform stance and its liberalisation policies — some of which the government has pushed through regardless of the Left's opposition — have not gone down well with the party workers.

Karat explained to the delegates that the CPM is not abandoning its "independent" role because it is supporting the UPA government. The draft political resolution says: "The CPM's role is to criticise and oppose such steps of the government which are against the people's interest or are a departure from the common minimum programme."

"But this does not mean a 'blanket no' to reforms," said a delegate. According to him, there is a change in the party's position. "Earlier, there used to be unqualified opposition. Now, we are not just opposing but also giving alternative suggestions," he said.

A booklet with notes of all the alternative suggestions the party has made with regard to the UPA government's economic policies was given to the delegates.

Today's discuss ions reflected the party's concern for its tactics in the Hindi belt. "Some comrades felt there should be a more critical analysis of the CPM's united front tactics, particularly in states like Uttar Pradesh and Bihar," the party said.

"The delegates wanted to know whether we or the regional parties have gained from these united fronts," said Karat. The CPM maintains it will focus on the Hindi heartland where it has not only remained stunted but also lost ground to parties like the Samajwadi Party and the Rashtriya Janata Dal.

The amendment moved by the delegates to the political resolution says the CPM must take up social issues such as "caste oppression and Dalit emancipation".

"The party must take up all the issues connected with the problems of the tribal people and work in a planned manner in the tribal areas," said the CPM.

Basu, Surjeet To Stay On

Our Political Bureau
NEW DELHI 7 APRIL

NEVER mind their desire for retirement, Mr Harkishan Singh Surjeet, 89 and Mr Jyoti Basu, 91, will not leave the centre stage of the CPM decision-making. According to sources, the duo are set to get re-elected as members of the party politburo at the end of the ongoing 18th party congress, though Mr Prakash Karat will take over as the new general secretary.

Barely into the second day of the six-day conference, an influential section of the leadership has begun advocating the need for the continuation of Mr Surjeet and Mr Basu in the party's apex decision-making body primarily on the ground that the duo's services are crucial for ensuring the stability of the UPA-Left partnership at the Centre. This is more so since Congress-Left war of words will intensify in the run up to the polls in West Bengal and Kerala next year.

This section feels the duo's excellent working chemistry with senior Congress leaders, especially Ms Sonia Gandhi, will come in handy since the new general secretary is yet to develop personal equations with the Congress brass. Though younger to the big two by nearly 40 years, the gentle Mr Karat has come up the ladder through the

CPM "administrative service" at the headquarters — moulded in the line of the Soviet appartachik — specialising in the "made in 1964" anti-Congress thesis that the party has pulled out of practice in these years of "secular cohabitation." Interestingly, it was the deeply rooted Surjeet-Basu duo, braving their advanced age, who have shown practical wisdom in leading an internal tactical churning to reposition the CPM from being an extreme anti-Congress party to a fellow traveller of the grand old party. The two have braved pressure from hardliners.

Such was the initial resistance, the hardliners gave in only after Mr Basu publicly denounced them as the authors of the historic blunder and Mr Surjeet backed it with a threat to quit the leadership. This led to a positive fallout in 2004 when at least a section of the central committee voted for the CPM's participation in the UPA government. Later, the CPM even left the three Left parties behind and accepted the Congress offer of the post of Lok Sabha Speaker.

In the past 11 months of UPA government, it was Mr Surjeet, assisted by Mr Sitaram Yechury, who has been liasoning with the Congress brass with Mr Basu occasionally airdashing to join them.

Mr Karat, assisted by Mr Yechury and, to a lesser extent, by Mr S. Ramachandran Pillai, have been focused more on the day-to-day responsibilities at the headquarters, besides making rare TV appearances and visits to seminar halls. With Mr Surjeet's failing health has made Mr Karat taking over from him the top post inevitable, the big two, in their capacity as the politburo members are expected to lend more authority to the leadership of Mr Karat. Since Mr Basu has already been limiting his visits to Delhi and Mr Surjeet likely to limit himself to coalition management, the party congress will have to find some politburo members who could stay put at the headquarters. One of the contenders for politburo membership is the Kerala leader, Mr M.A. Baby.

08 APR 2005 The Economic Times

CPM for viable third alternative

Statesman News Service

NEW DELHI, April 7. — Seeking to further build up on its agenda for "a viable third alternative", the CPI-M today said any initiative in this regard had to go beyond "mutual necessity" of entering into pre-poll arrangements and should evolve on the basis of "a common policy framework" and ideological commonalities.

Towards this objective the delegates at the CPI-M congress while discussing the draft political resolution, moved by Mr Prakash Karat, today were unanimous on mounting further pressure on the UPA government by stepping up a mass mobilisation programme against its economic and non-economic policies.

Mr Karat said extending support to the UPA government did not mean that the CPI-M would give up its "independent role". There were, however, very few who wanted to move a no-confidence motion against the government. Politburo member and West Bengal chief minister Mr Buddahadev Bhattacharjee moved a resolution supporting the Palestinian struggle for a separate homeland and condemning the "Israel-USA axis".

The resolution demanded that the government cease its military cooperation with Israel.

08 APR 2005 THE STATESMAN

08 APR 2005 ANANDABAZAR PATRIKA

‘কেরিয়ার’ গড়তেই দলে অনেকে, উদ্বিগ্ন সিপিএম

প্রসূন আচার্য ● নয়াদিল্লি

৭ এপ্রিল: বিয়েতে পণ নেওয়া এবং লোকদের কাছ থেকে দামি উপহার নেওয়ার প্রবণতা বাড়ছে।

পার্টি কমরেডের জীবনযাত্রার সঙ্গে আয়ের সামঞ্জস্য নেই।

অনেকের কাছেই সিপিএম করা মানে নিজেদের ‘কেরিয়ার’ গড়া।

নিজের গোষ্ঠী বাড়াতে কোনও কোনও নেতা অপদার্থ লোকেদেরও পার্টি সদস্য করছেন।

মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে বিশেষ কিছু না জেনেই লোকে সিপিএম করছে।

এই ভাবেই আর পাঁচটা বুর্জোয়া দলের ‘কুঅভ্যাস’ সি পি এমের মতো কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদেরও গ্রাস করেছে বলে দলের কেন্দ্রীয় কমিটি সাংগঠনিক রিপোর্টে মেনে নিচ্ছে। যেমন, পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে বলা হয়েছে, বার বার বলা সত্ত্বেও জেলা কমিটি তিন মাস অন্তর সদস্যদের সম্পর্কে ‘চেকআপ’ করে না।

ত্রিপুরায় অন্যের কাছ থেকে দামিদামি উপহার নেওয়া চলেছে। আয়ের সঙ্গে জীবনযাপনের কোনও সম্পর্ক থাকছেও না। উপহার নেওয়ার ক্ষেত্রে সতর্কতা জারি করতে হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ ইউনিটকেও।

নেতৃত্বের মতে, দলে গোষ্ঠীবাজি তো বটেই, আমলাতান্ত্রিক মানসিকতা, নিজের ক্ষমতা জাহির করা এমনকী কমিউনিস্ট পার্টির মূল নীতিকে উপেক্ষা করার মানসিকতাও কিছু ক্ষেত্রে দলকে পেয়ে বসেছে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আর্থিক ক্ষেত্রে অসততা এবং সামাজিক চাপের কথা বলে অবৈজ্ঞানিক কুপ্রথা মেনে চলার প্রবণতাও। ফলে ক্রমেই পার্টি সদস্যদের মান পড়ে যাচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি অত্যন্ত চিন্তিত। পলিটব্যুরোর সদস্য প্রকাশ কারাট বলেন, “সাংগঠনিক রিপোর্ট নিয়ে আলোচনার সময়ে দলের অভ্যন্তরের সমস্যা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হবে।”

এই পরিস্থিতি থেকে দলকে বের করে আনা কঠিন জেনেও এ বারের পার্টি কংগ্রেসে সেই কাজটাই করার চেষ্টা করছে নেতৃত্ব। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাকে আরও কঠোর ভাবে প্রয়োগের পাশাপাশি পার্টির জন্য চাঁদা তোলার ক্ষেত্রে নানা বাধানিষেধ আরোপ করতে চলছে দল।

কেবল তাই নয়, কারও বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে তিনি যাতে কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনে গিয়ে ছাড় না পান, সে জন্য কমিশনের ক্ষমতা খর্ব করা হচ্ছে। এখন থেকে কেন্দ্রীয় কমিটি দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় কন্ট্রোল কমিশনের সিদ্ধান্তকেও খারিজ করে দিতে পারবে।

কেরলে দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব অনেক বেশি। ফেব্রুয়ারিতে কলকাতায় কেন্দ্রীয় কমিটি ও পলিটব্যুরোর সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করেই কেরলের রাজ্য সম্মেলনে ভোটাভুটি হয়েছে। সদস্যদের আর্থিক দুর্নীতি ঠেকাতে এখন বলা হচ্ছে, কোনও দাগি লোকের কাছ থেকে চাঁদা তোলা যাবে না। আর ৫ হাজার টাকার উপর চাঁদা তুললে তা জেলা কমিটিতে জানাতে হবে। আপ্পকুটন, বি বি চেরিয়া সমেত কেরলের চার নেতাকে দল বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে তাঁরা কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনে গিয়ে পুনরায় দলে ফিরে এসেছেন। বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরে বিতর্ক চলার পরে এ বার কন্ট্রোল কমিশনের ক্ষমতা খর্ব হচ্ছে।

সাড়ে ৮ লক্ষের বেশি সদস্য নিয়ে সিপিএম এখন আন্তর্জাতিক ভাবে অন্যতম বৃহৎ কমিউনিস্ট পার্টি। কিন্তু সদস্যদের ঠিক পথে পরিচালনা করতে গিয়ে প্রতি পদে দল নানা সমস্যায় পড়ছে। সাংগঠনিক রিপোর্টে তা সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। শুক্রবার বিকেলে পার্টি কংগ্রেসে তা পেশ করা হবে।

আসলে সি পি এম-এর বর্তমান সদস্যদের অধিকাংশই ১৯৯২ সালের পরে যোগ দিয়েছেন দলে। পশ্চিমবঙ্গ, কেরলের ৭১ শতাংশ, তামিলনাড়ুর ৭৬ শতাংশ সদস্যই ’৯২-এর পরে এবং ত্রিপুরার ৫৯ শতাংশ সদস্যই ’৯৪ সালের পরে দলে যোগ দিয়েছেন। তাদের নিয়েই পার্টি চিন্তিত।

দলে নেওয়ার পরে অনেক সময়েই সদস্যদের ঠিক মতো শিক্ষিত করাই হচ্ছে না বলে কেন্দ্রীয় কমিটি মনে করছে। বলা হয়েছে, এরা দলে আসছে বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলির বদগুণ নিয়ে, ফলে দলের মান ক্রমেই পড়তির দিকে। যদিও বিহার ছাড়া অন্য সব রাজ্যেই দল বাড়ছে।

কংগ্রেসকে চাপে রাখতে তৃতীয় ফ্রন্টের জুজুই কারাটের কৌশল

দীপ্তেন্দ্র রায়চৌধুরী ● নয়াদিল্লি

৭ এপ্রিল: সি পি এমের সামনে বিকল্প পথ কি ক্রমেই কমছে? তাই কি দলের ভাবী সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাট আজ নতুন মোড়কে পুরনো তৃতীয় ফ্রন্টের ধারণাটিকেই তুলে ধরতে চাইলেন?

হরকিষেন সিংহ সুরজিৎ কালই তৃতীয় ফ্রন্টকে 'শুধু একটি নির্বাচনী জোটের ধারণায় নামিয়ে আনা উচিত নয়' বলে মন্তব্য করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, পরবর্তী তৃতীয় ফ্রন্ট হবে নীতিভিত্তিক ও বিভিন্ন প্রশ্নে এক সঙ্গে লড়তে তৈরি দলগুলির একটি সমন্বয়।

কিন্তু পার্টি কংগ্রেসে আলোচনা চলার সময়েই কারাট আজ বেসুরো গাইতে শুরু করলেন। দলের তরফে সাংবাদিক বৈঠকে এসে কারাট কখনও সুরজিৎকে সমর্থন করে বললেন, "শুধু ভোটের আগে অনেকগুলো দলকে নিয়ে একটা জোট গড়ে ফেলার পক্ষে আমরা নই।" আবার তার পরেই এক নির্দিষ্ট প্রশ্নের জবাবে জানিয়ে দিলেন, তাঁরা যে ধরনের তৃতীয় ফ্রন্ট চান তা 'তিন বছরের মধ্যে তৈরি হয়ে যাবে'। আর বিভিন্ন দলের সঙ্গে জোট বাঁধার কাজটিও এখনকার মতো চলতে থাকবে বলেও তিনি জানিয়ে দিলেন।

এই মুহূর্তে সঙ্গী তিন বাম দল ছাড়া আর কোনও দলই কোনও কর্মসূচিতে তাঁদের পাশে দাঁড়ায় না। তা সত্ত্বেও নীতিভিত্তিক একটি স্থায়ী 'তৃতীয় ফ্রন্ট' তিন বছরে তৈরি হয়ে যাবে বলে কারাট আশাবাদী। শুধু তাই নয়, নয়া ফ্রন্টে মুলায়ম সিংহ যাদবের সমাজবাদী পার্টির মতো দলও থাকবে বলে তিনি আজ জানিয়ে দিয়েছেন। ওই দল কিন্তু লখনউয়ে যে সরকার চালায়, তা কোনও ভাবেই কংগ্রেসের থেকে আলাদা কোনও নীতি নিয়ে চলে না।

তা হলে কারাটের তিন বছরের সময়সীমার কোনও ভিত্তি আছে কি?

কর্মসূচি-ভিত্তিক একটি তৃতীয় ফ্রন্ট তৈরি করতে হলে, সুরজিতের বক্তব্য অনুযায়ী, সি পি এমকে শক্তিশালী হতে হবে। তার জন্য সময় কই? চার বছর পরে দেশে আবার সাধারণ নির্বাচন হবে ও তিন বছর পরে হবে আর একটা পার্টি কংগ্রেস। সি পি এম যে কংগ্রেসকে সমর্থন করে যেতে বাধ্য নয়, সেই বার্তাটাও তো কংগ্রেসের কাছে পাঠাতে হবে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলের বিধানসভা নির্বাচনের আগে।

অর্থাৎ, বিকল্প পথ খোঁজা নয়,

এর পর চারের পাতায়

তৃতীয় ফ্রন্টের জুজুই কারাটের কৌশল

প্রথম পাতার পর

পুরনো তৃতীয় ফ্রন্টের ধারণাটিকেই নয়া তৃতীয় ফ্রন্ট বলে চালিয়ে দেওয়ার রাস্তা খোলা রাখতে চান কারাট।

অথচ, বিভিন্ন রাজ্যের বহু প্রতিনিধির প্রশ্ন, রাজ্যে রাজ্যে বিভিন্ন দলের সঙ্গে জোট করে লাভ কী হয়েছে? কারাটের কথায়, "তামিলনাড়ুতে ডি এম কে, অন্ধ্রে তেলুগু দেশম, বিহারে আরজেডি, অসমে অসম গণপরিষদের সঙ্গে গিয়েছি আমরা। আমাদের লাভ হয়েছে কি না সেই প্রশ্ন আলোচনায় উঠে এসেছে।" কিন্তু এই আলোচনার মূল সুর কোথায় গাঁথা? কারাটের উত্তর, "আমাদের লাভ হয়নি, এটাই।"

গত সন্ধ্যায় কারাট দু'ঘন্টা ধরে দলের রাজনৈতিক প্রস্তাব পেশ করার পর মোট বারো জন আলোচনায় যোগ দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে তামিলনাড়ুর এ কে পদ্মনাভন, অন্ধ্রের শ্রীনিবাস রাও, উত্তরপ্রদেশের এস পি কাশ্যপ এবং অসমের অনন্ত ডেকাও ছিলেন। নিজেদের রাজ্যে যে অন্যদের সঙ্গে সমঝোতায় গিয়ে লাভ হয়নি, তাও তাঁরা জানিয়েছেন। এই সম্পর্কে পার্টি কংগ্রেসের লিখিত বিবৃতিতে আজ বলা হয়েছে, "কিছু কমরেড মনে করছেন আমাদের যুক্তফ্রন্টের রণকৌশলের আরও সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ হওয়া দরকার। বিশেষ করে বিহার ও উত্তরপ্রদেশে।" অথচ রাজনৈতিক প্রস্তাবের উপর আলোচনা শেষ হওয়ার আগেই (কাল বিকাল বা সন্ধ্যায় প্রস্তাব গৃহীত হবে) কারাট জানিয়ে দিলেন, নয়া তৃতীয় ফ্রন্টে মুলায়মের দল থাকবে।

কারণটা সম্ভবত এই যে, কারাট নিজেই কংগ্রেসের উপর চাপ বজায় রাখতে চান। কাজেই তাঁর দরকার তৃতীয় ফ্রন্টের জুজু। তা না হলে শুধু বাম ও সমমনা দলগুলির শক্তিবৃদ্ধির জন্য অপেক্ষায় থাকতে হয়। এই আলোচনা পরিণতিতে পৌঁছবে কাল। কিন্তু রাজনৈতিক প্রস্তাবের যিনি উত্থাপক ও সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের নেতা, সেই কারাট আজই সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়েছেন। আর পৌঁছবেন না-ই বা কেন? এ বার রাজনৈতিক প্রস্তাবের উপর সংশোধনী কমে যাওয়ায় খুশি হয়ে তিনি আজই বলেছেন, তাঁদের সিদ্ধান্ত সর্বজনগ্রাহ্য হচ্ছে বলেই সংশোধনী কমে যাচ্ছে। ঘটনাটা তাই, না কি কঠোর বিকল্পের জন্য পরিশ্রমের ইচ্ছাটাই কমে যাচ্ছে?

08 APR 2005 ANADABAZAR PATRIKA

নির্বাচনী জোট মার্কা তৃতীয় ফ্রন্ট কি কাম্য, উত্তর খুঁজছে সিপিএম

দীপ্তেন্দ্র রায়চৌধুরী ● নয়াদিল্লি

৬ এপ্রিল: তৃতীয় ফ্রন্টের ভ্রান্তিবিলাস থেকে দলকে সরিয়ে আনাই সম্ভবত অষ্টাদশ পার্টি কংগ্রেসে সিপিএমের শীর্ষ নেতৃত্বের একমাত্র চ্যালেঞ্জ।

প্রায় গোটা পলিটব্যুরোর সমর্থন নিয়ে দলের সাধারণ সম্পাদক হরকিষেন সিংহ সুরজিৎ আজ এই কাজেরই গোড়াপত্তন করেছেন। দশ বছর আগে চণ্ডীগড় পার্টি কংগ্রেসের উদ্বোধনী বক্তৃতায় আহ্বান জানিয়েছিলেন, বিজেপি ও কংগ্রেসের সঙ্গে সমদূরত্ব রাখার লাইন থেকে সরে আসতে। কিন্তু দল তা মানতে আরও তিন বছর সময় নিয়েছিল। কারণ, তখন গোটা পলিটব্যুরো তাঁর পিছনে ছিল না। তবে বিদায়বেলায় তৃতীয় ফ্রন্ট নিয়ে নতুন ভাবে দলকে ভাবতে শেখার কথা বলার সময় পরিস্থিতিটা ভিন্ন।

সুরজিৎ আজ বলেছেন, "সিপিএম শক্তিশালী হলে তবেই একটা স্থায়ী তৃতীয় ফ্রন্টের জন্ম হতে পারে। সেই বিকল্পের ভিত্তি হতে হবে নীতিগত ক্ষেত্রে একটা অভিন্ন মঞ্চ এবং লক্ষ্যপূরণের জন্য যৌথ কাজকর্ম ও লড়াইয়ের ইচ্ছা। একটি তৃতীয় ফ্রন্ট কাম্য, কিন্তু সেটাকে শুধু একটি নির্বাচনী জোটের ধারণায় নামিয়ে আনা উচিত নয়।"

অর্থাৎ, শুধু কংগ্রেসকে ক্ষমতা থেকে দূরে রাখতে মুলায়ম-করুণানিধি-লালুদের সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতায় আর রাজি নন সিপিএম নেতৃত্ব। দলের রাজনৈতিক প্রস্তাবেও এ কথা বলা আছে। আর তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় কংগ্রেসকে 'ন্যূনতম কর্মসূচি মানতে বাধ্য করার জন্য লড়াই' করার কথা বলার পরেই সুরজিৎ পৌঁছেছেন তৃতীয় ফ্রন্টের প্রসঙ্গে। বুঝিয়ে দিয়েছেন, তৃতীয় ফ্রন্টের বিষয়টিকে এ বার একটা ভিন্ন স্তরে নিয়ে যেতে নেতৃত্ব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

পার্টি কংগ্রেসে বসু ও সুরজিৎ। — এ এফ পি

সেই ভিন্ন স্তরে তৃতীয় ফ্রন্টকে দেখা হবে অবারিত উদারনীতি ও শিল্পপতিদের অঙ্গুলিহেলনে চলার বিরোধী এক জোট হিসাবে। যারা বল্গাহীন বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে, যারা শ্রমিকের অধিকার ও ভূমি সংস্কারের জন্য লড়তে রাজি, তাদের নিয়ে তৈরি হবে এই ফ্রন্ট। আপাতত চার বাম দল ছাড়া কেউই এই গোত্রে পড়ে না। তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল, এই 'ভিন্ন' তৃতীয় ফ্রন্টের ধারণাটিকে দলের ভাবী সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাট বিশদে ব্যাখ্যা করেছিলেন উত্তরপ্রদেশের রাজ্য সম্মেলনে। ওই রাজ্যে মুলায়ম সিংহ তাঁদের দীর্ঘ দিনের মিত্র হলেও বিভিন্ন শিল্পগোষ্ঠীর অতি-ঘনিষ্ঠ।

আর এই বিষয়টিকে স্বচ্ছ করতে নিজেদের রাজ্য সরকারগুলো এ ক্ষেত্রে কী করছে বা করবে, তা-ও অর্থনীতি সংক্রান্ত নথিতে স্পষ্ট করে দেবে দল। কী ভাবে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো 'রাজ্যগুলিকে প্রলুব্ধ করছে', তা মাথায় রেখে দল জানিয়ে দেবে বিদেশি লগ্নি বা ঋণ সম্পর্কে নিজেদের রাজ্য সরকারগুলির জন্য তাদের নির্দেশিকা কী। দলের একাংশের অবশ্য মত, এ ভাবে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যদের পায়ে শিকল বাঁধতে চলেছে দল।

তবে তৃতীয় ফ্রন্ট সম্পর্কে এই ধারণা পরিবর্তন নিঃসন্দেহে কংগ্রেসের পক্ষে স্বস্তিদায়ক। কারণ, এই নীতি নিয়ে চললে নিজেরা শক্তিশালী হওয়ার আগে পর্যন্ত

এর পর সাতের পাতায়

পলিটব্যুরো থেকে বসু, সুরজিৎকে ছাড়া হল না দলের স্বার্থেই

প্রসূন আচার্য ● নয়াদিল্লি

৬ এপ্রিল: ঠিক তিনটি বাক্য বলে বসে পড়লেন সি পি এমের সাধারণ সম্পাদক হরকিষেণ সিংহ সুরজিৎ।

"আমার গলায় ব্যথা। কথা বলতে পারছি না। তাই পার্টি কংগ্রেসে আমার লিখিত বক্তব্য পড়বেন প্রকাশ কারাট।"

এবং তালকাটোরা স্টেডিয়াম থেকেই দল পরিচালনার ব্যাটন কার্যত চলে গেল নতুন প্রজন্মের হাতে। জ্যোতি বসু অবশ্য তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতেই বললেন, "আমার বয়স হয়েছে। শরীরও ভাল না। দাঁড়িয়ে নয়, আমি বসেই বলছি।"

এ দিনও যে দুই নেতা সর্বভারতীয় মিডিয়ার সবচেয়ে বেশি নজর কেড়েছেন, বিদেশি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের কাছে সবচেয়ে বেশি মর্যাদা পেয়েছেন, তাঁরা হলেন বসু ও সুরজিৎ। হিন্দি-বলয়ে প্রথম পার্টি কংগ্রেসে এই দুই নেতার নামেই সবচেয়ে বেশি 'লাল সেলাম' ধ্বনিও উঠেছে। দু'জনেই দলের কাছে অনুরোধ করেছেন, তাঁদের যেন অব্যাহতি দেওয়া হয়। যদিও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ভার তাঁরা ছেড়ে দিয়েছেন দলের উপরেই। দলের সিদ্ধান্ত, দলের স্বার্থেই দু'জনকে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। পার্টি কংগ্রেসের আগে মঙ্গলবার সি পি এমের পলিটব্যুরো ও কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক বসেছিল। পলিটব্যুরোর সদস্যরা দুই নেতাকেই জানিয়ে দিয়েছেন, দলে এখনও তাঁদের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কেউই অবসর নিতে পারবেন না। শারীরিক কারণে বসু দিল্লিতে পলিটব্যুরোর বৈঠকে না আসতে পারলে কলকাতা থেকে টেলিফোনেই কথা বলবেন।

পলিটব্যুরোর এক সদস্যের কথায়, "জ্যোতিবাবুকে আমরা বলেছি, আপনিই বলেন, এক জন কমিউনিস্ট আমৃত্যু মানুষের জন্য কাজ করে যান। আমরা মানছি, আপনার শরীর খারাপ। কিন্তু আপনি চাইলেই তো অবসর নিতে পারবেন না। দলের আপনাকে প্রয়োজন। দলের প্রয়োজনেই থাকতে হবে।"

সুরজিতের অবসর প্রসঙ্গে আজ প্রকাশ বলেন, "উনি পলিটব্যুরো থেকে অবসর নিচ্ছেন, এটা সংবাদ-মাধ্যমের তৈরি খবর। পার্টি কংগ্রেস শেষ হলেই বিভ্রান্তি কেটে যাবে।" পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস, বিমান বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য থেকে শুরু করে সীতারাম ইয়েচুরি, প্রকাশ কারাট, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, দক্ষিণের নেতা এস আর পিল্লাই, কেরলের রাজ্য সম্পাদক পিনারাই বিজয়ন প্রত্যেকেই চান, দুই নেতাই যেন পলিটব্যুরোয় থাকেন।

বসু এবং সুরজিৎ দু'জনেই পার্টি কংগ্রেসের আগে যে ভাবে সংবাদমাধ্যমের কাছে পলিটব্যুরো ছাড়ার কথা বলেছেন, তা কার্যত শৃঙ্খলাভঙ্গের পর্যায়ে পড়ে। কারণ, শারীরিক কারণে কাউকে যদি দলের কোনও কমিটি থেকে বাদ দেওয়া হয়, সেই সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় কমিটিই নেবে। কিন্তু দলের কোনও নেতাই বসু, সুরজিতের আগাম ইচ্ছাকে নীতি-বিরুদ্ধ কোনও কাজ বলে মনে করছেন না। এ ব্যাপারে কেরলের মনোভাব কী, তার উপরে কিন্তু অনেক কিছুই নির্ভর করছিল। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কেরলের নেতা বিজয় রাঘবনের কথায়, "শরীর খারাপ

এর পর সাতের পাতায়

07 APR 2005 ANADABAZAR PATRIKA

P.T.O.

তৃতীয় ফ্রন্ট

প্রথম পাতার পর

সিপিএম বারেবারেই কংগ্রেসের পাশে দাঁড়াবে। আবার কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আক্রমণও অব্যাহত থাকবে। যেমন সুরজিৎ আজ বলেছেন, "পৃথক শ্রেণি-চরিত্র এবং দেশের উন্নয়নের পথ নিয়ে (কংগ্রেসের সঙ্গে) আমাদের মৌলিক পার্থক্য আছে। এই দুই ধরনের মতের মধ্যে লড়াই চলবে।" শুধু ধর্মনিরপেক্ষতার স্বার্থে যে তাঁরা কংগ্রেসকে সমর্থন করেছেন, তা-ও তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন, সময়ে সময়ে দল নিজের পথ নির্ধারণ করবে। 'অতিথি' সিপিআইয়ের সাধারণ সম্পাদক এ বি বর্ধন বলেছেন, কংগ্রেসের প্রতি তাঁদের সমর্থন চিরদিনের নয়।

একই ভাবে কংগ্রেসের উপরে চাপ বজায় রাখার জন্য জ্যোতি বসু বলেছেন, "কংগ্রেসকে আত্মসমীক্ষা করতে হবে।" বিজেপি-র সঙ্গে নিজেদের পার্থক্য বুঝিয়ে দিয়ে কংগ্রেসকে 'আম আদমি'র (কংগ্রেসেরই স্লোগান) পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। সংস্কার নিয়ে যে বিতর্ক চলছেই, তার মধ্যে ঢুকে তিনি বলে দিয়েছেন, "প্রথমেই এ কথা উপলব্ধি করা দরকার যে, উদারনীতি শুধু ১০ শতাংশ মানুষের উপকার করেছে।"

বসু সরাসরি তৃতীয় ফ্রন্টের প্রসঙ্গে আসেননি। কিন্তু তিনিও বলেছেন, "আমাদের দল এখনও সারা দেশে বিকল্প নীতি রূপায়ণের জায়গায় আসেনি। তার জন্য প্রয়োজন দল এবং তার বাম ও গণতান্ত্রিক মিত্রদের শক্তির গুণগত পরিবর্তন।"

তত দিন কি তৃতীয় বিকল্প গড়বে না দল? অথচ গত ৩০ বছর ধরে এই তৃতীয় ফ্রন্টই ছিল সিপিএমের স্বপ্ন— মোরারজি দেশাইয়ের সরকার দিয়ে যার শুরু, বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহের সময়ে যার বাড়বাড়ন্ত এবং এইচ ডি দেবগৌড়া হয়ে ইন্দ্রকুমার গুজরালের সময়ে যার চরম পরিণতি।

ঠিক তখন থেকেই প্রশ্নটা ছিল ভ্রূণাকারে: ভোট-রাজনীতির স্বার্থে এই তৃতীয় ফ্রন্ট গড়ার প্রয়াস কী খুব অর্থবহ? এ বারের পার্টি কংগ্রেসে তারই জবাব খুঁজছে সিপিএম।

বসু, সুরজিৎ

প্রথম পাতার পর

থাকলে বসু প্রয়োজনে টেলিফোনেও পরামর্শ দিতে পারেন। কারণ পলিটব্যুরোয় থাকার অর্থ দলের নীতি-নির্ধারণে ভূমিকা নেওয়া। এ ব্যাপারে দুই বর্ষীয়ান নেতার বিকল্প নেই।" কেরলের প্রতিনিধিরা বুঝতেই পারছেন না, বসু আগ বাড়িয়ে কেন পলিটব্যুরো ছাড়ার কথা বললেন।

সি পি এমের উপর নির্ভর করে কেন্দ্রে যে ইউ পি এ সরকার দাঁড়িয়ে আছে, তাতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পান যে দুই নেতা, ইউ পি এ চেয়ারপার্সন সনিয়া গাঁধীর কাছে যাঁদের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি, তাঁরা বসু ও সুরজিৎ। আজ কংগ্রেসের সঙ্গে সি পি এমের যে 'বন্ধুত্ব', যেখানে সি পি এম দুর্বল সেখানে বিজেপিকে হারাতে কংগ্রেসকে সমর্থন, অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র, বিহারে দু'দলে সমঝোতার মতো 'স্পর্শকাতর' বিষয়েও প্রবক্তা এই দুই উদারপন্থী নেতা।

তবে, প্রকাশ দলের সাধারণ সম্পাদক হওয়ার পাশাপাশি পলিটব্যুরো ও কেন্দ্রীয় কমিটিতে কিছু নতুন মুখ দেখা যেতে পারে। সিটু নেতা কেরলের ই কে বালানন্দনের জায়গায় পলিটব্যুরোয় আসবেন সিটুর সাধারণ সম্পাদক চিত্তব্রত মজুমদার। আসতে পারেন বৃন্দা কারাটও। পশ্চিমবঙ্গ থেকে কেন্দ্রীয় কমিটিতে আসতে পারেন মদন ঘোষ কিংবা গৌতম দেব।

0 APR 2005

ANANDABAZAR PATRIKA

CPI(M) congress: "basic agenda not given up"

By Our Special Correspondent

NEW DELHI, APRIL 6. Underlining that only a strong party could help create a viable third political alternative in the country, the 18th congress of the Communist Party of India (Marxist) opened here today with a message that support to the United Progressive Alliance Government is to meet the needs of the current situation and that the party has not given up its basic agenda.

"Only a strong CPI (M) can help create a viable third alternative. Such an alternative has to be based on a common policy platform and a willingness to conduct joint activities and struggles to achieve those aims. A third alternative is desirable but it cannot be reduced to the concept of an electoral alliance," the party general secretary, Harkishan Singh Surjeet, said in his address at the inaugural session.

In his speech read out by Prakash Karat, Polit Bureau member, Mr. Surjeet said that support to the UPA Government was to meet the needs of the current situation. "Let me make it clear that there will [be] no giving up on our basic agenda. We shall act as sentinels of the people. We shall make independent assessments and decide our course of action."

Explaining the rationale for supporting the Congress-led formation at the Centre, Mr. Surjeet said that the CPI(M) recognised the Congress as a secular party and the relevance of its role in determining the secular character of the state at this juncture. The UPA Government had to fulfil the people's mandate that rejected the communal alliance and called for restoration of the secular principle in the institutions of the state.

VETERANS BOTH: The CPI(M) general secretary, Harkishan Singh Surjeet, with the former West Bengal Chief Minister, Jyoti Basu, at the 18th party congress in New Delhi on Wednesday. — PTI

Setting the tone for the six-day party meet, Mr. Surjeet said that it should provide the direction to rally all the Left and democratic forces so that they could move ahead to a "new era of politics" that kept at the centre the people's aspirations for a better life and open the way for a secular, democratic country, free from class and social oppression.

Mr. Surjeet said the CPI(M) had to become a strong force nationally, be able to strengthen Left unity and its intervention. The party congress, he emphasised, would work out plans to build the party and to develop the movement outside the areas where it was strong.

The significance of the party congress being hosted here for the first time since the CPI(M) formation in 1964 was not lost. In the session, speakers including the CPI general secretary. A.B. Bardhan and the veteran Marxist leader, Jyoti Basu, stressed the crucial role being played by the Left by extending outside support to the UPA Government but reminded about the larger goal of spreading the communist movement in the country.

Mr. Basu said that the people expected the UPA Government to fulfil the commitment that its policies would be for the "*Aam Admi*" — a slogan coined by the Congress for the 2004 general elections — and how the Left Front Government was putting into practice an alternative path in West Bengal for the last 28 years it had been in power.

Mr. Bardhan told the 800-odd delegates that at its just-concluded Chandigarh congress, the CPI felt that it was time to mount mass struggles and a people's movement to deter the UPA from following policies harmful to the working classes.

07 APR 2005 THE HINDU

No intention of rocking UPA boat: CPM

NEW DELHI, April 5. — The CPI-M today made it clear that it had no intention of destabilising the UPA government at the Centre over its differences on major economic policy matters and wanted it to last its full term.

The CPI-M Politburo member, Mr Sitaram Yechury, at a press conference here today clarified that party general secretary Mr Harkishan Singh Surjeet's criticism of the UPA's approach to economic matters and talk of change in a write up in the latest issue of the party's weekly paper *People's Democracy* in no way raised questions about the stability of the government. "We want and wish it (the government) to last. It will last while continuing to adhere to the CMP", he asserted.

The CPI-M leader said the party had presented 10 alternatives to the government's proposals on economic matters for its consideration and these would be discussed at a "special session" of the 18th Congress of the party beginning in New Delhi tomorrow. About 800 elected party delegates would take part in discussion on political resolution and on ways to further strengthen and expand the party organisation. The political resolution would be adopted on 7 April after a discussion. The political organisational report would be introduced on 8 April and finalised on 10 April. The party would hold a public rally on the 11 April, the concluding day of the party congress.

The CPI-M holds its congress once in three years to discuss and implement the political and organisational report of the Central Committee, revise and change the party programme and constitution and elect the Central committee through secret ballot. This time 2,794 amendments and 714 suggestions to the political resolution have been received. The party Central Committee would considered these amendments on the basis of pre-congress amendments and prepare a report which would be presented along with the political resolution in the Congress. Mr Yechury said the report had great significance as it gave the "pulse of the party". Besides, 16 amendments to the party constitution have also been moved.

Mr Yechury said the issue of the unity of the CPI-M and CPI had to be seen in the present context. He said the unity could be achieved either through a joint decision of the leadership of the two parties or "unity from below" by undertaking joint campaigns at the grass root level. He said the party delegates could discuss the issue of the left unity. In response to a question he said it was for the people to decide as to who would lead the left front in the country. He said the CPI-M did not want to impose it on the masses.

Responding to a question on the possibility of the ailing party general secretary Mr Harkishan Singh Surjeet stepping down from his post, Mr Yechury refused to speculate on the subject. He said the newly elected Central Committee would be competent to take a decision in this regard. "Both Mr Surjeet and Mr Jyoti Basu have been saying that they were unable to discharge their responsibilities on account of their failing health and age. There was time when Mr Basu had stepped down from the chief minister's post. He, however, continued to be in office on the request of the Politburo.

06 APR 2005 THE STATESMAN

Left legends go on 'trial'

MONOBINA GUPTA

New Delhi, April 5: Over the next few days, the CPM will sit in judgement over its "living legends".

Harkishen Singh Surjeet is likely to remain in the party's politburo even after quitting as general secretary. But a question mark lingers on whether the CPM will grant Jyoti Basu his request to retire from the party's apex policy-making body.

"The party congress will decide how these two leaders can continue to remain associated with the party," politburo member Sitaram Yechury told reporters a day before the CPM's 18th congress begins here.

Surjeet, Basu

Yechury said Surjeet and Basu are "living legends" of the party, and the CPM as well as the country can benefit from their experience. "They are scientific communists and have been saying for a long time that they cannot discharge their duties in the way they did before because of age."

It is now almost certain that the 87-year-old Surjeet, who wants to step down as general secretary, will give way to the next generation of leaders at the congress. Prakash Karat is set to be the fourth general secretary of the CPM after P. Sandarayya, E.M.S. Namboodiripad and Surjeet. The question before the party congress is whether both Basu, who is 91, and Surjeet will continue to be part of the highest body of the CPM. "The central committee of the party will take a decision," Yechury said.

In Bengal, state committee leaders have already started protesting Basu's move to retire from the politburo. Similar protests had earlier forced the former chief minister to continue in office for 24 years despite his age and ill health.

Yechury indicated that the CPM would like both leaders to continue in the politburo because it is at this forum where the CPM leadership gets to know all the "nuances" of political developments.

Asked why the leaders have to remain in the politburo to contribute to the party, he said: "You can make a contribution even outside the politburo. But you are seized of all the nuances of political developments if you are in the politburo."

Surjeet, who for decades has been the CPM's public face at the Centre, still regularly attends UPA-Left coordination committee meetings despite failing health. The party would still like to have him — even as a figurehead in the politburo along with Basu.

The party congress will end next Monday after it elects a new politburo and a central committee. The politburo at present has 16 members and the central committee 84.

06 APR 2005 THE TELEGRAPH

.. ১১ সংখ্যা মঙ্গলবার ২২ চৈত্র ১৪১১ কলকাতা

সাম্যবাদী বয়স্কতন্ত্র

সি পি আই এম দলের দুই প্রবীণ নেতা জ্যোতি বসু এবং হরকিষেণ সিংহ সুরজিৎ, কেহই আর দলের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারক সংস্থা পলিটব্যুরোর সদস্য থাকিতে চাহিতেছেন না। উভয়েই বয়সের কারণে, বার্ধক্যজনিত শারীরিক অক্ষমতার কারণে অবসর চাহিয়াছেন। উভয় নেতাই নব্বইয়ের ঘরে প্রবেশ করিয়াছেন। ইহা একটি রাজনৈতিক দলকে নেতৃত্ব দিবার উপযোগী বয়স নয়। পলিটব্যুরো এবং কেন্দ্রীয় কমিটির দায়িত্ব সামলাইবার, বিশেষত দৌড়ঝাঁপের ধকল এই বয়সে সহ্য করা বাস্তবিকই কঠিন। জ্যোতি বসুর গতি আগের তুলনায় অনেক মন্থর, তাঁহার পদবিক্ষেপও আর আগের মতো দৃপ্ত নয়। সুরজিৎ তো অন্যের সাহায্য ছাড়া হাঁটিতে পারেন না। দুই নেতা যদি অবসর চাহেন, তাহা মোটেও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তবু সেই প্রার্থনা মঞ্জুর হইবার কোনও নিশ্চয়তা নাই, বরং দল নাকি তাহাতে নারাজ। পশ্চিমবঙ্গে দলের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস যেমন বার বার বলিয়াছেন, জ্যোতিবাবুকে কোনও অবস্থাতেই দল ছাড়িবে না। এ ব্যাপারে তাঁহারা কোনও কথাই শুনিতে প্রস্তুত নন, জ্যোতিবাবুর নিজের কথাও নয়।

কিন্তু কেন? অনিলবাবুরা কি বৃদ্ধতন্ত্রে বিশ্বাসী? অন্যথায় দলের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যরা আমৃত্যু পলিটব্যুরোর সদস্য থাকিবেন, এমন নিয়ম চালু হইত না। এই নিয়মের দোহাই দিয়াই ই এম এস নাম্বুদিরিপাদ যখন অসুস্থ এবং সম্পূর্ণ অশক্ত, চলচ্ছক্তিহীন, তখনও তাঁহাকে পলিটব্যুরোর সদস্য করিয়া রাখা হয়। অথচ পলিটব্যুরোর সদস্যসংখ্যা সীমিত। এক জন অশক্ত, রোগশয্যাগত ব্যক্তিকে সদস্য করিয়া রাখার অর্থ সেই স্থলে প্রতিশ্রুতিমান অপেক্ষাকৃত তরুণ এক জন সদস্যের বাহিরে অপেক্ষা করা। ইহাতে সংগঠনের কাজকর্মে গতিসঞ্চারেও অসুবিধা হওয়ার কথা। বার্ধক্য তো মৃত্যুর মতোই অমোঘ, তাহাকে শিরোধার্য করিতে, তাহার ফলে ঘটিয়া যাওয়া শারীরিক-মানসিক ক্ষয় ও বিলয়কে স্বীকার করিতে অসুবিধা কোথায়? নাকি ভারতীয় রাজনৈতিক ঐতিহ্য মানিয়া বাণপ্রস্থ ও অবসরগ্রহণের বন্দোবস্তটাই তাঁহারা রদ করিয়া দিতে চান? দেশের অপর ক্যাডারভিত্তিক দল বিজেপিতেও তো আজও বাজপেয়ী-আডবাণীর নেতৃত্বই চলিতেছে। এখনও যে কোনও সঙ্কট মোচনে ওই দুই প্রবীণকে লইয়াই টানাটানি চলিয়াছে। দ্বিতীয় সারির নেতা হিসাবে যাঁহাদের তুলিয়া ধরা হইতেছে, তাঁহারা ওই দ্বিতীয় সারিতেই। সি পি আই এমেও, রুশ বা চিনা কমিউনিস্ট পার্টির মতোই, বৃদ্ধদের প্রাধান্য লক্ষ করার মতো। রুশ পার্টি আপাতত কার্যত ইতিহাসের দস্তাবেজ। চিনা পার্টিতে সত্তর বছরের আগে সহসা কেহ নেতৃত্বে বৃত হন না। এবং সে জন্যও ৮৫ বা ৯০ বছর বয়স্ক 'মহান কাণ্ডারী'দের পৃষ্ঠপোষণা ও অনুমোদন লাগে। কমিউনিস্টরা দীর্ঘায়ু হন, ইহা নিশ্চয়ই এই বৃদ্ধতন্ত্রের কারণ নয়।

তবে মানিতেই হইবে, কমিউনিস্ট পার্টি এই বৃদ্ধতন্ত্রকে নিজের অনুকূলে সাফল্যের সহিত কাজেও লাগাইয়াছে। হয়তো প্রবীণদের অভিভাবকত্ব, তত্ত্বাবধান ও নজরদারিতে তরুণদের অভিষেক অপেক্ষাকৃত মসৃণ হয়। হয়তো প্রবীণদের তদারকিতে সংঘটিত এই পর্বান্তর সমগ্র দলের কাছে বৈধতা অর্জন করা এবং গ্রহণযোগ্য হইয়া ওঠার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়। সি পি আই এমের মতো দলে লেনিন, স্তালিন, মাও বা দেং-এর মতো একচ্ছত্র নেতার উদ্ভব হয় নাই, পলিটব্যুরোর যৌথ নেতৃত্বই নীতিনির্ণয় ও কৌশল উদ্ভাবনে নির্ধারক থাকিয়াছে। এমন সংগঠনে এক ধরনের গণতন্ত্রও থাকে, যাহা একক ব্যক্তিনেতার উচ্চাকাঙ্ক্ষা খর্ব করার রক্ষাকবচ। প্রবীণ, অভিজ্ঞ নেতারাও সেই রক্ষাকবচের অভেদ্যতা সুনিশ্চিত করেন। সে জন্যই সম্ভবত অনিল বিশ্বাস-প্রকাশ কারাতদের হাত হইতে জ্যোতিবাবু-সুরজিৎদের মুক্তি নাই। তাঁহাদের শরীর না চলিলেও সত্তা ও মনন পলিটব্যুরোর কাছে বন্ধক।

05 APR 2005 ANADABAZAR PATRIKA

Bardhan gets third term as CPI secy

Our Political Bureau

NEW DELHI 3 APRIL

A.B. Bardhan was re-elected on Sunday as the general secretary of the CPI for the third consecutive term. The 19th CPI party Congress concluded on Sunday in Chandigarh with the 700-odd delegates electing the new central leadership — a nine-member central secretariat, the 25-member national executive and a 125-strong national council. There are around 25 new faces in the new national council which also has around a dozen women. As expected, the party chose not to elect a deputy general secretary.

Mr Bardhan's re-election, a foregone conclusion all through, and the re-election of the nine-member central secretariat, which was reconstituted eight months ago signalled the party opting for status quo. The 79-year old Mr Bardhan was first elected general secretary in 1996 when Indrajit Gupta moved into the United Front government's Cabinet as home minister. The former AITUC general secretary is known for his trade union and organisational experience besides being an orthodox theoretician.

Besides Mr Bardhan, the other members of the central secretariat were Kerala veteran P.K. Vasudevan Nair, Bihar leader Gaya Singh, AITUC general secretary Gurudas Dasgupta, West Bengal minister Nandagopal Bhattacharya, Andhra Pradesh party boss S. Sudhakar Reddy, Tamil Nadu's D. Raja and *New Age* editor Shameem Faizee.

04 APR 2005 The Economic Times

Basu in politburo quit move

INDRANIL GHOSH & TAMAL SENGUPTA

Calcutta, April 1: Jyoti Basu has offered to quit the position he has held in the CPM politburo for over 40 years.

Hamstrung by age, an incurable stomach ailment and a growing inability to travel, he has written to CPM bosses seeking permission to resign the post he has held since the party was formed in 1964. He is pushing 91.

"I wrote to my party leadership long back and I have informed them of late of my intention to resign my position in the politburo as well as the central committee on health grounds. But they would not listen," Basu told **The Telegraph** this evening.

CPM national leaders H.S. Surjeet, Prakash Karat and Sitaram Yechury and state bosses Anil Biswas and Buddhadeb Bhattacharjee are believed to have tried to persuade Basu to change his mind. But he refused to be swayed by their entreaties, forcing them to put the issue up for discussion.

Party officials said Basu's decision would come up for discussion at the CPM congress starting April 6 as it is tied up with several developments expected in the politburo this month.

For one, Karat is likely to be installed party general secretary in place of Surjeet who, like Basu, is troubled by old age and related ailments. Two, a woman — Karat's wife Brinda — is likely to make her debut in the all-male politburo.

However, a clear picture on how things will actually pan out will emerge only next week. Basu and Surjeet are crucial players as they had a huge hand in forging the alliance with the Congress ahead of last May's general elections and putting in place the Manmohan Singh regime.

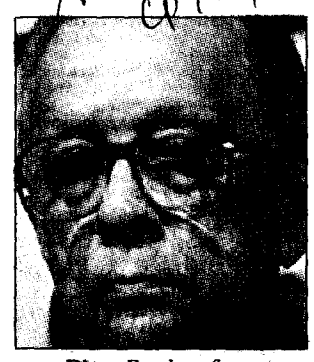

Basu: Burden of age

The veterans are also considered extremely skilled at managing coalition contradictions. More often than not, the CPM leadership looks to them to negotiate thorny issues with the Congress and other alliance partners.

Basu said he would press the leadership to accept his decision because his health was a cause for concern. The same problem had made him decide to give up chief ministership four years ago, he said.

"I was unable to carry on as chief minister because of my health four years ago, so I quit. Now how do I justify my taking so much of load at age 91 and in a worse state of health?" Basu asked.

But he made it clear he would continue to discharge his responsibilities as a member of the state committee or the state secretariat if wanted by the party.

Bengal's CPM leaders are believed to be keen on clinging to Basu in view of next year's Assembly elections.

02 APR 2005 THE TELEGRAPH

সংযমী হইতে শিখুন

বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু আবার তাঁহার বেফাঁস মন্তব্যের জন্য আদালতের কাছে শাস্তি পাইলেন। ইতিপূর্বে আরও এক বার তিনি বিচারব্যবস্থার বিরুদ্ধে মন্তব্য করার জন্য দণ্ড পাইয়াছিলেন। সে বার জরিমানার উপর দিয়াই গিয়াছিল। এ বার অধিকন্তু কারাদণ্ড। ইহাতে যে বামফ্রন্টের মর্যাদার হানি হইয়াছে, তাহাও সম্ভবত অনেক ফ্রন্ট বা দলীয় নেতার বোধগম্য হয় নাই। তাই তাঁহারা বিমান বসুর সমর্থনে বিবৃতির বন্যা ছুটাইতেছেন। বিচারপতি অমিতাভ লালা কাজের দিনে অফিস-টাইমে শহরের রাস্তায় মিটিং-মিছিল আয়োজন করিয়া জনজীবনের গতিরোধের রীতিকে নিষিদ্ধ করিয়া একটি রায় দিয়াছিলেন, যাহার প্রতিবাদে বিমানবাবু সাংবাদিক বৈঠক ডাকিয়া বিচারপতির বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেন। তাঁহার বক্তব্য ছিল, এখন যদি কেহ 'অমিতাভ লালা, বাংলা ছেড়ে পালা' গোছের স্লোগান দেন, তবে তিনি কেমন করিয়া তাহাকে নিষেধ করিবেন? পরে বিমানবাবু বলার চেষ্টা করেন, বিচারপতির নামের সহিত অন্ত্যমিল করিয়া ওই আপত্তিকর ও প্রাদেশিকতাগন্ধী স্লোগান তিনি দেন নাই, রাজ্যের 'সংগ্রামী জনসাধারণ' দিতে পারেন, 'রাজনীতিবিদ ও সমাজতাত্ত্বিক' হিসাবে এই শঙ্কা ব্যক্ত করিয়াছিলেন মাত্র। কিন্তু ওই স্লোগান, জনগণ নয়, তাঁহার দলের ক্যাডাররা লুফিয়া লয় এবং তাহা ব্যানারে লিখিয়া মিছিলও করে। হাইকোর্টের বিচারপতিদের তাঁহার কৈফিয়ত বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় নাই।

না-হওয়ারই কথা। এখন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান উল্টা গাহিলেও রাজ্যবাসী জানেন, দায়িত্বজ্ঞানহীন, আলটপকা মন্তব্য করার অভ্যাস বিমানবাবুর দীর্ঘ দিনের। একদা তিনি সি পি আই এমের মধ্যে 'তরুণ তুর্কি' বলিয়া খ্যাত ছিলেন, গরম-গরম কথা বলিয়া উত্তেজনা ও বিতর্ক সৃষ্টি করিয়া মজা পাইতেন। কিন্তু দেখিতে-দেখিতে যেমন এ রাজ্যের শাসক বামফ্রন্টের বয়স আঠাশ হইতে চলিল, তেমনই শাসক গোষ্ঠীতে করিয়া খাওয়া রাজনীতিকদের বয়সও বাড়িয়া চলিল। বিমানবাবুরও বয়স হইয়াছে। সেই সঙ্গে তাঁহার দায়িত্বও বাড়িয়াছে। তিনি এখন আর কেবল সি পি আই এমের যুব নেতা নন, রীতিমত শাসক বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান। কোনও বিষয়ে মন্তব্য করার আগে তাঁহার তাই সাত-পাঁচ ভাবিয়া দেখা কর্তব্য, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করাও। কিন্তু তিনি এখনও দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করিয়া অকারণ বিতর্ক সৃষ্টি করিয়া বসেন, পরে দলকে, এমনকী সরকারকেও তাহার ঠেলা সামলাইতে হয়। তিনি যে একটি মর্যাদাপূর্ণ চেয়ারে বসিয়া আছেন, সেটা বোধহয় সর্বদা তাঁহার স্মরণে থাকে না।

তিনি নিজেও তাঁহার রাজনীতি করা এবং জনসংযোগ রক্ষা করার প্রসঙ্গ তুলিয়া নিজের স্খলনের পক্ষে সাফাই গাহিতে চাহিয়াছেন। তবে বিচারপতির বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্যের সহিত সমাজতন্ত্রের কী সম্পর্ক, তাহা বুঝাইয়া দেন নাই। তাঁহাকে সমাজতাত্ত্বিকের স্বীকৃতি বা শংসাপত্র কে দিল, সমাজতন্ত্র কী ভাবে তাঁহার আদালত অবমাননার রসদ জোগায়, তাহা আর একটু স্পষ্ট করিলে ভাল হইত। এমনও নয় যে বিমানবাবুর এ ধরনের মন্তব্য বা তাহার বিচারবিভাগীয় প্রতিক্রিয়াকে আদালতের অতি-সক্রিয়তা বলিয়া শনাক্ত করা যাইবে। অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে আইন বিভাগ বা শাসন বিভাগের কাজে বিচার বিভাগের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপের অভিযোগও ওঠে না। কেননা বিমানবাবু কোনও নির্বাচিত আইনসভার সদস্য নন, জনপ্রতিনিধি নন, দলীয় সংগঠনের নেতা মাত্র। বরং বিপরীতে বিচারপতির বিরুদ্ধে বিমানবাবুর উস্কানিমূলক মন্তব্যে রাজনীতি তথা সমাজজীবনে আচরণবিধি কলুষিত হইবার আশঙ্কা প্রবল। এমনিতেই সেই কলুষ চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, অসৌজন্যের বিষবাষ্প আর না ছড়াইলেই নয়? বিমান বসু আত্মসংযম শিক্ষা করুন!

02 APR 2004 ANADABAZAR PATRIKA

THE STATESMAN
01 APR 2005

LF CHAIRMAN HELD GUILTY OF CONTEMPT FOR COMMENTS AGAINST JUSTICE LALA

Three-day prison term for Biman

Our Legal Correspondent

KOLKATA, March 31. — Found guilty of criminal contempt of court for his contemptuous statement about Mr Justice Amitava Lala, the Left Front chairman Mr Biman Bose was today sentenced to simple imprisonment for three days and fined Rs 10,000. He would serve default imprisonment for one more day if he fails to pay the fine. The Division Bench of Mr Justice Ashok Ganguli and Mr Justice Tapan Dutt of Calcutta High Court delivered judgment in this contempt case today.

The court held that Mr Bose's comments on Mr Justice Lala's order had crossed the limit of reasonable and fair criticism. They had been directed against a particular judge.

After the judgment was delivered Mr Bose's counsel, Mr Bikas Bhattacharyya, prayed for stay of the order. The court granted stay of operation of the order for four weeks.

On 20 September, 2003 Mr Justice Lala had passed an order prohibiting meetings and processions in the city of Kolkata on week days. At a Press conference on 4 October Mr Bose remarked that if a slogan was raised — "*Lala Bangla cherey pala* (Lala run away from Bengal)" — he could not stop it.

Mr Kallol Guha Thakurta filed a contempt application against Mr Bose on 13 October. During the hearing that followed he appeared in person. Mr Idris Ali and Mrs Sreemoyee Mitra appeared for a second petitioner making the same allegation.

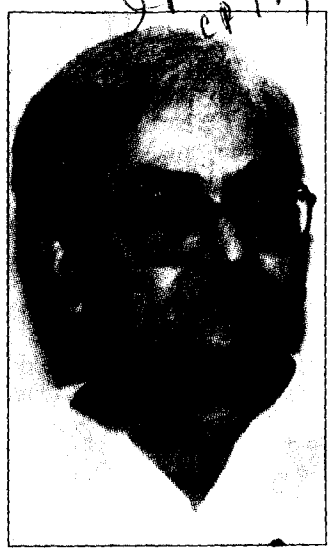

As directed by the court, three Kolkata dailies had filed affidavits on the publication of the reports of Mr Bose's Press conference in those papers. On 17 October, the Division Bench of Mr Justice Ganguli and Mr Justice SP Talukdar issued a contempt rule directing Mr Bose to appear in court in person. As directed by the court, Mr Bose appeared in person before that Division Bench on 7 November. On that date his personal appearance was dispensed with. A few years ago, Calcutta High Court had fined Mr Bose Rs 2000 for making a contemptuous remark about High Court judges.

It may be recalled that in 2003 itself, the Left Front chairman flouted another order of the High Court passed by Mr Justice Alok Chakraborty and Mr Justice Subhrokamal Mukherjee which had allowed only immersion processions of Durga, Lakshmi and Kali pujas. But processions led by Mr Bose were taken out flouting this order, adds SNS.

Stirred, not shocked

KOLKATA, March 31.— Left Front chairman Mr Biman Bose is "not at all shocked" at today's high court ruling but neither did he "expect such an order" against him. Stating that he was ready to go to jail, Mr Bose said he wouldn't express any regret. "I committed no mistake. So why should I regret? Remember, I went to jail in 1950. I had wanted to be a lawyer. So, why should I comment against the judiciary?" CPI-M state secretary Mr Anil Biswas, however, clarified that the party would move the Supreme Court against the order.

After learning of the order, Mr Bose said the judiciary should act in its own sphere. Though he stopped short of labelling the high court order as judicial activism, he said: "I believe that the judiciary should restrict itself to its area of operation. The Lok Sabha Speaker has already initiated discussions in this regard. We are aware of the three pillars of democracy – executive, legislature and judiciary – and their strengths."

Elaborating, Mr Anil Biswas said that the CPI-M's draft political resolution has called for the need for a discussion on judicial activism.

The Left Front chairman claimed he hadn't used a single word against any particular judge or the judiciary. "I never uttered a word against the judiciary or any judge. I (however) know what people can say in respect of such issues. I mingle with people 14 hours a day and I know their sentiments and their mode of expression. As a politician and sociologist, I know people's minds," Mr Bose added.

Trinamul chief Miss Mamata Banerjee said today's court ruling was a "big slap" on the CPI-M's face. "The judiciary may pass an order that may not be to our liking. But we have got to respect that order. Biman Bose had threatened a judge... he has been taught an appropriate lesson." PCC general secretary Mr Manas Bhunia today said the "freedom of the judiciary should be maintained and there should not be any Constitutional impropriety because we are law abiding citizens". — SNS

নৈশ-শিফটে মহিলাদের কাজ নিয়ে বামপন্থীরাও দ্বিধাবিভক্ত

দীপ্তেন্দ্র রায়চৌধুরী ● নয়াদিল্লি

৩০ মার্চ: মহিলারা শেষ পর্যন্ত কমিউনিস্টদেরও বিভক্ত করে দিলেন।

কেন্দ্রীয় সরকার রাতের শিফটে মহিলাদের কাজের অনুমতি দেওয়ার জন্য ১৯৪৬ সালের কারখানা আইন সংশোধনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কালই। তার পরেই সিটু এই সংক্রান্ত বিলের বিরোধিতার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। কিন্তু সি পি আই নেতা এবং এইটাকের সাধারণ সম্পাদক গুরুদাস দাশগুপ্ত আজ এই সংশোধনীকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, "যত দূর জানি এই অধিকার অর্জনের জন্য মহিলা সংগঠনগুলিই লড়াই করছিল। মহিলাদের নিরাপত্তা যদি সুরক্ষিত থাকে, তা হলে আমাদের এর বিরোধিতার প্রশ্নই ওঠে না।"

মহিলাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা যে তাঁদের অন্যতম প্রধান বিবেচ্য তা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত জানানোর সময় জয়পাল রেড্ডি কালই স্পষ্ট বলেছিলেন। তাঁর বক্তব্যই ছিল, "মহিলাদের বিভিন্ন সময় কাজের অনুমতি দেওয়া হবে, যদি কারখানায় উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকে।" তিনি জানিয়েছিলেন, কেন্দ্রের সংশোধনীতে 'নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, সমান সুযোগ, মর্যাদা রক্ষা এবং বাড়ি থেকে দেওয়া-নেওয়ার ব্যবস্থা' করার কথাও রাখা হবে।

এই অবস্থায়, সিটুর মতো এই বিষয়টিকে 'নিপীড়নের' প্রশ্ন হিসাবে না-দেখে 'অধিকারের' প্রশ্ন হিসাবে দেখছে এইটাক। এবং এ ক্ষেত্রে তাঁদের সঙ্গে সহমত জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য নির্মলা সীতারামন। কমিশন যে বিষয়টি নিয়ে এখনও আলোচনা করেনি (খুব সম্ভবত কাল করবে), সে কথা জানিয়ে নিজের ব্যক্তিগত মত হিসাবে নির্মলা বলেছেন, "আমার মনে হয় এটা সামনের দিকে একটা পদক্ষেপ। এর ফলে মহিলাদের সামনে অনেক নতুন সুযোগের সম্ভাবনা খুলে যাবে। অনেক যোগ্য মহিলা, বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে, এখন অনেক বেশি সুযোগ পাবেন।" মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য মন্ত্রিসভা যে সব ব্যবস্থার কথা বলেছে, সেগুলির উপর জোর দিয়ে নির্মলা বলেছেন, "এই ব্যবস্থাগুলি সত্যিসত্যিই এবং পুরোপুরি কার্যকর করতে হবে।"

কার্যত এই পরিপ্রেক্ষিতেই সিটুর হুঙ্কারের শরিক হতে রাজি নয় এইটাক। বামপন্থীরা অবশ্য পুরুষ-মহিলা হিসাবে কোনও সিদ্ধান্ত নেন না। তাঁরা দেখেন এতে সমাজের পিছিয়ে থাকা অংশের কোনও উন্নতি হবে কী না। এ ক্ষেত্রে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হল, এটা 'অধিকারের' প্রশ্ন, না 'নিপীড়নের'? সিটুর তরফে এম কে পান্ধে বা সি পি এমের মহিলা সংগঠনের নেত্রী বৃন্দা কারাট প্রথমেই বিষয়টাকে নিপীড়নের প্রশ্ন হিসাবে ধরে নিয়েছেন। তাঁরা মনে করছেন, এর ফলে মহিলাদের রাতে কাজ করতে বাধ্য করা হবে।

গুরুদাস বিষয়টাকে দেখছেন অধিকারের প্রশ্ন হিসাবে। তাঁর বক্তব্য, মহিলারাই এই অধিকার দাবি করছিলেন। কাজেই তাঁরা এর বিরোধিতায় যেতে নারাজ। এইটাক বলেছে, হাসপাতাল-সহ বিভিন্ন জায়গায় মহিলারা রাতে কাজ করেন। এখন অন্যান্য জায়গায় তা প্রসারিত করা হলে সেটা ভালই। এতে মহিলাদের কাজের সুযোগ বাড়বে। সিটুর অন্যতম সম্পাদক তপন সেন অবশ্য এই জায়গায় পরিষ্কার থাকার চেষ্টা করছেন। তাঁর বক্তব্য, "বিষয়টা মোটেই এমন নয় যে মহিলাদের কাজের সুযোগ বাড়বে আর তাতে আমরা বাধা দিচ্ছি। আমরা শুধু চাই তাঁদের নিরাপত্তার দিকটি সুরক্ষিত হোক।"

পেটেন্টের ক্ষেত্রে সি পি এম বাধ্য করেছিল সি পি আইকে মত বদলাতে। এ বার কী সি পি এমকে মত বদলাতে বাধ্য করতে পারবে সি পি আই?

ANADABAZAR PATRIKA 31 MAR 2005

THE HINDUSTAN TIMES 31 MAR 2005

Honeymoon over, LF talks of alternatives

Raveen Thukral
Chandigarh, March 30

AFTER CAUTIONING the Congress led-UPA government on Tuesday against taking the support of Left parties for granted, CPI and CPI(M) leaders on Wednesday emphasised on the need for greater unity among the Left Front in order to build an alternative platform of the Left and democratic forces.

"The UPA government and the LF's supporting it from outside is a transitional phase. The CPI thinks that a left, secular and democratic alternative needs to strike out a path of action beyond the common minimum programme (CMP)," said CPI general secretary A.B. Bardhan in his inaugural speech at the party's 19th Congress here.

Airing similar views, CPI(M) general secretary Harkishen Singh Surjeet maintained that a combined Left effort would enable the LF to rally other democratic forces necessary to build the Left-Democratic alternative. Surjeet said the experiences of the past 10 months of the UPA government have showed that the chances of increased co-operation between LF and non-Congress parties did exist and the Left parties have been able to project their ideas quite effectively.

Castigating the UPA government's policy of pursuing economic reforms with a "human face", Surjeet said the LF did not share the approach. "The entire course of liberation since the 1990s has spawned an inhuman face whereby 10 per cent of the people have benefited at the expense of the rest."

Accusing the Congress of not following the 'coalition *dharma*', Bardhan said the mindset of its leaders remained tied up to the old school of work. He said a section of Congress leaders were under the impression that their party was once again on a comeback trail and hence were trying to expand their political space at the cost of the allies.

Bardhan said this attitude misfired in the recent assembly elections with the BJP back in power in Jharkhand. He cautioned the Congress that the Sangh Parivar should not be underestimated because it had only been defeated and not destroyed.

Dubbing the UPA as a "bourgeois government", Bardhan criticised its economic polices and reiterated that the Left support should not be taken for granted.

Despite LF's poor performance in the recent Bihar and Jharkhand assembly polls, the Leftist leaders were optimistic that the front had a bright future. Stating that communist parties has been voted to power even in USA's backyard — Brazil, Venezuela, Argentina and Uruguay — Bardhan said people across the globe were disillusioned with capitalism, and hence a socialist world order was the only alternative. He said the CPI was poised to penetrate new areas, especially the Hindi heartland, by expanding its base. "We will strengthen ourselves ideologically and organisationally", he added.

Saying that USA's imperialistic designs were obvious, Bardhan said George W. Bush was now targeting Iran, Syria and North Korea after ravaging Afghanistan and Iraq. "They have even frowned upon India's gas pipeline project with Iran and pushed the country to an arms race with Pakistan."

Bardhan categorically stated his party would go to any extent to safeguard the interests of the nation and its people. Responding to a question on how far the CPI could go to carry out its threat to the UPA government of not taking their support for granted, Bardhan said, "We would go to any extent". He reiterated that the Left support to the UPA would continue as long the Centre implements the CMP and pursues people-oriented policies. "If it deviate, then we would have no option, but to bid it goodbye," Bardhan added.

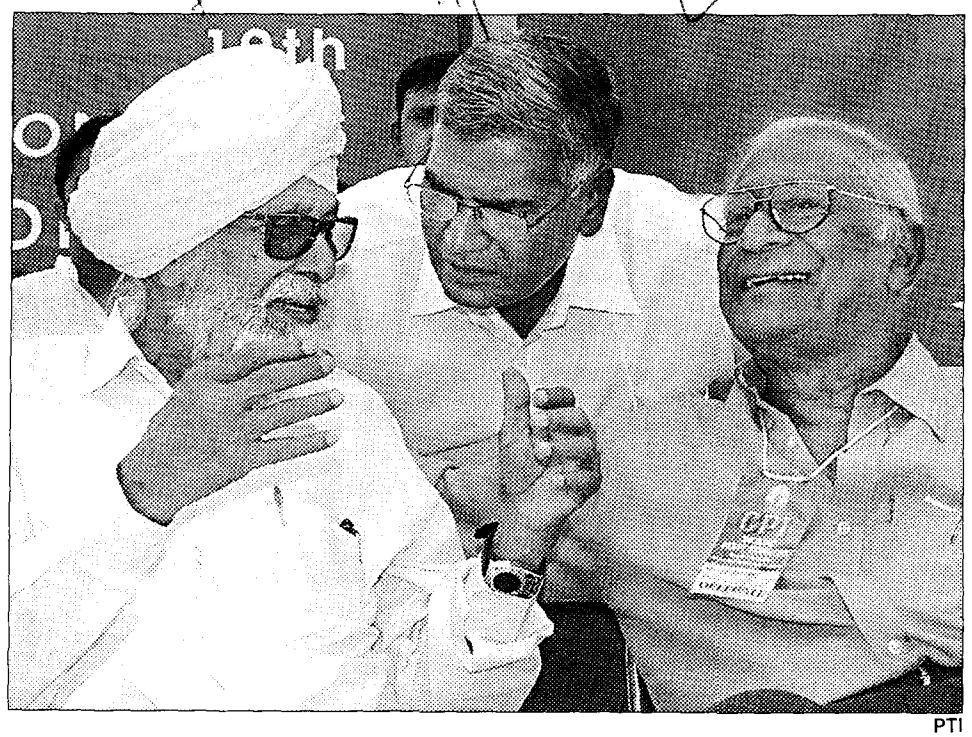

PTI

Harkishen Singh Surjeet with D. Raja and A.B. Bardhan in Chandigarh on Wednesday.

No merger: Bardhan

WHILE THE A.B Bardhan and Harkishen Singh Surjeet talked about unity and increased co-operation between the CPI and CPI(M), they ruled out possibilities of a merger at this stage. "We only talked about greater unity and nothing on merger", was their response when asked to comment on possibilities of the two Left parties fusing into one. "It is the Press that is talking about the merger and I have to respond to it," said Bardhan, adding that even the draft political resolution of the 19th CPI Congress only talks about unity and makes no mention of "merger".

Amarinder, Badal fail to turn up: Contrary to earlier announcements, both chief minister Amarinder Singh and Akali Dal chief Parkash Singh Badal failed to turn up at the meeting. Neither did any state Congress leader, the reason may have been CPI's sharp criticism of the Punjab government.

HTC, Chandigarh

Support to UPA Government not in perpetuity: Bardhan

By K.V. Prasad

CHANDIGARH, MARCH 29. Setting the pace for its 19th party congress, the Communist Party of India, today cautioned the United Progressive Alliance Government that the Left parties could part ways with it, if it continued to deviate from the Common Minimum Programme.

"We are supporting the UPA on the basis of the Common Minimum Programme and if you [the Government] deviate from it and pursue a path you wish to, a situation could arise when we can say goodbye," the CPI general secretary, A.B. Bardhan told a rally organised on the eve of the congress.

Outlining priorities and tasks, Mr. Bardhan said the CPI had not taken an oath to support the UPA for years onend. He said the decision to extend outside support to the coalition government was an "immediate" priority and described it as a "phase" and not a permanent arrangement.

Unity needed

The long-term goal, he said, was to establish a rule by socialist and working classes, which would be shaped with class struggles. It was in this context, Mr. Bardhan said, there was need for unity among the Left parties.

Describing the changed political situation in the country since the 2002 Thiruvananthapuram party congress, Mr. Bardhan warned that even though the Bharatiya Janata Party was "defeated, it is not broken." He said the Communist parties were now the target of the Rashtriya Swayamsevak Sangh.

Spelling out the party's approach in the political and ideological battle against the BJP/RSS, he said the CPI was sharpening its tools to take on these organisations. "You will not find the Communists lacking in taking them on," Mr. Bardhan said.

In his 45-minute address, the CPI general secretary did not spare the Congress. The strategies in Jharkhand and Bihar exposed the assumptions of the Congress leaders that the party had become strong enough after the Lok Sabha polls to capture power on its own in State after State. He admitted that the CPI too made mistakes in Bihar.

The CPI leader said the amendment to the Patents Acthad the potential to push the cost of life-saving drugs out of the common man's reach. Though not all of its amendments were accepted, the Left parties had strategically denied the BJP an opportunity to bail the Government out of the situation, he said.

The Punjab CPI leaders criticised the attitude of the Amarinder Singh Government and its decision to privatise power and introduce contract farming. Agitations in industries, the agrarian crisis, growing unemployment and drug abuse, they said, were signs that all was not well in Punjab.

The Communist Party of India chief A.B.Bardhan addressing a rally on the eve of 19th Party Congress in Chandigarh on Tuesday. Photo: R. V. Moorthy

THE HINDU 30 MAR 2005

Support to UPA govt temporary, says CPI

A. B. Bardhan

CAUTIONING THE UPA government against taking CPI support for granted, party general secretary A. B. Bardhan on Tuesday maintained that his party's support was only temporary. If the government continued to deviate from the common minimum programme, the CPI was open to considering withdrawal of support, he said.

Addressing a rally, a day before the beginning of 19th CPI Congress in Chandigarh on Tuesday, Bardhan criticised the government for passing Patents Bill, encouraging privatisation and 'ignoring' the interests of common people. He added that the CPI had not taken a pledge to continue supporting the UPA forever.

Setting the tone for the Congress in which about 800 delegates from India and other countries are participating, Bardhan said development in Indo-Pak ties, sale of F-16s and F-18s, repercussions of Patents Bill and strategy of the party on continuation of support to UPA would be taken up at the Congress.

HTC, Chandigarh

THE HINDUSTAN TIMES 30 MAR 2005

Not a sell-out: CPI

By Our Special Correspondent

NEW DELHI, MARCH 25. The Communist Party of India said today that the last word on the Patents Actl, amended by Parliament last week, was yet to be said.

"The Government has accepted several suggestions made by us but there are pitfalls still. For instance, rise in the prices of pharmaceutical drugs and what is reasonable royalty," the CPI general secretary, A.B. Bardhan, said at a press conference.

However, the charge that supporting the Bill was a "sell-out" was too strong, he said. Mr. Bardhan denied that there were differences among the Left parties over the approach. The amendments suggestion was a joint move.

Pension Bill

Mr. Bardhan said the Left parties were opposed to the Pension Development Fund Regulatory Authority Bill, as they did not agree with such provisions as making it a contributory scheme and placing the pension fund in stock market. Several companies in the United States had lost money in similar operations, he pointed out. Asked what the Left parties attitude would be if the United Progressive Alliance Government took the help of the Bharatiya Janata Party for passing the Pension Bill, Mr. Bardhan said: "Will it be a proper political signal from the Congress to the Left parties that were supporting the UPA Government from outside?"

Party congress

On the five-day 19th party congress beginning in Chandigarh next week, Mr. Bardhan said it would take up political and organisational issues.

The Communist Party of India (Marxist) general secretary, Harkishan Singh Surjeet, the All-India Forward Bloc general secretary, Debabrata Biswas, the CPI (ML) general secretary, Deepankar Bhattacharjee, and the Revolutionary Socialist Party MP, Abani Roy, would deliver their messages to the congress. Around 750 delegates, including alternate delegates, invitees and veterans are expected to attend the congress.

The main documents such as the draft political resolution, the political review report and the report on organisation would be placed for discussion.

Mr. Bardhan said that 29 delegations from 25 countries would represent the Communist and Workers Parties attending the congress, including one each from Bangladesh, Pakistan, Nepal and Sri Lanka.

There would be participants from Australia, South Africa, Canada, France, Germany, Greece, Italy, Portugal, Russia, Syria, Palestine, Brazil and Cuba among others.

The congress would elect a new national council and general secretary. Asked whether the party was considering recreating the post of deputy general secretary, one that Mr. Bardhan held before, he said it was for the party congress to decide.

THE HINDU 26 MAR 2005

Patents amendments — a small battle won: Left

By Our Special Correspondent

NEW DELHI, MARCH 23. The Left parties today said they won a "small battle" to safeguard national interest by forcing the United Progressive Alliance Government to incorporate changes in the Patents Amendment Bill and promised to apply pressure on it through mass mobilisation to balance the position on Intellectual Property Rights (IPR) in favour of Indian people.

"The Left parties believe that the incorporation of the new amendments is a major advance for those who have been campaigning for the safeguarding of national interests on the issue.... it is only a small battle that has been joined, and [the] ultimate aim should be to overturn the Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) agreement and bring it out of the World Trade Organisation," the Communist Party of India (Marxist) Polit Bureau member, Prakash Karat, said at a joint press conference by the Left parties.

The All India Forward Bloc general secretary, Debabrata Biswas, its secretary, G. Devarajan, the CPI national secretary, D. Raja and the CPI(M) Lok Sabha Chief Whip, Rup Chand Pal, were also present at the press meet.

They said unless a campaign was launched, the country's interest could not be taken care of in full measure since the TRIPS agreement itself places severe limitations on the nation's ability to enact national legislations that address public interest.

At the same time, Mr. Karat emphasised that the Left parties continue to have differences with the UPA Government on the approach to IPR and mobilise people to apply pressure on the Government. "The Left parties realise that vigilance is required to ensure that the gains achieved in amending the Patents Act are not frittered away in its implementation," he said.

Mr. Karat also criticised the BJP for its "dubious and double-faced role". He said after maintaining deafening silence, the BJP announced its opposition to the Ordinance less than a week ago.

"It refused to be a part of the countrywide struggle against the Patents Ordinance in the last few months and wants us to forget that it was its own Government that has passed the 1999 and 2002 amendments and had also prepared the draft for the present Bill. By saying that the Bill be referred to a Parliamentary Committee, the BJP is trying to hoodwink the people," he said.

Referring to the amendments, he said the Left parties have been of the view that the government was disregarding public interest and appeared unwilling to make use of even the limited safeguards available in the TRIPS agreement. The amendments tabled by the Government addressed the concerns expressed by the Left in seven areas of restriction or patentability; no software patenting; restoration of pre-grant opposition to patents, export to countries without manufacturing ability, continued manufacture of drugs with application in mailbox; time period for considering compulsory licence application and export by Indian companies of patented drugs.

He said two of the amendments were not accepted, one was microorganisms to be excluded from the scope of patentability and the other a specific definition of new entities.

THE HINDU

24 MAR 2005

১২টি সংশোধনী মানতেই সংস্কারে এল মানবিক মুখ

বামপন্থী-সমর্থনে পেটেন্ট বিল পাস

আজকালের প্রতিবেদন: দিল্লি, ২২ মার্চ— বাম-ইউ পি এ সমন্বয়ের রাজনীতি ঐতিহাসিক মোড় নিল মঙ্গলবার, লোকসভায়। পেটেন্ট সংশোধনী বিল উতরে গেল বাম সমর্থনে। বিরুদ্ধে ভোট দেবে ঘোষণা করেও এন ডি এ পিছু হটল শেষ মুহূর্তে। আন্তর্জাতিক দুনিয়ার বিরূপ প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কায় ওয়াকআউট করে। অর্থনীতিকে জনমুখী করার জন্য বামপন্থীদের পরামর্শ মেনে নিয়ে বাম সমর্থন-নির্ভর ইউ পি এ সরকারের নেতা কংগ্রেস আজ নতুন পথে পা বাড়াল। জাতীয় রাজনীতিতে আরও এক দফা কোণঠাসা হল বি জে পি। আর সংস্কারের মুখ যে মানবিক হতে পারে, মনমোহন সিং সরকার তা করে দেখাল। এই প্রক্রিয়ায় মুখ্য ভূমিকা নেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়। তিনিই বাম নেতাদের সঙ্গে লাগাতার আলোচনায় বসে সমাধান বের করেন। সি পি এমের রূপচাঁদ পাল, নীলোৎপল বসু, সি পি আইয়ের গুরুদাস দাশগুপ্ত, সুধাকর রেড্ডি, আর এস পি-র অবনী রায়, মনোজ ভট্টাচার্য এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের দেবব্রত বিশ্বাস ও বীর সিং মাহাতোর সঙ্গে গত কয়েক দিন দফায় দফায় বৈঠকের পর আজ সরকার বামদের ১২টি সংশোধনীর দশটিই মেনে নেয়। বাকি দুটিকেও নৈতিক সমর্থন জানায়। তবে রাসায়নিক উপাদান ও জীবাণু সংক্রান্ত দুটি সংশোধনী পরীক্ষার জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করা হয়েছে। বি জে পি এবং এন ডি এ তাদের জমানায় এই পেটেন্ট বিলটির প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু বামপন্থীরা বিরুদ্ধে ভোট দেবেন আঁচ করে বি জে পি এবং এন ডি এ-র অন্য শরিকরা সরকারকে প্যাঁচে ফেলতে নিজেদের অবস্থান থেকে রাতারাতি সরে আসে। বিজয় মালহোত্রা ঘোষণা করেন, আমরা বিরুদ্ধে ভোট দেব। কিন্তু আজ মোক্ষম সময়ে গরহাজির হন অটল-আদবানি। সি পি এম নেতা রূপচাঁদ পাল বলেন, আমি পেটেন্ট সংশোধনী বিল সমর্থন করছি। ইউ পি এ এবং বাম বেঞ্চের সাংসদরা টেবিল চাপড়ে তাঁকে স্বাগত জানান। রূপচাঁদ বলেন, বিশ্ব-বাণিজ্য সংগঠনকে আমরা মনে করি অসম সংগঠন। যারা ক্ষমতাবান, ওরা তাদেরই তেল দেয়। বৈষম্য করে গরিব দেশের সঙ্গে। আমরা এই সংস্থার চাপানো ফরমানের বিরুদ্ধে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে আবিষ্কারে পেটেন্ট চাপানোর নীতিগত বিরোধিতা করেছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। তাঁর সঙ্গে মতপার্থক্য সত্ত্বেও এই অবস্থান আমরা সমর্থন করেছি, আজও করি। মাদাম কুরির আবিষ্কারের যে পেটেন্ট করতে হবে একদিন, তা তিনি জানতেন না। এক মেরুর বিশ্বে এটাই আন্তর্জাতিক রেওয়াজ। যা আমরা নিছক ইচ্ছা করলেই উড়িয়ে দিতে পারি না। পারি, এই সংস্থার নমনীয় বিধিনিয়মগুলিকে ব্যবহার করে মানুষের উপকার করতে। বি জে পি সরকারে এলে পেটেন্ট বিল এনে আন্তর্জাতিক চাপে জাতীয় সার্বভৌমত্ব বিক্রি করতে চায়, আর ভোটে হেরে গেলে সাম্প্রদায়িক কর্মসূচি নিয়ে মেতে যায়। বি জে পি যে বিলের জন্ম দিয়েছে, সেই বিল সামলাতে হচ্ছে ইউ পি এ-কে। আমরা একচুলও নীতি বদলাইনি। লাগাতার বিরোধিতা করে এসেছি। সংসদের ভেতরে, বাইরে, স্ট্যান্ডিং কমিটিতে, যৌথ সংসদীয় কমিটিতে। বদলেছে কংগ্রেস। আমাদের প্রস্তাব মেনে নিয়ে অতীতের অনড় অবস্থান ছেড়ে এসেছে আমজনতার কাছাকাছি। যে বিলের জন্মদাতা বি জে পি, রাজনীতির দায়ে তা সমর্থন করতে পিছপা হচ্ছে। আবার বিরুদ্ধে ভোট দিতেও ভয় পাচ্ছে। আর এস পি-ও যে নমনীয় হচ্ছে তা আজ সি পি এম দপ্তরে ডাকা চার বাম দলের বৈঠকেই বোঝা গিয়েছিল। মুলায়মের দলের রামজিলাল সুমন, লালুর দলের অলোক মেহতার ভাষণে স্পষ্ট হয়, তাঁরাও বিলের পক্ষে। অগত্যা বি জে পি এবং এন ডি এ নেতারা আলোচনা করেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কী জবাবদিহি করবেন, এ নিয়ে দলে আগেই প্রশ্ন তুলেছিলেন অটল। যশবন্ত সিং ও যশোবন্ত সিংহরা বিলের বিরুদ্ধে যেতে চাননি। কিন্তু মুরলীমনোহর যোশির রুদ্রমূর্তি দেখে আদবানি আর এস এস-কে হাতে রাখতে মাঝামাঝি অবস্থান নেন। এন ডি এ শরিকদের ডেকে বলেন, আর ভোটাভুটিতে গিয়ে কাজ নেই। স্ট্যান্ডিং কমিটিতে যাওয়ার দাবি তুলে ওয়াকআউট করুন।

বিলগ্নীকরণ: রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির বিলগ্নীকরণ নিয়ে সরকার সংসদের আগামী বাদল অধিবেশনে একটি শ্বেতপত্র পেশ করবে। আজ রাজ্যসভায় এ কথা জানিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থ রাষ্ট্রমন্ত্রী এস এস পালানিমানিকম বলেন, সরকার বিলগ্নীকরণ নীতি বদলেছে। লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে অল্প অল্প শেয়ার বিলগ্নীকরণ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এতে ওই রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার পূর্ণ কর্তৃত্ব সরকারের হাতেই থাকবে। ক্ষতিতে চলা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে বেসরকারি লগ্নিকারকদের সাহায্য চাওয়া হবে পুনর্গঠন ও আধুনিকীকরণের জন্য।

পেনশন বিল: পেনশন বিল নিয়ে বামপন্থীরা যে আপত্তি তুলেছেন, তাঁদের তা পুনর্বিবেচনার জন্য অনুরোধ করলেন অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম। বললেন, গত বছর যে নতুন পেনশন ব্যবস্থা চালু হয়েছে, তাকে আইনসম্মত করতে পি এফ আর ডি এ বিলটি পাস করানো দরকার। বি জে পি আজ জানিয়েছে, পেনশন বিলে তারা কোনও আপত্তি করবে না। ২০০৪ সালের জানুয়ারি থেকেই এই নতুন পেনশন ব্যবস্থা চালু হয়ে গেছে। কয়েকটি রাজ্য সরকার এই নতুন পেনশন নীতিতে সায় দেয়নি।

AAJKAL

Left walks out over pension fund authority

HT Correspondent
New Delhi, March 21

THREATENING TO vote against the Bill when it came up in Parliament, members of Left parties walked out of the Lok Sabha on Monday, opposing the introduction of a bill for the establishment of an authority to promote old-age income security by regulating pension funds.

The Pension Fund Regulatory and Development Authority Bill, 2005, introduced by Union finance minister P Chidambaram, seeks to replace an ordinance promulgated on December 29, 2004.

It provides for the establishment of a Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA), which will undertake promotional, developmental and regulatory functions of pension funds. The Bill empowers the authority to regulate the New Pension Scheme as amended from time to time by the central government.

Opposing introduction of the Bill, V. Radhakrishnan, CPI(M), asked what was the urgency to promulgate an ordinance since the NPS was already in operation from January 1, 2004 through a notification. Basudeb Acharia, also of the CPI(M), contended that the Bill would adversely affect lakhs of employees.

Gurudas Dasgupta, CPI, said the Bill was an "open backdoor policy" followed by the finance minister who was "playing his cards close to his chest".

Trinamool Congress leader Mamata Banerjee too opposed the proposed Bill as well as opposing the introduction of the value added tax (VAT).

Trade union members affiliated to Left parties have already met government officials to convey their opposition to the PFRDA, proposed for recruits who joined government service after January 2004.

More than 40,000 central government employees are already covered by the NPS and it had become imperative to replace the interim arrangement with proper infrastructure under a regulatory framework in order to avoid complications.

THE HINDU 22 MAR 2005

CPM meet focuses on social reform

Statesman News Service

NEW DELHI, March 20. — Social reform as a part of class struggle? The CPI-M's politburo has completed discussions on the subject and the central committee meeting is going on. The agenda: current political developments, the recent elections in Bihar, Jharkhand and Haryana, the Patents Bill and also, how to incorporate ways of using social reform movements to "break new ground" as mentioned in the draft political resolution for its 18th Congress in April.

The draft political resolution highlights five major issues: fighting for the Dalits who constantly face caste oppression, making social justice a part of the common democratic platform, viewing women's issues as a class issue, fighting for the tribals' access to land, their cultural rights and the fight against obscurantism. This last includes untouchability, caste discrimination, dowry, female foeticide and minority baiting.

The resolution says: "The party should take the lead in taking up social issues for campaigns and struggles." This would be an effort to "link the Left with the other socially oppressed sections".

Other issues before the party include the current support to the UPA government. While there will be no review of the support, discussions on how things are going in terms of coordination are expected.

The CPI-M will also see how the common minimum programme agenda is being implemented, especially in sectors in which the party had taken initiatives.

The CPI-M was a part of the alliance of Mr Lalu Prasad in Bihar which did not do as well as expected in the recent Assembly elections there. Even in Jharkhand, where the anti-NDA platform expected an easy victory, Mr Arjun Munda managed to hold on to power after a short interregnum and high drama.

During the meeting, the CPI-M may look at the caste forces in the heartland and look at social reform so that it can move forward. Standing by the backward and depressed classes, who are often tortured in rural areas, could help bring more support.

One example being examined is the case of Mr Amra Ram, the CPI-M candidate from Sikar, Rajasthan. A Dalit leader, he has successfully fought for the right of members of his community to ride horses during weddings, something that was not possible in the past.

THE STATESMAN

21 M

Patents Bill: Left climbs down, BJP still belligerent

PRESS TRUST OF INDIA
NEW DELHI, MARCH 18

THE CPM, which was opposed to the Patents Bill, on Friday said the Left parties' parleys with the UPA government on the matter had yielded some results with the acceptance of seven of the 12 amendments they had suggested.

"Talks are now on with the government for the remaining five amendments we have suggested to the Bill," party leaders Nilotpal Basu and Rupchand Pal told reporters here.

They lashed out at the BJP for opposing the Bill now saying it has no justification to do so as the ordinance was prepared by the NDA government led by them.

The CPM leaders said three of the five remaining issues were important as they were regarding micro-organisms, infringement of patent safeguards and pre-patent objections. On product patenting, Basu said the UPA government was favouring post-patent objections instead of pre-patent ones. "Without these amendments, we are not accepting the Bill in its present form," Basu and Pal said.

Meanwhile, the BJP on Friday said it would press for voting and not allow passage of the Bill in Parliament by Voice Vote if the government does not refer it to a Standing Committee or a Joint Select Committee. "From the Opposition to the introduction of the Bill seen today it has become very clear that several parties in the ruling and Opposition alliance are against the Bill in its present form. The government should refer it to a Standing Committee or Joint Select Committee", BJP Parliamentary Party Spokesman V.K. Malhotra told reporters.

Asked about the party's stand in the event of the government not referring the Bill to either committees, he said, "Then we will press for division and will not allow it to be passed through Voice Vote".

INDIAN EXPRESS 19 MAR 2005

জমি ছাড়া চলবে না ঘিসিংকে, বুদ্ধের উপরে চাপ বাড়াল দল

স্টাফ রিপোর্টার: 'কেয়ারটেকার' বা তদারকি প্রধান হিসাবে মেনে নিলেও দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে সুবাস ঘিসিংকে এক ইঞ্চি অতিরিক্ত জমি না-ছাড়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের উপরে চাপ আরও বাড়িয়ে দিল সি পি এম।

মঙ্গলবার আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের পার্টি অফিসে সি পি এম-সহ পাঁচ পার্টির জোট জানিয়ে দিল, পার্বত্য পরিষদে কেয়ারটেকার প্রশাসনিক বোর্ড গঠিত হলেও ঘিসিং একচ্ছত্র ক্ষমতা ভোগ করতে পারবেন না। পাহাড়ে দ্রুত গণতন্ত্র ফেরাতে দার্জিলিঙে কনভেনশন ছাড়াও রাজ্যের অন্যত্র প্রচার চালানো হবে। দার্জিলিঙে শান্তি বজায় রাখতে মুখ্যমন্ত্রী সুকৌশলে ঘিসিংকে খুশি রাখার চেষ্টা করছিলেন। ছ'মাসের কেয়ারটেকার বোর্ডের সিদ্ধান্ত তারই পরিণতি। দলের তরফে বুদ্ধবাবুই দার্জিলিঙের দায়িত্বে আছেন।

পুরমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস ও বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসুর সঙ্গে পাঁচ দলের প্রতিনিধিরা বৈঠক করেন। বৈঠকে ছিলেন গোর্খা লিগের মদন তামাং, জি এন এল এফ (সি)-এর ডি কে প্রধান, সি পি আর এমের আর বি রাই, দার্জিলিং জেলা সি পি এমের সম্পাদক এস পি লেপচা, জোটের আহ্বায়ক শাওন রাই। এই জোটে সি পি আই থাকলেও তাদের প্রতিনিধি বৈঠকে ছিলেন না। অনিলবাবু বলেন, "আমরা চাই, বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে অন্তর্বর্তী বোর্ড গঠিত হোক। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বোর্ড চলুক। পাহাড়ে কোনও একচ্ছত্র শাসন চলবে না। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হোক। যত দ্রুত সম্ভব অবাধ নির্বাচন করতে হবে।"

অনিলবাবু জানান, এ দিনের বৈঠকে উপস্থিত সকলের মনোভাবের কথা প্রধানমন্ত্রীকে জানাবেন মুখ্যমন্ত্রী। জোটের সঙ্গে বৈঠকের আগে দার্জিলিং জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সঙ্গেও বৈঠক হয় অনিলবাবুদের। সেখানেও আনন্দ পাঠক, এস পি লেপচারা বলেন, পাহাড়ের মানুষ আর ঘিসিংকে চান না। সরকার অহেতুক ঘিসিংকে ভয় পাচ্ছে।

ঘিসিংকে ক্ষমতাচ্যুত করতে সি পি এম এই জোটকে সামনে রেখেই ভোট করবে। পরিষদের নির্বাচনে কে কোন আসনে লড়বে, তা নিয়ে জোটে চূড়ান্ত কথা হয়ে গিয়েছে। সি পি এমের ভয়, কংগ্রেস পিছন থেকে ঘিসিংকে খেলিয়ে ভোট আরও পিছিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। কংগ্রেস ভাবছে, ঘিসিংকে সঙ্গে রাখলে এক দিকে যেমন সি পি এম চাপে থাকবে, তেমনই এক জন সাংসদ ও তিন বাম-বিরোধী বিধায়ক নিশ্চিত। তাই ১৯ মার্চ দিল্লির বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী কতটা ঘিসিংয়ের পক্ষে থাকবেন, কতটা বুদ্ধবাবুর মুখ রক্ষা করবেন, সেটা এখনও স্পষ্ট নয়।

এ দিকে, রাজ্য সরকার যে-ভাবে পাহাড়ে শান্তি বজায় রাখতে আইন সংশোধন করল, তাতে জোটের সব শরিকই অসন্তুষ্ট। সরকারের অন্যতম শরিক সি পি এম প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করেনি। কিন্তু পুরমন্ত্রীর পাশে বসেই মদন তামাং বলেন, "যে-ভাবে ঘিসিংকে তুষ্ট রাখতে প্রয়োজনে তাঁকে কেয়ারটেকার বোর্ডের প্রধান হিসাবে মেনে নিয়ে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া হল, তাতে আমরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। অনিলবাবুকে লিখিত ভাবে আমরা তা জানিয়ে দিয়েছি। দার্জিলিঙের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ভোট হলেই ঘিসিং ক্ষমতাচ্যুত হবেন।" শাওন রাই বলেন, "পাহাড়ে ভোট পিছোনো ঠিক হয়নি।"

অশোকবাবু বলেন, "ওরা ওঁদের কথা বলেছেন। আমি মন্ত্রী হিসাবে বিধানসভায় সংশোধনী পেশ করেছি। তাই মন্তব্য করব না। আমরা দ্রুত নির্বাচন চাই।" ঘিসিংয়ের জোতিষী তাঁকে বলেছেন, ২০০৫ সালে ভোট হলেই তিনি ক্ষমতাচ্যুত হবেন। তাই মরিয়া হয়ে আগামী বছর পর্যন্ত ভোট পিছোতে চাইছেন তিনি।

ANADABAZAR PATRIKA

সুভাষের ঠাঁই হল না রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীতে

স্টাফ রিপোর্টার: সি পি এমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীতে এ বারেও ঢুকতে পারলেন না পরিবহণমন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী। সোমবার দলের রাজ্য কমিটি ১৫ জনের নতুন সম্পাদকমণ্ডলী নির্বাচিত করেছে। এ বার নতুন কেউ অন্তর্ভুক্ত হননি, গত বারের ১৫ সদস্যই রয়েছেন। কেবল গত বারের ১৬ জনের সম্পাদকমণ্ডলী থেকে বাদ পড়েছেন সিটু নেতা চিত্তব্রত মজুমদার।

দলের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস জানান, সিটুর সাধারণ সম্পাদক হিসাবে কাজের জন্য চিত্তবাবুকে দিল্লিতে থাকতে হয় এবং দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসাবে রাজ্যেও কাজ করতে হয়। তাই তাঁকে সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য-পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এর আগে দলের রাজ্য সম্মেলনে তিনি রাজ্য কমিটি থেকেই বাদ পড়েন।

সি পি এম সূত্রের খবর, এ বার পলিটব্যুরোর সদস্য হতে পারেন চিত্তবাবু। পলিটব্যুরোয় সিটুর প্রতিনিধি কেরলের ই কে বালানন্দন বয়স ও অসুস্থতার কারণে বাদ পড়তে পারেন। তা ছাড়াও কেরলের রাজ্য সম্মেলনে ভি এস অচ্যুতানন্দন ও বালানন্দন গোষ্ঠী ক্ষমতাসীন পিনারাই বিজয়ন গোষ্ঠীর কাছে ধরাশায়ী হয়েছে।

দীর্ঘ ১০ বছর বাদে অমিতাভ নন্দীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে সুভাষবাবু উত্তর ২৪ পরগনায় দলে ঐক্যের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিলেন। ফলস্বরূপ তাঁর স্ত্রী রমলা চক্রবর্তীকে জেলা কমিটির সদস্য করা হয়েছিল। কিন্তু আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের কর্তারা যে রাজ্য-রাজনীতিতে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সুভাষবাবুকে গুরুত্ব দিতে রাজি নন, এ বার রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর গঠনেই তা স্পষ্ট।

রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীতে থেকে গিয়েছেন আবাসনমন্ত্রী গৌতম দেব। অর্থাৎ গৌতমবাবু উত্তর ২৪ পরগনার রাজনীতিতে কার্যত সুভাষবাবুর উপরেই রইলেন। জ্যোতি বসুর চাপে আলিমুদ্দিনের কর্তারা সুভাষবাবুকে শেষ পর্যন্ত দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে মনোনীত করবেন কি না, তা বোঝা যাবে এপ্রিলের পার্টি কংগ্রেসে। গৌতমবাবু কেন্দ্রীয় কমিটিতে গেলে সুভাষবাবুর সেই পথও বন্ধ হয়ে যাবে।

অনিলবাবু বলেন, "গত বারই সম্পাদকমণ্ডলীতে ছ'টি নতুন মুখ এসেছিল। এ বার রাজ্য সম্মেলনের রাজনৈতিক রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিদায়ী সম্পাদকমণ্ডলী সাফল্যের সঙ্গে পার্টি পরিচালনা করেছে এবং বিভিন্ন ব্যাপারে পার্টির ঠিক অবস্থান নির্দেশ করেছে। তাই ওই সম্পাদকমণ্ডলীর পরিবর্তনের কোনও প্রশ্নই নেই।"

এ দিন রাজ্য কমিটির বৈঠকে দিল্লির পার্টি কংগ্রেসে রাজ্যের ১৭৫ জন প্রতিনিধি নির্বাচন, আসন্ন পুর ভোটে দলীয় প্রস্তুতি এবং ২০ মার্চ বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী দিবস পালন নিয়েও আলোচনা হয়েছে। অনিলবাবু জানান, পার্টি কংগ্রেসে রাজ্যের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেবেন মদন ঘোষ। উপনেতা হবেন রবীন দেব। অন্য দিকে, পার্টি কংগ্রেসের আগেই কলকাতা-সহ ৮২টি পুরসভার নির্বাচনের ব্যাপারে পার্টির বুথ সংগঠন তৈরির কাজ সেরে ফেলা হবে। পার্টি কংগ্রেস শেষ হলেই পুরোদমে শুরু হবে পুর ভোটের প্রচার।

08 MAR 2005

RSP wants review of Left support to UPA

Aloke Banerjee
Kolkata, February 23

THE RSP, a prominent partner of the Left Front, is shooting off a letter to the CPI, CPI(M) and the Forward Bloc, asking them to "seriously consider" whether to continue giving support to the Congress-led UPA government at the Centre.

The decision was taken during the just concluded three-day national conference of the party at Pondichery, where RSP general secretary K. Pankajakshan said his party "will not support the UPA government for an indefinite period." He also said, RSP would take its own decision irrespective of the stand taken by the other three Left parties.

"At the time of formation of the UPA government at the centre, the four Left parties had decided to give it critical outside support on the basis of mutually agreed common minimum programme. The UPA is intentionally violating the Common Minimum Programme (CMP). It is high time the Left parties seriously reconsider its support," the RSP letter says. The letter will be sent to the general secretaries of the CPI, CPI(M) and the Forward Bloc on Friday.

RSP leaders, however, are of the view that while the Forward Bloc will agree to its proposal to withdraw support, the CPI and the CPI(M) will not like to bring down the Congress-led government and plunge the country into another election. The RSP, on the contrary, will not be blamed for pulling down the government even if it unilaterally withdraws support because it has only three MPs in the Lok Sabha

During a seminar organised by the RSP on the sidelines of its national conference, which concluded on Sunday, Forward bloc general secretary Debabrata Biswas categorically said that his party was not in favour of continuing support to the government.

The RSP national conference felt that several of the Centre's decisions such as relaxing the FDI cap in the telecom and banking sectors and amendment of the Patent Act were affecting the image of the Left .

Veteran RSP leader and its state secretary Debabrata Banerjee told *HT* that his party would seek a meting of the four Left parties before taking its own decision. The RSP and the Forward Bloc had initially refused to support a Congress-led government at the Centre.

THE HINDUSTAN TIMES 24 FEB 2005

Govt Lists 44 PSUs For Selloff After Budget Session

Left May Go Hammer & Tongs, Divestment Is On

Swaraj Thapa
NEW DELHI 20 FEBRUARY

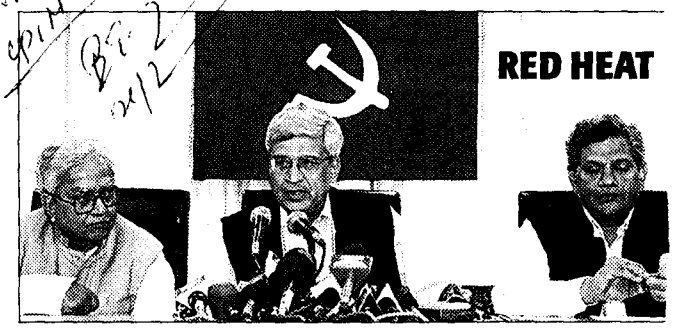

THE Left's protests have not sapped the government's enthusiasm for reforms, particularly disinvestment. The government has already identified 44 companies, in which it wants to partially offload equity, and the process is expected to be kicked off after the Budget session.

Government managers said the PSUs in which government holding is almost 100% may be first on the divestment block. These include companies like NTPC, National Mineral Development Corporation, Neyveli Lignite, Ircon, MMTC and Scooters India.

Keeping in mind the Left's sensitivity, two key benchmarks have been kept while putting forward proposals for divestment of government equity in PSUs. The first is to retain 75% stake and sell the rest. The second proposal for PSUs in which over 25% stake has already been offloaded entails retaining 51% equity with the government.

Party leaders pointed out that the policy is in line with the UPA CMP which says "public sector companies and nationalised banks will be encouraged to enter the capital market to raise resources and offer new investment avenues to retail investors".

Until the pressure from the Left parties, the government had hoped to raise resources of nearly Rs 2,400 crore this year itself from the divestment of stake in Maruti and Bhel. While a 10% stake sale was proposed in Bhel, in Maruti it was proposed to be 7.5%.

Mindful of the Left's stand, government managers have emphasised that the objective was not to privatise the PSUs but raise resources for development projects. At a follow-up meeting earlier this month after the Bhel and Maruti decisions were put off on January 27, government managers told Left leaders that offloading partial equity would strengthen the companies as it would provide them with funds for revitalisation.

It has promised routing of a substantial chunk of the disinvestment proceeds for education and health. The UPA CMP has pledged to set aside at least 6% of GDP for education besides raising public spending on health to 2-3% of GDP in five years. Government managers contend that unless funds are raised through such processes, achieving these targets would not be possible.

The Left has also been told that part of the money will also go into revitalising the profit-earning PSUs as well as some of the loss-making ones where turnarounds can be made. Companies like Neyveli Lignite, National Mineral Development Corporation, Kudremukh Iron, National Fertilizers, Ircon, MMTC and Scooters India may be early on the list since the government owns almost 100% equity in these companies. Even if the government retains 75% stake in these companies, it can still dispose equity of 18.56% in Neyveli Lignite, 24% in Kudremukh, 25% in Ircon and 24.34% in MMTC.

The Economic Times 22 FEB 2005

CPI(M) puts Centre on notice

By Marcus Dam

KOLKATA: The recently-concluded 21st State Conference of the Communist Party of India (Marxist) in West Bengal gave notice to the United Progressive Alliance Government at the Centre on the continuing "absence of evidence" of implementation of policies to improve the lot of the economically weak as enunciated in the Common Minimum Programme. It also underscored the political imperative of extending the party's influence and programme to those States where its presence still remains marginal in electoral terms, reiterating the need to examine why this is so.

NEWS ANALYSIS

The two concerns are expected to be debated in detail at the party congress in New Delhi in April. The significance of choosing the capital as the venue by a party that has set its sights on playing a greater role at the national level in the consolidation of democratic and secular forces across the country cannot be missed.

Though there was no wavering in its continued outside support to the Manmohan Singh Government there was talk of a rigorous stock-taking of the Centre's performance at the party congress when a fresh assessment of the emerging political situation would determine the future course of action. The Union Budget proposals will also present the CPI (M) leadership with an opportunity to check on the Centre's policy priorities. There was little concealing the disappointment, shared by senior party leaders, over the Centre's continuing failure to live up to the CMP's expectations. Their criticism did not end with issues related to moves to increase foreign direct investment in key sectors but also on the Centre's disinvestment policies, which it was pointed out, were not much different from the National Democratic Alliance Government.

Challenging times

The times were not only "politically complex" but "economically challenging in the wake of globalisation," it was argued. In the context of the latter, the Conference endorsed the Buddhadeb Bhattacharjee's Government's policies on industrial resurgence in West Bengal and opening the doors to foreign capital inflows in sectors where it would result in employment generation and revitalising the rural economy.

Mr. Bhattacharjee, while speaking on the resolution "The Left Front Government and Our Task" that was subsequently adopted, said there was no "road map" for development policies aimed at the uplift of the poor at a time when "capital was being globalised." He called for pragmatism, caution and continuous debate and introspection to negotiate future possibilities and navigate unknown courses. This perception — not just in the economic realm but also in the political domain — seemed to underpin the three-day deliberations.

THE HINDU 14 FEB 2005

Left parties preparing note on FDI in banking

HD-16 1872

By Our Special Correspondent

NEW DELHI, FEB. 12. Having opposed the decision to hike foreign direct investment in the banking sector to 74 per cent, the Left parties are engaged in a discussion to finalise a note to be presented to the United Progressive Alliance Government with details of their objections.

The parties have reservations over the Centre's move to merge public sector banks and allow foreign banks to pick up stakes in private sectors banks in a phased manner. Suggestions were being sought from banking federations and others concerned based on which the final note would be prepared.

One major concern is priority sector lending and credit-deposit ratio in rural areas, which, they say, have already fallen from about 66 per cent in 1990 to 56 per cent in 2002.

The argument given by the Finance Minister, P. Chidambaram, to raise the FDI cap — that it would create an "enabling environment" for higher FDI flows leading to "infusion of new technology and management practices" resulting in "enhanced competitiveness" — is countered on the ground that raising the equity cap does not ensure higher FDI inflows. Nor does higher FDI inflow necessarily imply infusion of such technology and management practices that are competitive.

Lure of high profits

In a background note, the Left parties argued that this should be seen in the context that regulatory framework to ensure diversified ownership had been diluted to pave the way for foreign banks acquiring private banks within a short period. The apprehension is that the lure of high profits from treasury operations was attracting foreign banks toward India. There is also the possibility that promoters of private banks might want to make quick gains by selling off their stake to foreign banks and foreign institutional investors while their balance sheets look good.

Yet another area that could suffer on account of the opening up of the sector was rural credit. As it is there has been a contraction in rural banking and in priority sector lending, particularly preferential lending to the poor. It was noted that the number of bank offices in rural areas that rose from 17 per cent in 1969 to 58 per cent in 1990 had now come down below 50 per cent. Similarly, the 40 per cent target set by the Reserve Bank for priority sector lending stood at 33 per cent in 1996.

Priority sector lending

While it showed an apparent increase to 36 per cent, this was primarily on account of the inclusion of the information technology and agri-processing sectors. Loans to multinationals involved in agri-business, including those making chips, cornflakes and other such products, were shown as lending to priority sector. On the other hand, the share of agriculture in total outstanding advances of scheduled commercial banks fell steadily from 15 per cent in 1989 to 10.5 per cent in 2000.

The note said the agrarian crisis had contributed to the ouster of the National Democratic Alliance Government. Even now the reality of rural India was often forgotten during discussions on economic reforms, in general, and banking reforms, in particular.

The share of priority sector credit in the total outstanding net credit of foreign banks was 34 per cent in 2002. Similarly, on the contention that the non-performing assets of Indian banks was coming down, it was pointed out that while gross and net NPAs as a per cent of total assets or as a per cent of gross or net advances had shown a gradual decline over the last few years, the absolute values of gross or net NPAs continued to rise for almost all categories of banks.

THE HINDU 13 FEB 2005

সরকারের লক্ষ্য নিয়ে এ বার সনিয়াকে চিঠি দিচ্ছেন বাম নেতারা

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি: ভর্তুকি, বিলগ্নীকরণ, বিদেশি বিনিয়োগ ও শ্রম-সংস্কার নিয়ে সরকার সুনির্দিষ্ট পথরেখা চিহ্নিত করতে চলেছে বলে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের ঘোষণার পরেই নড়েচড়ে বসেছেন বাম নেতৃত্ব। এই সমস্ত ক্ষেত্রে তাঁদের সঙ্গে সরকারের দূরত্ব যাতে না-বেড়ে যায়, সে দিকে লক্ষ রাখতে বলে তাঁরা সনিয়া গাঁধীকে দীর্ঘ চিঠি পাঠাতে চলেছেন বলে বাম সূত্রের খবর।

কাল রাতে প্রধানমন্ত্রী এক দীর্ঘ ঘোষণাপত্র জারি করে জোট সরকারের কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রককে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছেন। ভর্তুকি প্রসঙ্গে এই ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে, যাঁদের প্রয়োজন শুধু তাঁদের কাছেই যাতে ভর্তুকি পৌঁছয় তার ব্যবস্থা করা হবে। তা ছাড়া, বিলগ্নীকরণ বা বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের নীতিও সুনির্দিষ্ট করা হবে। প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণা নিয়ে আজ সি পি আইয়ের সাধারণ সম্পাদক এ বি বর্ধন কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি। সি পি এমের শীর্ষ নেতারা দিল্লিতে নেই।

তবে বাম সূত্রের খবর, বাজেটের আগেই সরকারের নীতি-নির্ধারণে সনিয়া গাঁধীর হস্তক্ষেপ চেয়ে বামপন্থীরা চিঠি পাঠাবেন। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন জোট সরকার যে ভাবে বিদেশি লগ্নি-সহ নানা বিষয়ে উদারনীতির পথে এগিয়ে চলেছে, সেই বিষয়ে তাঁদের অভিযোগ এতে লিপিবদ্ধ করা হবে। আগেই এই চিঠি লেখার সিদ্ধান্ত হয়েছিল এবং সেই চিঠি পাঠানোর যৌক্তিকতা নিয়ে ফরোয়ার্ড ব্লক প্রশ্নও তুলেছিল। কিন্তু শীর্ষ কমিউনিস্ট নেতারা মনে করছেন, এখন এই চিঠি পাঠানো আরও জরুরি হয়ে পড়েছে।। "কংগ্রেসের এ বারের সাফল্যের পিছনে যে ব্যক্তি রয়েছেন, জোট ও সমর্থকদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে তাঁকেই অবহিত করা প্রয়োজন," বলেছেন এক শীর্ষ নেতা।

এই সমস্ত বিষয় নিয়ে এমনিতেই কংগ্রেস ও বাম নেতাদের মধ্যে দূরত্ব বেড়েছে। অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছে যে সম্প্রতি বর্ধন দলের অন্ধ্র শাখার সম্মেলনে গিয়ে 'জোট সরকারের সামনে খারাপ দিন আসছে' বলে মন্তব্য করার পরেই তাঁকে ফোন করেন প্রধানমন্ত্রী নিজেই। বর্ধন তখন যেমন বিভিন্ন সিদ্ধান্তে নিজেদের অসন্তোষের কথা জানিয়ে দেন, তেমনই প্রধানমন্ত্রীও এই ধরনের প্রকাশ্য মন্তব্য নিয়ে আপত্তি জানান।

বাম ঐক্য। দুই বাম দলের ঐক্য নিয়ে সি পি এম আবার বেসুরো গেয়েছে ঠিকই, কিন্তু সি পি আই তাতে দমছে না। সাম্প্রতিক অতীতে তাঁরা যা করেছেন, ঠিক সে ভাবেই সি পি এমের সাধারণ সম্পাদক হরকিষেণ সিংহ সুরজিৎ কাল আবার আদর্শগত পার্থক্যের কথা বলে দুই দলের মিলনের প্রস্তাব খারিজ করেছেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি '৬৪ সালের কথাও উল্লেখ করেছেন এবং মিলন নিয়ে 'দরাদরি চলবে না' বলে মন্তব্য করেছেন। সেই ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে আজ সি পি আইয়ের সাধারণ সম্পাদক এ বি বর্ধন বলেন, "আমরা ব্যাপকতর বাম ঐক্য এবং বিশেষ করে, নীতির ভিত্তিতে বাম আন্দোলনের ঐক্যের কথা বলেছি আমাদের রাজনৈতিক প্রস্তাবের খসড়ায়। তাতে কোনও দরাদরির উল্লেখ নেই। অতীতের মতপার্থক্যের কথা মাথায় রেখে নয়, আমরা ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জের কথা ভেবেই বিষয়টি তুলেছি।" দুই দলের মিলন তাঁদেরও আশু কর্মসূচির মধ্যে নেই বলে তিনি মন্তব্য করেছেন।

ঘটনাচক্রে অন্ধ্রে সি পি আই-এর রাজ্য সম্মেলনে সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক বি ভি রাঘবালু দু'দলের ঐক্যের পক্ষেই সওয়াল করেন। তাঁর বক্তব্য সি পি এমের মধ্যেও বিভ্রান্তি তৈরি করেছিল। তা ছাড়া, বিদেশি বাম নেতা, বামপন্থী বাইরের মানুষও দু'টি পৃথক দল নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

ANADABAZAR PATRIKA 11 FEB 2005

CPI unfazed by CPM's big brother policy

Our Political Bureau
NEW DELHI 10 FEBRUARY

THE CPI on Thursday made it clear that it is not going to be cowed down by the CPM's tendency to use labels of disapprobation against those who try to question their ideological and tactical flip-flop. Unfazed by the angry reaction from the CPM general secretary, the CPI on Thursday made it clear that it will push for a debate on the reunification of the communist movement.

A.B. BARDHAN

A day after Mr Surjeet rejected the CPI proposal through a distasteful verbal attack at the West Bengal party state conference, the CPI chief A.B. Bardhan on Thursday said his response to Mr Surjeet would be from equally appropriate party forum.

There are indications that he would use the CPI state conference in Kolkata on February 13 for placing his side of the story.

Mr Bardhan appeared calm a day after Mr Surjeet used outdated Marxist cliches to divert the focus of the debate from the core issue of the CPM's U-turn on its original anti-Congress ideological and tactical position. He also said the CPI was not "bargaining" as Mr Surjeet said in his attempt to underplay the unity proposal as an attempt of the declining CPI to save its face.

Although he maintained that he was not going to conduct the debate through the media, Mr Bardhan told reporters: "Our approach to the question of Left unity and specially a unity of the Communist parties is clearly spelt out in the draft political resolution for the party Congress. We are not in the business of bargaining. We are only seeking a debate on the need for Communist unity, taking into account the challenges that the Communist parties are facing."

While Mr Bardhan refused to go beyond it, his colleagues stepped in to tell the CPM to get down the real issues rather than playing to the gallery. "Mr Surjeet has rightly said that Marxism is not a dogma. There can be differences in interpretation but it has to relate to the objective reality," CPI central secretariat member Shamim Faizee said.

Responding to Mr Surjeet use of not-so-pleasant labels "revisionist" and "pro-Moscow party which has lost out on both ideological and tactical positions," a CPI executive member asked: "What has happen to that 1964 model made-in-China CPM, which based itself on anti-Congress politics. Why are the CPM leaders today sitting along with the same Congress leaders in the Congress-Left coordination committees. Is it the triumph of the CPM's original ideological and tactical position or it an admission of its failure?"

The Economic Times 11 FEB 2005

ভারসাম্যই এখন চ্যালেঞ্জ সি পি এমের

রাজ্যে বিদেশি লগ্নি স্বাগত, বললেন অনিল

প্রসূন আচার্য

পশ্চিমবঙ্গে বিদেশি লগ্নি নিয়ে সব রকম বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস দাঁড়ালেন শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেনের পাশেই। সেই সঙ্গে তিনি পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিলেন, রাজ্যের উন্নয়নের জন্য শিল্প ও পরিকাঠামো ক্ষেত্রে তাঁরা সব ধরনের বিদেশি লগ্নিকে স্বাগত জানাচ্ছেন।

অনিলবাবু বলেন, "রাজ্যের স্বার্থে আমরা কখনওই সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (এফ ডি আই)-এর বিরুদ্ধে নই। কেবল উন্নয়ন, কর্মসংস্থান বা শিল্পের জন্য নয়, বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্যও ভবিষ্যতে আমাদের আরও বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ প্রয়োজন।" পরে নিরুপমবাবুও জানান, রাজ্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগকে স্বাগত জানানো হচ্ছে। কারণ, বিশ্বায়নের ফলে যে-কর্মসঙ্কোচন হচ্ছে, তার মোকাবিলা করতে হলে দেশি-বিদেশি পুঁজিকে স্বাগত জানাতেই হবে। দলের রাজ্য সম্মেলনে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরে সি পি এম সম্পর্কে শিল্পমহলের ভয় যেমন দূর হবে, তেমনই আশ্বস্ত হবেন লগ্নিকারীরা।

কেন্দ্রীয় স্তরে ব্যাঙ্ক, বিমা, টেলিকম ও বিমান পরিবহণে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ নিয়ে আপত্তি তুলছে সি পি এম। কিন্তু রাজ্যের উন্নয়নে উদার ভাবে বিদেশি লগ্নিকে স্বাগত জানাচ্ছে তারা। এই নিয়ে নানা প্রশ্ন ও বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে সি পি এমেও। জেলা সম্মেলন থেকে রাজ্য সম্মেলন পর্যন্ত এই প্রশ্ন দলীয় নেতৃত্বকে তাড়া করছে। বিদেশি লগ্নিতে কোন স্তরের মানুষ উপকৃত হচ্ছেন, দরিদ্রতম শ্রেণির যাঁরা তথ্যপ্রযুক্তির মতো শিল্পের কথা জানেন না, তাঁদের কী উপকার হচ্ছে, সেই প্রশ্ন উঠেছে। প্রশ্ন উঠেছে বন্ধ ও রুগ্‌ণ কারখানার সঙ্কট থেকে পরিত্রাণের পথ নিয়েও। শ্রমিক ফ্রন্টের প্রতিনিধিরাও বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

'জাতীয় আর্থিক বিকাশে রাষ্ট্রের অধিকতর ভূমিকা পালনের দাবি'তে কৃষক ফ্রন্টের নেতা সমর বাওরা ও মেদিনীপুরের সম্পাদক দীপক সরকার যে-প্রস্তাব পেশ করেছেন, তাতেও কেন্দ্রীয় স্তরে বিদেশি লগ্নি নিয়ে প্রশ্ন ও আপত্তি তোলা হয়েছে। দ্বন্দ্ব নিরসনে বলা হয়েছে: কায়েমি স্বার্থে পরিচালিত সংবাদমাধ্যমের পক্ষ থেকে উন্নয়নের জন্য বেসরকারি পুঁজি লগ্নিতে কেন্দ্রে এক রকম ও রাজ্যে ভিন্ন রকম— দ্বিমুখী নীতি অনুসরণের অপপ্রচার চালানো হচ্ছে পার্টির বিরুদ্ধে।

দ্বন্দ্ব মেটাতে অনিলবাবু এ দিন বলেন, "আমরা কেন্দ্রীয় স্তরে দেশের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগের বিরুদ্ধে। লাভজনক শিল্প ও আর্থিক সংস্থাতেও আমরা এর বিরুদ্ধে। কিন্তু রাজ্যের উন্নয়নের জন্য আমাদের বিদেশি লগ্নি নিতেই হবে। কারণ, আর্থিক পরিস্থিতি সঙ্কটজনক। রাজ্যে অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহে সীমাবদ্ধতা আছে। তাই আমরা দেশি-বিদেশি সব লগ্নি চাই।"

'বামফ্রন্ট সরকার: উন্নয়ন ও সীমাবদ্ধতা' সংক্রান্ত আলোচনাসভায় নিরুপমবাবু বলেন, "আমরা কেন্দ্রীয় নীতির বাইরে গিয়ে সরকার চালাতে পারি না। শিল্প বন্ধ হচ্ছে। কর্মসঙ্কোচন হচ্ছে। এই বিশ্বায়নের ফলে কেন্দ্র রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু এই বিশ্বায়ন, উদার নীতির ফলে বিশ্বের বাজার খুলে গিয়েছে। পুঁজির বাজার খুলেছে। শিল্পের জন্য আমাদের দেশি-বিদেশি পুঁজি নিতে হবে। নতুন কারখানায় বেশি লোকের কাজ হবে না। কিন্তু কিছু লোকের তো হবে।" মিতসুবিশি, মারুবেনি, আই বি এম-সহ যে-সব শিল্পে বিদেশি লগ্নি হয়েছে, তা অত্যন্ত সুষ্ঠু ভাবে চলছে বলে জানান তিনি। তাঁর প্রশ্ন, "আমাদের রাজ্যে এমন কোন ক্ষেত্রে আছে, যেখানে আমরা বিদেশি বিনিয়োগে আপত্তি করতে পারি?"

উন্নয়নে শহর উজ্জ্বল, গ্রাম সেই অন্ধকারেই

রজত রায়

এক দিকে বড় বড় উড়ালপুল, ঝাঁ-চকচকে বাতানুকূল শপিং মল, সল্টলেকে অত্যাধুনিক ডিজাইনে তৈরি নামী বিদেশি সংস্থার কলসেন্টার, অন্য দিকে শিল্পাঞ্চলে একের পর এক বন্ধ ও রুগ্‌ণ কারখানা, গ্রামে ভয়াবহ বেকারি ও ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বেড়ে চলা। এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য আনার পথ খুঁজতে হিমশিম খাচ্ছে সি পি এমের রাজ্য সম্মেলন।

কলকাতা ও অন্য কয়েকটি শহরকে ঘিরে সরকারের যাবতীয় উন্নয়ন কাণ্ডের ফলে গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে বেড়ে চলা বৈষম্য কমানোর উপায় কী হতে পারে, তা নিয়ে সম্মেলনে আলোচনা চলছে দু'দিন ধরে। কলকাতার উত্তর প্রান্তে যেখানে সম্মেলন চলছে, সেই কামারহাটি ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলেরই অংশ, বেশির ভাগ কলকারখানা বন্ধ বা রুগ্‌ণ হয়ে পড়ায় যে-এলাকার অর্থনীতি বিপর্যস্ত। সম্মেলনে উন্নয়নের এই অন্য দিকটি নিয়ে কলকাতা, হুগলি ও বর্ধমানের অনেক প্রতিনিধিই উদ্বেগ প্রকাশ করেন। খাস কলকাতায় উন্নয়নের স্বার্থে বস্তিবাসীদের খালপাড় থেকে উচ্ছেদের পরে পুনর্বাসন যে-ভাবে অবহেলিত হয়েছে, সেই প্রসঙ্গও ওঠে।

শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের ভোটব্যাঙ্কের উপরে নির্ভর করে বেড়ে ওঠা পশ্চিমবঙ্গের সি পি এমের সামনে এখন এটাই বিরাট রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ— উন্নয়নের কর্মসূচি দেখিয়ে দেশি-বিদেশি পুঁজি আকর্ষণ করার সঙ্গে সঙ্গে নিচু তলার ওই গরিবদের ভোটব্যাঙ্ক ধরে রাখা। সমস্যা একটাই। দলে যে-নেতার গুরুত্ব বেড়ে চলেছে, সেই শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেনের কথায়, ওই সব অত্যাধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর শিল্পে নতুন কাজ হলেও সংখ্যায় কম এবং তা গ্রামের দরিদ্র অংশের মানুষের নাগালের মধ্যে নয়। এখনকার আর্থিক ব্যবস্থায় 'কর্মসংস্থানহীন উন্নয়ন' হচ্ছে, 'আমরা কর্মসঙ্কোচনহীন উন্নয়ন চাই'। এ ভাবে উপরে ও নীচে, দু'দিকেই মানুষকে খুশি রাখার চেষ্টায় উন্নয়নে ভারসাম্য আনার পথ খুঁজছে সি পি এম।

সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস জানান, শহর ও গ্রাম দুইয়েরই উন্নয়নে তাঁরা আগ্রহী। কিন্তু রাজ্য সরকারের যে-হেতু আর্থিক ক্ষমতা নেই, তাই দেশি-বিদেশি পুঁজি টানা ছাড়া উপায় নেই। দলের অন্যতম নেতা ও শিল্পমন্ত্রী নিরুপমবাবুর মন্তব্য, ব্রিটিশ অর্থসাহায্য কিন্তু গরিবদের সরাসরি পুনর্বাসন বা অন্যান্য কাজে সাহায্য করার জন্যই নেওয়া হয়েছে।

সবিস্তার ব্যাখ্যা দিয়ে নিরুপমবাবু বলেন, এখন উন্নয়নের দু'টো অভিমুখ ঠিক করার চেষ্টা চলছে। এক দিকে বেসরকারি দেশি-বিদেশি পুঁজিকে এ রাজ্যে শিল্প স্থাপনে ও বিনিয়োগে উৎসাহিত করতে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এতে যতটুকু নতুন কাজ সৃষ্টি করা যায়, সেটাই লাভ। কিন্তু ওই সব অত্যাধুনিক প্রযুক্তির শিল্পে গ্রাম-শহরের গরিব ও স্বল্পশিক্ষিত মানুষের কাজের সুযোগ হবে না। তাই উন্নয়নের দ্বিতীয় অভিমুখ: গ্রামে, শহরের বস্তিতে সব চেয়ে গরিব ও প্রান্তিক মানুষকে স্বয়ম্ভর সংস্থা গড়ে বাজার অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা চালানো। সে-জন্য সর্বশিক্ষা, সর্বস্বাস্থ্য ও স্বনিযুক্তি— এই তিন কর্মসূচি নিয়ে এগোতে চায় দল। পাশাপাশি সামান্য হলেও বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের মাসে ৫০০ টাকা, গ্রামের গরিবদের বার্ধক্য ভাতা ইত্যাদি দেওয়া তাঁদের বিকল্প চিন্তারই ফসল।

নিরুপমবাবু জানান, ইতিমধ্যেই রাজ্যে দু'লক্ষের কিছু বেশি স্বয়ম্ভর সংস্থা গড়ে উঠেছে। এখন ওই সব সংস্থা যাতে ব্যাঙ্ক-ঋণ পেতে পারে এবং বাজার

এর পর দশের পাতায়

ANADABAZAR PATRIKA

11 FEB 2005 P.T.O

অন্ধকারে

প্রথম পাতার পর

অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত হতে পারে, সেই চেষ্টা হবে। কিন্তু কাজটা যে সহজ নয়, সম্মেলনে পেশ করা 'বামফ্রন্ট সরকার ও আমাদের কাজ' সংক্রান্ত নোটেই তা স্পষ্ট। তাতে স্বীকার করা হয়েছে, গ্রামে ও শহরে দরিদ্র, বিশেষ করে মহিলাদের আয় বৃদ্ধির জন্য এই সব স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠন করা হয়েছে। কিন্তু সংখ্যায় বাড়লেও কাজের কাজ তেমন হয়নি ('...গুণগত মান যথাযথ গুরুত্ব পায়নি')। বাজারের চাহিদার সঙ্গে তাল রেখে প্রকল্প তৈরি করা যাচ্ছে না, প্রতিযোগিতার মুখে বিপণনের সমস্যাও রয়েছে।

কিন্তু এটাই সব নয়। সি পি এম নেতারা স্বীকার করছেন, সমস্যাটা আরও গভীরে। এখন এটা পরিষ্কার, যে-আন্তরিকতা নিয়ে শিল্পে পুঁজি আকর্ষণে দল ও সরকার শক্তি ও মনোযোগ দিয়ে চলেছে, গ্রামের দরিদ্র অংশের মানুষের উন্নয়নের কর্মসূচিতে সেই আন্তরিকতা এখনও অনুপস্থিত।

সর্বশিক্ষার উদাহরণ দিয়েই সি পি এম স্বীকার করছে, নব্বইয়ের দশকে এই নিয়ে চেষ্টা শুরু হলেও এখন তাতে ভাটার টান। প্রশাসনিক ব্যবস্থার শিকড় তৃণমূলে পৌঁছলেও কোনও জেলাতেই পাঁচ বছরের বেশি বয়সের সব শিশুকে বিদ্যালয়ে আনা যায়নি। দলের সংগঠনের মধ্যেও এই নিয়ে আগ্রহের অভাব আছে। শিক্ষক ও ছাত্র সংগঠনও উদাসীন। স্বাস্থ্য পরিষেবা যে গ্রাম ও শহরের গরিব মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে, তা স্বীকার করে নিরুপমবাবুও দলের বক্তব্য ব্যাখ্যা করে বলেন, অন্তত রোগ প্রতিরোধের প্রাথমিক স্বাস্থ্যবিধি, বিশুদ্ধ পানীয় জল, স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার ইত্যাদি নিয়ে শিক্ষা দিতে পারলেও গরিবেরা অনেকটা সুস্থ থাকতে পারবেন। এ-সব ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি যে কিছু ভাল কাজ করছে, সি পি এম এখন তা স্বীকার করছে।

কিন্তু সর্বশিক্ষার মতোই সর্বস্বাস্থ্য প্রকল্পের এই সব সুবিধা দরিদ্র জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজে দুর্বলতা যথেষ্ট।

কেন সি পি এমের সদস্য ও সমর্থক ছাত্র-শিক্ষকেরা বস্তিবাসী ও গরিব কৃষক পরিবারের সন্তানদের লেখাপড়ার আলোয় টেনে আনতে অনুৎসুক? কেনই বা জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে যে-কাজ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি করতে পারছে, দলীয় সংগঠন বা নিজেদের সরকারকে দিয়ে তা করানো যাচ্ছে না? এই প্রশ্নের গভীরে গিয়ে অনুসন্ধান না-চালিয়ে শুধু কর্মসূচি ঘোষণা করলে উন্নয়নের সুবাদে গ্রাম ও শহরের গরিবদের সঙ্গে অন্যদের বৈষম্য কমার বদলে আরও বেড়েই চলবে।

ANADABAZAR PATRIKA

11 FEB 2005

শিল্প ও কর্মসংস্থানের স্বার্থেই বিদেশি লগ্নিতে রাজি সিপিএম

প্রসূন আচার্য

টেলিকমে বিদেশি লগ্নি (এফ ডি আই) নিয়ে আপত্তি তুললেও শিল্পের জন্য বিদেশি বিনিয়োগে সি পি এমের কোনও আপত্তি নেই। বুধবার দলের রাজ্য সম্মেলনে 'বামফ্রন্ট সরকার ও আমাদের কাজ' শীর্ষক প্রস্তাব পেশ করে পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ নিয়ে নিরুপম সেন পরিষ্কার ভাষায় সবুজ সঙ্কেতের কথা জানিয়ে দেন। তাঁর মতে, কর্মসংস্থানের প্রয়োজনেই শিল্প দরকার। আর শিল্পের জন্য বিনিয়োগ প্রয়োজন। বিনিয়োগ এখন আন্তর্জাতিক। তাই আমাদের দেশি-বিদেশি সব বিনিয়োগই প্রয়োজন। দলের সাধারণ সম্পাদক হরকিষেন সিংহ সুরজিৎ, পলিটব্যুরোর সদস্য প্রকাশ কারাটের সামনেই নিরুপমবাবু রাজ্য সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করেন।

কেন্দ্রের যে-নীতির বিরুদ্ধে নিরুপমবাবুর দল লড়াই করছে, রাজ্যে উন্নয়নের স্বার্থে সেই নীতিকেই কী ভাবে ব্যবহার করা যায়, সি পি এম-কে তা খতিয়ে দেখতে হচ্ছে। পুঁজি টানতে গিয়ে সি পি এম কি স্ববিরোধিতায় জড়িয়ে পড়ছে না? দলের একাংশের মনে এই প্রশ্ন উঠেছে। কলকাতা জেলা সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই প্রশ্ন তুলেছিলেন প্রতিনিধিরা। মুখ্যমন্ত্রীকে তার জবাবও দিতে হয়েছিল।

আজ, বৃহস্পতিবার থেকে রাজ্য সরকারের নীতি নিয়ে আলোচনায় এই প্রসঙ্গ আবার উঠতে পারে। সে-দিকে লক্ষ রেখেই নিরুপমবাবু প্রতিনিধিদের কাছে পরিষ্কার ভাবে বাস্তব পরিস্থিতি ও সরকারের নীতি ব্যাখ্যা করেন। রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস জানান, "একচেটিয়া পুঁজির উপরে নির্ভরশীল বৃহৎ রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে দাঁড়িয়েই আমাদের সরকার চালাতে হচ্ছে। তাতে উন্নয়নের প্রশ্নে যে-সব প্রতিবন্ধকতা আছে, কী ভাবে তা কাটিয়ে উন্নয়নের কাজ করা যায়, শিল্পমন্ত্রী তারই ব্যাখ্যা দিয়েছেন।"

নিরুপমবাবু বলেন, "বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের কাজ খুব কঠিন। আমাদের পার্টি কেন্দ্রীয় সরকারের অনেক নীতির বিরোধিতা করে। কিন্তু সরকার পরিচালনা করতে গিয়ে আমাদের কাজ করতে হয় সেই নীতির পরিধির মধ্যেই। বর্তমানে আর্থিক ক্ষেত্রে যে-কোনও পদক্ষেপে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়ার বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হয়।" দেশি-বিদেশি পুঁজি আকর্ষণ করতে গিয়ে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (সল্টলেকে স্বর্ণশিল্পের সামগ্রী রফতানির জন্য নির্মিত মণিকাঞ্চন) এবং রফতানি-নীতিরও প্রসঙ্গ তোলেন নিরুপমবাবু।

রাজ্যের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। কোষাগারে ঘাটতি ৮০ হাজার কোটিরও বেশি। এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পেতে সি পি এমের গত রাজ্য সম্মেলনেই বিকল্প অর্থিক নীতির প্রস্তাব নেওয়া হয়। সেই নীতি অনুসারেই চার্জ বসানো হয় হাসপাতাল, শিক্ষা ক্ষেত্রে। পরিকাঠামো ও শিক্ষা ক্ষেত্রে বেসরকারি লগ্নিকে আরও বেশি করে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ভর্তুকি কমানো হয় বিদ্যুতেও। প্রতিটি বিষয়েই সমালোচনার ঝড় ওঠে ফ্রন্টের বাইরে ও ভিতরে।

সরকারের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিরুপমবাবু বলেন, "পুঁজিবাদের স্বাভাবিক ও অনিবার্য প্রক্রিয়া এড়িয়ে গিয়ে বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষে সমাজতান্ত্রিক, এমনকী বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের কর্মসূচিতে প্রদত্ত কোনও বিকল্পের ধারণা বাস্তবানুগ নয়।" তিনি জানান, 'বিকল্প' নীতির মাধ্যমে সব পুঁজিকে আহ্বান জানানো হলেও দুর্বলতর শ্রেণিকে রক্ষা করতেও বামফ্রন্ট সমান সচেতন।

লগ্নির সাফল্য হিসাবে নিরুপমবাবু যেমন রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি, লৌহ-ইস্পাত, হলদিয়ায় ডাউনস্ট্রিম শিল্পের কথা বলেছেন, তেমনই বলেছেন শিল্পের স্বার্থে শ্রমিক-আন্দোলনকে আরও সংযত করার কথা। তিনি বলেন, "শিল্পের অস্তিত্বের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণির অস্তিত্বের বিষয়টি অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। বর্তমানে তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে শিল্পের অস্বিত্ব রক্ষার বিষয়টি মাথায় রেখে শ্রমিক-আন্দোলন সংগঠিত ও পরিচালিত করতে হবে।" তিনি জানান, শ্রমিকশ্রেণির ন্যায়সঙ্গত দাবির ব্যাপারে ফ্রন্ট সচেতন। কিন্তু ব্যাপক কর্মসংস্থানহীন পরিস্থিতিতে অগ্রাধিকার দিতে হবে কর্মসংস্থান সৃষ্টিকেই। নইলে পুঁজি অন্যত্র চলে যাবে।

কর্মসংস্থান প্রসঙ্গে শিল্পমন্ত্রী স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীগুলিকে আরও সক্রিয় করার উপরে জোর দেন। তিনি বলেন, গত তিন বছরে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। নগরায়ণ ও আবাসন কর্মসংস্থানের প্রভূত সুযোগ সৃষ্টি করেছে। যে-ভাবে অপরিকল্পিত নগরায়ণ হচ্ছে, কৃষিজমিতে হাত পড়ছে, তা নিয়ে সি পি এমের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা নেতৃত্বের একাংশের আপত্তি আছে। আগামী দিনে নগরায়ণকে কী ভাবে পরিকল্পিত করে তোলা যায়, শিল্পমন্ত্রী তার উপরেও জোর দেন।

● **সি পি আইয়ের সঙ্গে ঐক্য নয়...পৃঃ ৬**

ANADABAZAR PATRIKA 10 FEB 2005

Ghisingh poll threat cloud on CPM meet

BARUN GHOSH

Calcutta, Feb. 9: Insiders believe Darjeeling Gorkha Hill Council chief Subash Ghisingh's threat against polls to the body is looming on the CPM's state conference that began today at Kamarhati in North 24-Parganas.

"The uncertainty over the impending polls in Darjeeling is of utmost concern to us after Ghisingh refused to participate in the ensuing polls to the hill council," said a key CPM functionary.

The three-day conference affords party functionaries a chance to discuss and chalk out organisational strategy for the next three years.

Though a meeting between Ghisingh and chief minister Buddhadeb Bhattacharjee began yesterday on a warm note, Ghisingh left in a huff midway, saying his party would not participate in the polls "till problems of the council" were sorted out.

Jyoti Basu was "disturbed" over Ghisingh's sudden "turnaround". "I don't know what will happen if Ghisingh refuses to participate in the poll process. We still hope good sense will prevail on him so that elections are held peacefully in the hills," said the CPM veteran.

The DGHC was formed during Basu's tenure as chief minister following a tripartite accord among representatives from the Centre, the state government and the GNLF in August 1988.

Over a dozen delegates from Darjeeling, led by CPM district secretary S.P. Lepcha, at the conference fear violence would revisit the hills if elections are not held as scheduled. Lepcha is believed to have requested the chief minister to brief the party's hill leaders on his meeting with Ghisingh.

Bhattacharjee, who also oversees party affairs in the hills, is expected to meet the delegates on Friday.

The government is also in a fix on its course of action if the polls are postponed. Hill affairs officials met to discuss their options, including extending the council's term or appointing an administrator, both of which will need amendments to the Darjeeling Gorkha (Autonomous) Hill Council Act.

THE TELEGRAPH 10 FEB 2005

No bargaining on unification of CPI, CPI(M): Surjeet

By Marcus Dam

KOLKATA, FEB. 9. There should be no "bargaining" on the subject of unification of the two Communist parties which is now being sought by "those who had once called us splitters," the general secretary of the Communist Party of India (Marxist), Harkishan Singh Surjeet, said here today. But, one could join the party if one so chooses, he said. Even without his mentioning names it was obvious that Mr. Surjeet was reacting to a suggestion of Communist unity reportedly reiterated by the general secretary of the Communist Party of India, A.B. Bardhan, at his party's 22nd State conference at Nalgonda in Andhra Pradesh earlier this week.

Mr. Surjeet was inaugurating the three-day 21st State Conference of the West Bengal CPI(M) at Kamarhati in North 24 Parganas district about 20 km from here. Among those present were the Polit Bureau members, Jyoti Basu and Prakash Karat, the West Bengal Chief Minister, Buddhadeb Bhattacharjee, the Left Front chairman, Biman Bose and the State secretary, Anil Biswas. A minute's silence was observed in memory of victims of the tsunami tragedy.

The CPI had split in 1964 following differences within the party on theoretical issues. The CPI(M), Mr. Surjeet recalled, had been formed on the principle of adopting an independent line. There has been talk of deviations but any deviation should be judged on the basis of practice.

Marxism a science

"Marxism is a science and not a dogma. We should discuss matters and decide what is right or not for practical implementation," he said.

Mr. Surjeet had a good word for the CPI(M) leadership in West Bengal where the success of the party was indication enough that "we are on the correct path." He recalled the crisis in the socialist world and the subsequent deviations from party lines in the latter stages of the last century. Yet, even during such times, the West Bengal CPI(M) had steered clear of any possible fall-outs within the party.

The CPI(M), he said, pursued a line independent of that being adopted by communist parties in other countries such as China where socialism was being consolidated in a different manner. No single module could be applied in all countries; it would vary from nation to nation, Mr. Surjeet added.

Both Mr. Basu and Mr. Karat later defended the CPI(M)'s stand on foreign direct investment. The interests of the people should be safeguarded when it comes to such investment, Mr. Basu said while speaking on the sidelines of the conference. There were no contradictions within the party on the subject, Mr. Karat added.

Neither was there any inconsistency in the party's stand. It had supported such investment in the information technology sector but was opposed to any such move in sectors of strategic importance. A draft Political-Organisational Resolution and another on "The Left Front Government and Our Task" were placed during the day at the conference by Mr. Biswas for discussion and endorsement. The deliberations will conclude on February 11 and the resolutions adopted delineated at an open session of the party in Kolkata the following day.

THE HINDU 10 FEB 2005

সি পি এমের স্বীকারোক্তি ও সতর্কতা

বৈষম্য বাড়ছে, প্রকল্পের ফলও পৌঁছচ্ছে না

স্বপন সরকার

টানা ২৭ বছর ক্ষমতায় থাকার পরে এখন সিপিএম স্বীকার করছে, পশ্চিমবঙ্গে আর্থিক-সামাজিক-আঞ্চলিক-লিঙ্গ বৈষম্য বেড়েই চলেছে। সবচেয়ে বেশি এটা বাড়ছে প্রান্তিক জেলাগুলির আদিবাসী ও তফসিলি জনজাতি অধ্যুষিত গ্রামে— পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও উত্তরবঙ্গে। ওই সব এলাকাতেই মাথা তুলছে হিংসাত্মক আন্দোলন। দক্ষিণবঙ্গে মাওবাদী জঙ্গিদের হাত ধরে, উত্তরবঙ্গে কামতাপুরী আঞ্চলিকতাবাদীদের নেতৃত্বে। বৈষম্য দূর করে ওই সব এলাকার মানুষের ক্ষোভ প্রশমিত করতে কেন্দ্রীয় প্রকল্পে টাকা আসলেও সিপিএমের উদ্বেগ, বামফ্রন্ট সরকার ওই টাকার যথাযথ ব্যবহার করতে ব্যর্থ। প্রকৃত গরিবদের উপকার করতেও ব্যর্থ।

দলের রাজ্য সম্মেলনের আগে তৈরি খসড়া সাংগঠনিক রিপোর্টেই দেখা যাচ্ছে, দলের বাড়বাড়ন্তের মধ্যেও পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিঙ, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদহ, হুগলির মতো জেলায় সিপিএমের সদস্যসংখ্যা আগের তুলনায় কমেছে। লক্ষণীয়, এই সব জেলার অনেকগুলিতেই হিংসাত্মক আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়েছে। এখন সিপিএমের চিন্তা, জলপাইগুড়িতে তফসিল জনজাতির মধ্যে পার্টির সদস্যসংখ্যা ১৩ শতাংশ কমে যাওয়ার পিছনে কামতাপুরী আন্দোলনের প্রভাবই কারণ কি না। দুই মেদিনীপুরেই আদিবাসীদের মধ্যে দলের প্রভাব কমেছে। মাওবাদীদের কারণে পশ্চিম মেদিনীপুর নিয়ে সিপিএম বিশেষত চিন্তিত।

সমাজে বৈষম্যের জন্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও উদারনীতিকে আংশিক দায়ী করার সঙ্গেই সিপিএম প্রকারান্তরে মেনেছে, বৈষম্য কমানো যেত দারিদ্র্য দূরীকরণের আওতায় বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির কাজ ঠিকমতো হলে। প্রধানমন্ত্রী রোজগার যোজনা, অন্নপূর্ণা অন্ত্যোদয় অন্ন-যোজনা, কাজের বদলে খাদ্য, প্রধানমন্ত্রী গ্রামসড়ক যোজনা, শহর ও গ্রামে গরিবদের জন্য আবাস নির্মাণ কর্মসূচির মতো অনেক প্রকল্পেই টাকা জোগায় কেন্দ্রীয় সরকার, কিন্তু তা রূপায়ণের দায়িত্ব রাজ্যের। সেখানেই গরিব-দরদী সরকারের ব্যর্থতা প্রকট। রাজ্য সম্মেলনের আগে রাজ্য সরকারের কাজের সমীক্ষা করে দল মনে করছে, প্রকৃত গরিবদের কাছে প্রকল্পের সুফল পৌঁছে দিতে পঞ্চায়েত ও পুরসভা ব্যর্থ। অথচ সিপিএম-ই স্বীকার করছে, রাজ্যের '৪৬১২টি গ্রাম সর্বাপেক্ষা পশ্চাদপদ' হিসাবে চিহ্নিত। রাজ্যে মাথাপিছু আয় বাড়লেও শহরাঞ্চলের সঙ্গে গ্রাম ও প্রান্তিক জেলার মানুষের আয়ের বৈষম্য বেড়েছে। রাজ্যে ৪৬ লক্ষ লোক চরম দারিদ্রের মধ্যে আছেন। নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যার উল্লেখ না করেও মেনে নেওয়া হয়েছে, বেকারত্বের সমস্যাটি খুবই ব্যাপক ও ভয়াবহ। অন্য দিকে, যে ভূমিসংস্কার নিয়ে এত বছর বামপন্থীরা গর্ব করেছেন, সেখানেও উল্টো স্রোত, ভূমিহীনের সংখ্যা বাড়ছে।

সারা দেশে মহিলা কর্মীদের কাজে নিযুক্তির যে পরিসংখ্যান নথিভুক্ত রয়েছে, তার নিরিখেও পশ্চিমবঙ্গের স্থান সবার নীচে। আরও একটি তথ্য, তফসিলি জাতি-উপজাতির মানুষের মধ্যেই দারিদ্র সবচেয়ে বেশি। জনজাতিদের গ্রামগুলিই সব থেকে পশ্চাদপদ। অমর্ত্য সেনের প্রতীচী ট্রাস্টের সমীক্ষাতেও ধরা পড়েছিল, তফসিলি জাতি ও আদিবাসী এলাকার স্কুলে বঞ্চনা ও অবহেলার প্রবণতা বেশি।

দারিদ্র দূরীকরণে সরকারের এই ব্যাপক ব্যর্থতা নিয়ে সিপিএমের স্বীকারোক্তির পিছনে উদ্বেগটিও স্পষ্ট। উদ্বেগের কারণ, "আঞ্চলিকতাবাদ, অতি বামপন্থার নামে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের বস্তুগত ভিত্তি সৃষ্টিতে এই বৈষম্য একটি কার্যকরী উপাদান। ...এরা আমাদের রাজ্যের পশ্চাদপদ এলাকাগুলিকে লক্ষ্যবস্তু করার চেষ্টা করছে।" হিংসাত্মক কার্যকলাপের মোকাবিলায় রাজ্য সরকার উত্তরবঙ্গ, পশ্চিমাঞ্চল ও সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ গড়েছে। 'রাষ্ট্রীয় সমবিকাশ যোজনা'য় রাজ্যে আটটি অনুন্নত প্রান্তিক জেলায় কাজ হচ্ছে।

বৈষম্যের জেরেই হিংসাত্মক আন্দোলন মাথা চাড়া দিতে পারে, এই পরোক্ষ স্বীকৃতি থাকলেও অন্ধ্র-মডেলে জঙ্গিদের সঙ্গে আলোচনায় বসার আগ্রহ সিপিএম দেখায়নি। পঞ্চায়েত ও পুরসভায় আধিপত্য সত্ত্বেও কেন ওই সব এলাকায় ঠিকমতো কাজ হয়নি, তার একটা কারণ অবশ্য দল দেখিয়েছে, যা নিয়ে জনতা বহু দিন সরব। সিপিএম স্বীকার করছে, উন্নয়ন প্রকল্প আদায়ে যে যে এলাকায়

চার্চ, ইসকনের কার্যকলাপ নিয়ে সন্দিহান

প্রসূন আচার্য

আনন্দমার্গীরা আগেই সন্দেহের তালিকায় ছিল। এ বার ঢুকল চার্চ। কারণ, সিপিএমের ধারণা, উত্তরবঙ্গের যে সব জায়গায় কামতাপুরী বা দক্ষিণবঙ্গে মাওবাদীরা সক্রিয়, সেখানে রাজনৈতিক কার্যকলাপে চার্চেরও ভূমিকা রয়েছে। যে হেতু সরাসরি কোনও প্রমাণ নেই, তাই আপাতত চার্চের কার্যকলাপের উপরে দলীয় কর্মীদের সতর্ক নজর রাখার নির্দেশ দিল সিপিএম। দলের রাজ্য সম্মেলনের খসড়া রাজনৈতিক রিপোর্টে চার্চ প্রসঙ্গে স্পষ্টই বলা হয়েছে, 'ধর্মীয় কাজ ও সেবামূলক কাজ এক রকম, আর তার নামে প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি ও বিভেদপন্থার বাহন হিসেবে অন্য ধরনের কাজ' সিপিএম মেনে নেবে না। অর্থাৎ, দল মনে করছে, কিছু চার্চের কাজ প্রতিক্রিয়াশীল ও বিভেদপন্থাকেই উৎসাহ দিচ্ছে। কেবল চার্চই নয়, ইসকনের উপরও নজর রাখতে শুরু করেছে সিপিএম। আজ, বুধবার থেকে কামারহাটিতে সিপিএমের ২১তম রাজ্য সম্মেলন শুরু হচ্ছে। সেখানে দলের রাজ্য নেতৃত্ব এই বিষয়ে বিশদ ভাবে বলতে পারেন।

এত দিন চার্চের কাজকর্ম সম্পর্কে নানা প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি। ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড ও গুজরাতে চার্চের কাজ নিয়ে বিজেপি-র অসন্তোষ অনেক দূর গড়িয়েছে। চার্চের রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা নিয়েও বিজেপি-র আপত্তি। তাদের অভিযোগ, চার্চ রাজনৈতিক ভাবে কংগ্রেসকে মদত দিচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে সিপিএমও চার্চের কাজ নিয়ে প্রশ্ন তুলল। দলের রাজ্য সম্মেলনের খসড়া রিপোর্টে বলা হয়েছে, "আনন্দমার্গ, ইসকন, বিভিন্ন চার্চ, কিছু এন জি ও-র রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের দিকে সতর্ক নজর রাখা প্রয়োজন।" সিপিএমের শক্ত ঘাঁটি কেরলে চার্চ সাধারণ ভাবে সিপিএম-বিরোধী ভূমিকা পালন করে। গত বিধানসভা ভোটে চার্চের সমর্থন নিয়েই এ কে অ্যান্টনি কেরলে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন।

এ রাজ্যেও চার্চ সিপিএম-বিরোধী ভূমিকা পালন করছে কিনা তা নিয়েই নেতারা চিন্তিত। এখনই সুনির্দিষ্ট অভিযোগ তুলে দল বিতর্কে জড়াতে চায় না। বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু বলেন, "আমরা এখনই কারও বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কোনও অভিযোগ তুলছি না। তবে কিছু চার্চ ও ইসকনের কার্যকলাপ নিয়ে সাধারণ মানুষ থেকে আরম্ভ করে দলীয় কর্মীদের মনে নানা প্রশ্ন আছে। নানা আপত্তিও আছে। ধর্মীয় কাজ ছাড়াও এরা অন্য কাজে যুক্ত কিনা, তা নিয়েও প্রশ্ন আছে। সে সব দিকেই কর্মীদের সতর্ক নজর রাখতে বলা হয়েছে।"

আজ শুরু রাজ্য সম্মেলন

বিভিন্ন চার্চ সরাসরি বিদেশি টাকা পায়। আবার সমাজসেবার পাশাপাশি শিক্ষা বিস্তারেও তাদের ভূমিকা আছে। বিমানবাবু বলেন, "ওরা অনেকেই বিদেশি অর্থ সাহায্য পায়। তা দিয়ে আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ভূমিকা আমরা অস্বীকার করছি না। কিন্তু অন্য অনেক কাজও করে। সামগ্রিক কাজ নিয়েই আমরা দলীয় কর্মীদের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে বলেছি।" বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরেই বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে চার্চের কাজ নিয়ে প্রশ্ন তোলে। সিপিএমের আপত্তিতেই পুরুলিয়া জেলার আদিবাসী এলাকা থেকে একটি আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে পাততাড়ি গোটাতে হয়। পরে অবশ্য এই বিষয়ে সিপিএমের মনোভাব কিছুটা নরম হয়। বহু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাই বিদেশি আর্থিক সাহায্যের মাধ্যমে কাজ শুরু করে। যাতে চার্চেরও বড় ভূমিকা রয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স এলাকাতেই এই ধরনের কাজ বেশি।

যে সব এলাকায় চার্চের প্রভাব বেশি, সেই এলাকাগুলিতে আবার আদিবাসী বা তফসিলি জাতিরও বাস বেশি। এই এলাকাগুলিতে দারিদ্রও বেশি। এ সব এলাকায় বামেদের একাংশ কামতাপুরী ও মাওবাদীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে বলে দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ উঠছে। সিপিএমের রাজ্য নেতৃত্ব একই সঙ্গে চার্চের কার্যকলাপ সম্পর্কেও অনুসন্ধান করতে চায়।

অন্য দিকে, মায়াপুরে চাষিদের কাছ থেকে ইসকনের জমি নেওয়ার অভিযোগ নিয়ে সিপিএমের মধ্যে দীর্ঘ অসন্তোষ রয়েছে। সেই সঙ্গে স্থানীয় কিছু ব্যবসায়ীও ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে বলে সিপিএম মনে করে। এখনই 'যুদ্ধ ঘোষণা' না করলেও কয়েক বছর ধরে সিপিএম যেমন ইসকন-বিরোধী ভূমিকা পালন করছে, তেমনি ইসকনও সিপিএমের বিরুদ্ধে। তাই তাদের কাজ নিয়েও সিপিএমের এই নজরদারি।

ANANDABAZAR PATRIKA 09 FEB 2005 P.T.O

বৈষম্য বাড়ছে

প্রথম পাতার পর

রাজনৈতিক দল ও এলাকার মানুষ বেশি করে সরব, তারাই তার সুফল ভোগ করে থাকে। এ নিয়ে সি পি এম যে গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক দলবাজি করে, তা পরোক্ষে মেনে দলীয় রিপোর্টে মন্তব্য, "আমাদের পার্টিও.....দলীয় আনুগত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ.." করে থাকে। সেটা প্রকল্প তৈরি ও রূপায়ণের প্রশ্নে অগ্রাধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রেও ঘটে। ফলে, গ্রামে মানুষ দূরে সরে যাচ্ছে। এই অবস্থায় সি পি এম চায়, বুদ্ধদেববাবুর সরকার অবিলম্বে আর্থিক, আঞ্চলিক ও লিঙ্গ বৈষম্যের ভিত্তিতে চিহ্নিত সবচেয়ে অনুন্নত ও গরিব এলাকাগুলিতে জরুরি ভিত্তিতে কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতে হস্তক্ষেপ করুক।

কিন্তু এত কথা বললেও এ ব্যাপারে সি পি এম কতটা আন্তরিক, তা নিয়ে খটকার উৎসও রিপোর্টেই রয়েছে। দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারদের চিহ্নিত করে কার্ড দেওয়ার কাজটি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও রাজ্যে ঠিকমতো হল না। সে ব্যাপারে কোনও অনুশোচনা নেই, বরং রাজ্য নেতৃত্ব মনে করছেন, বি পি এল পরিবারকে কার্ড দেওয়ার সিদ্ধান্ত জটিলতা বাড়াতে সাহায্য করছে। বিষয়টি '...সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধীন হয়ে পড়ায় সমস্যা দেখা দিয়েছে। জনমনে এ কারণে ক্ষোভও রয়েছে।' এই ক্ষোভের কারণ স্পষ্ট নয়। প্রকৃত বি পি এল পরিবারকে চিহ্নিত না করলে তাদের জন্য দেওয়া প্রকল্পের টাকা যে হাত ঘুরে যায়, তা সি পি এমের রিপোর্টেই বলা আছে। তার পরেও তাঁদের হাতে কার্ড দিয়ে এক ধাপ এগিয়ে দিতে গরিবের পার্টি সি পি এমের দ্বিধা কেন?

ANADABAZAR PATRIKA 09 FEB 2005

THE HINDU
07 FEB 2005

Draft CPI(M) resolution on third alternative

By Marcus Dam

KOLKATA, FEB. 6. The need to consolidate the secular and democratic forces through a sustained campaign across the country with an eye on forging a third alternative is one of the cornerstones of the draft political and organisational resolution to be endorsed at the three-day 21st State conference of the West Bengal Communist Party of India (Marxist) at Kamarhati in North 24 Parganas on February 9.

The Left Front experience in the State could serve as an apposite guideline to establishing such an alternative, senior CPI (M) leaders have said.

The draft resolution was given shape at a recent two-day meeting of the CPI (M) State Committee.

Warning to Centre

It warns that if the United Progressive Alliance Government persisted with its "anti-people" economic policies the communal forces that had been thrown out of power in the last Lok Sabha elections would try to exploit the resulting disenchantment among the common people to further their own interests.

NEWS ANALYSIS

The CPI (M) leadership will continue to resist such "anti-people policies" of the UPA Government by closing ranks with other democratic and secular forces.

But its role is not merely confined to staging demonstrations and launching movements on issues for which the Centre is responsible.

A third front will have to emerge on the basis of certain specific political programmes to be shared by its constituents.

The CPI (M) minced no words in criticising certain policies of the Centre, the latest being the raising of the foreign direct investment (FDI) cap in the telecom sector.

But the party's agenda extends to beyond being a mere critique of "anti-people" economic policies of the Manmohan Singh Government. Emphasis, it is suggested, will continue to be on the need to protect the interests of the working class and the common man in the wider public domain as well as opposing communal forces.

Though the CPI (M) is committed to providing conditional outside support to the UPA Government on the basis of the Common Minimum Programme, the resolution states that it is imperative to continue with the party's movement against the "opportunistic policies of the Congress in West Bengal."

The Congress, it says, has contributed to attempts at jeopardising efforts of the Left Front to implement its policies in the State just the way the Trinamool Congress and the Bharatiya Janata Party have.

Events over the past three years provide ample evidence of this, according to the CPI (M) State secretary, Anil Biswas.

Any suggestion of a divergence in views within the party leadership on the functioning of the Left Front Government has been demolished in another draft resolution that spells out relations between the government and the party.

There is mention of the existing parity within the two which can only be strengthened further.

What is also required is bringing the government even more closer to the people.

সুর নরম করল ফরওয়ার্ড ব্লক

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি: দুই কমিউনিস্ট পার্টিকে স্বস্তিতে রাখল ফরওয়ার্ড ব্লক। আর এস পি যে ভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহারের হুমকি দিয়েছে, ফরওয়ার্ড ব্লক মোটেই সে রাস্তায় হাঁটল না। নিজেদের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকের পরে দুই কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সুর মিলিয়েই আজ দলের সাধারণ সম্পাদক দেবব্রত বিশ্বাস বলেন, "কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারকে বুঝতে হবে যে এটা তাঁদের একার সরকার নয়।"

সমর্থন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত কোনও দিন নিতে হলে সেটা চার বাম দলের একত্রে নেওয়া উচিত বলেও তিনি জানিয়ে দেন। তবে বিহারে যে ভাবে দুই কমিউনিস্ট পার্টি লালুপ্রসাদের 'জাতবাদী' দলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভোটে লড়ছে, তার সমালোচনা করে দেবব্রতবাবু বলেন, "বাম শক্তিকে জোরদার করতে হলে বামপন্থীদের আলাদা লড়তে হবে। তা না হলে সাধারণ মানুষ কি করে বুঝবেন কেন আমরা আসানসোলে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়ছি, আর তিরিশ কিমি দূরে ধানবাদে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছি?"

ANADABAZAR PATRIKA 07 FEB 2005

Left opposes banking reforms

Our Political Bureau
NEW DELHI 4 FEBRUARY

THE Left, which is gearing up for yet another intervention in the policy calculus of the UPA government, has protested against changes in the banking sector, particularly the proposal to hike the FDI component and voting rights cap in foreign banks. In a critique on the government's proposal to enhance FDI cap in banking, the Left parties said it is completely against any amendment in the Banking Regulation Act.

"The UPA should not make any effort to bypass Parliament by adopting the notification route. Notifying the dilution of the Banking Regulation Act, allowing acquisition of shares above the existing RBI guidelines by foreign investors and subsequently presenting the amendment in Parliament as a fait accompli would not be acceptable," the note said.

RED BLOCK

The Left also threatened to take on the government in Parliament when it brings the amendment for removing the cap on voting rights. "This would require an amendment of Section 12(2) of the Banking Regulation Act. The Left parties stand completely opposed to this proposed amendment."

The Left, in its note, has put forward the familiar reservations against bank de-regulation. It said deregulation will "enhance the scope of speculative activities and expose the financial system to the risks associated with volatile capital flows". To ram in this point further, the note has also quoted the views of their favourite former World Bank chief Joseph Stiglitz.

The Left charged the government with pressuring the RBI to change its views on de-regulation. "The government is forcing RBI to change its guidelines.

This will weaken the regulatory framework," the note pointed out. The Left note said needs of rural India were not considered while planning changes in banking sector.

TENDERS & CONTRACTS

The Economic Times 05 FEB 2005

'CPM protest over FDI a hypocrisy'

Statesman News Service

KOLKATA, Feb. 3. — Trinamul chief Miss Mamata Banerjee today accused the CPI-M and its other Left allies of staging a "mock protest" against the Centre's decision to hike the FDI cap in the telecom sector.

"Look at the hypocrisy of the Marxists. Had the increase been effected by the Vajpayee government, they would have by this time raised a storm. But now they are trying to fool the people with a false protest while the hike was done in consultation with the Left, a fact even Congress has already conceded," Miss Banerjee said.

The Trinamul Congress chief was addressing party activists at a law violation programme at Alipore. She said her party is opposed to the increase especially because it has serious doubts about whether the security question was adequately addressed to.

Miss Banerjee also questioned the timing of the announcement of the increase in provident fund interest rate by one per cent made "not even 24 hours before three states were to go to the polls". She wondered whether the announcement violated the model code of electoral conduct.

There was some drama when Miss Banerjee shouted from the dais that CPI-M activists had infiltrated into Trinamul supporters who assembled for the law violation. She asked her party men not to be provoked. The meet passed off without incident.

THE STATESMAN 04 FEB 2005

Once foe, now friend, Congress keeps Left busy

Anil talks of third front & 'anti-people' Centre

A STAFF REPORTER

Calcutta, Feb. 1: The CPM today revived the call for a "third front of secular democratic parties" minus the Congress, its ally at the Centre.

"We want the third front to grow and survive on the basis of some specific political programmes and common understanding among its constituents," state CPM secretary Anil Biswas said today.

He elaborated on how he expected the front to work. "Take the case of the Left Front in our state. It was not formed just to contest elections but to implement some common political programmes. We want the third front at the Centre to grow in line with the ruling coalition in Bengal."

Biswas said grievances against the Congress-led coalition in Delhi are on the rise because of its "anti-people" policies.

Though the Left parties have reaffirmed their support to the Manmohan Singh government time and again, they have also raised objections to many of the Centre's policies — the latest being the decision to allow non-government provident and pension funds to invest in stocks.

"Communal forces like the BJP will work hard to exploit the situation and we don't think that the Congress-led government will take any firm stand against such religious fundamentalists. Naturally, the Leftists would have to fight communalism and fundamentalism... So, we have to organise all secular forces under one umbrella," Biswas said.

The CPM in Bengal, he added, will have to play a lead role in reorganising the third front at the national level as the party has the experience of running a coalition of like-minded parties for the past 27 years.

However, he also added that the revival of the third front could take some time.

The party's 21st state conference, beginning February 9 at Kamarhati — on the northern fringes of the city — will approve of the CPM state committee's resolution to carry on the fight against the Congress in Bengal.

The political and organisational reports finalised by the committee during its recent two-day meeting would also be given the nod.

The CPM has been striving to make its relations with the Congress clear to its cadre. The Opposition party in the state is a partner in Delhi.

Biswas said: "Our support to the Congress in Delhi was not unconditional. We extended support to them on the basis of a minimum programme. In Bengal, we are very opposed to the Congress."

In an apparent bid to leave no ambiguity regarding the CPM's opposition to the Congress, Biswas also said: "We studied the role played by the Congress in Bengal over the past three years and concluded that the party is a partner of the Trinamul Congress-BJP combine..."

Pull out, Mamata tells CPM

Calcutta, Feb. 1: Mamata Banerjee today blamed the CPM for the Centre's decision to allow provident and pension funds to invest a fraction of their money in shares.

"I feel the CPM, which is backing the Congress government at the Centre, is equally responsible for the dangerous decision. The earlier NDA government had never thought of such an anti-people measure," Mamata told reporters at her south Calcutta home.

Asked about the CPM's criticism of the decision, the Trinamul Congress chief reacted angrily. "If they are serious about the social security of workers, they should withdraw support. Otherwise, the protest is just an eyewash," she said. Her supporters, Mamata warned, would take to the streets to pressure the Centre.

She also slammed the state's liquor policy. "The CPM has failed to provide jobs, but is indiscriminately issuing liquor licences. This is a heinous attempt to cripple our youths and schoolchildren."

THE TELEGRAPH 02 FEB 2005

Withdraw tax exemptions for corporate sector to mobilise resources: Left

By Our Special Correspondent

Left party leaders, D. Raja, A. B. Bardhan, Devarajan, Prakash Karat and Debabrata Biswas addressing the media after calling on the Finance Minister, P. Chidambaram, on a pre-budget meeting at North Block in New Delhi on Tuesday. — Photo: Shanker Chakravarty

NEW DELHI, FEB.1. The Left parties today asked the Union Government to withdraw the tax exemptions for the corporate sector as a measure to mobilise resources and suggested a hike of Rs. 50,000 crores in the budget so that commitments made in the Common Minimum Programme (CMP) could be implemented.

In a pre-budget meeting with the Union Finance Minister, P. Chidambaram here, leaders of the Left parties said the hike was necessary as the allocation of Rs. 10,000 crores for employment generation, agriculture, education and health in last year's interim budget was "inadequate."

The parties suggested stepping up of public investment in agriculture for rural infrastructure and irrigation, phased increase in public spending on education and health in order to meet the targeted 6 per cent and 2 to 3 per cent of the Gross Domestic Product respectively in the next five years.

Of the increased allocation, Rs. 20,000 crores was to support the National Rural Employment Guarantee Programme, and an additional allocation of Rs. 8000 crores each for education and health.

They also suggested that the Defence outlay, which saw a hike of Rs. 12,000 crores last year, be brought down and disagreed with the move to set up a fund from disinvestment proceeds to make investments in the social sector.

As a measure to augment resources, the parties said increased expenditure could be mobilised through deficit financing since there was "significant unutilised capacity" existent in various sectors of economy.

The Government had "tied its hands" in running a budget-deficit economy by sticking to the Fiscal Responsibility and Budget Management Act "which has institutionalised conservatism in fiscal policy making in the country by imposing unwarranted constraints on the capacity of the Central Government to run a budget deficit even when idle resources exist in the economy," the Left parties said in a 12-point note submitted to the Government.

They pointed out that gross tax revenue of 9.21 per cent of the GDP in 2003-04, was low and suggested an increase of tax-GDP ratio by around 1.5 per cent which would be sufficient to meet the additional development expenditure.

Further on tax, they said besides doing away with corporate tax exemptions, a specific target should be fixed for realisation of tax arrears and recovery of non-performing assets of banks, review the whole gamut of export incentives/duty drawback in view of the comfortable foreign exchange position and introduce *ad valorem* tax on all foreign exchange outflows which would not only generate revenue but also help stabilise 'hot' money flows in to the country's economy.

Other suggestions included introducing a system of variable tariffs to protect crops such as cotton, soya, sugarcane and groundnuts that experience wide fluctuation, revising custom and excise duties whereever imbalances exist and put domestic manufacturers in a disadvantageous position, restructuring custom and excise duties of petroleum products and bringing down the eligibility limit for mega power projects to 250 megawatts.

The parties reiterated that profit-making public sector undertakings must not be privatised as per the CMP commitment.

The meeting was attended by the Communist Party of India (Marxist) Polit Bureau member, Prakash Karat, its Rajya Sabha MP, Dipankar Mukherjee, CPI general secretary, A.B. Bardhan and the party's secretary D. Raja, All India Forward Bloc general secretary, Debabrata Biswas and its secretary G. Devarajan and Revolutionary Socialist Party Central Committee member, Abani Roy.

THE HINDU 02 FEB 2005

Left ups ante against UPA govt over PSU divestment

Our Political Bureau
NEW DELHI 27 JANUARY

EMBOLDENED by the Prime Minister's announcement to defer a decision on divestment in Bhel and Maruti, the Left on Thursday upped the ante against the finance minister's attempt to get the nod for the disinvestment of profit-making PSUs.

CPI general secretary A.B. Bardhan, who reiterated the Left's opposition to the government divesting its equity in Maruti and Bhel, made it clear that setting up of the national disinvestment fund will not change the Left's reflexes on it.

"Let it be very clear that the issue of the fund and disinvestment of PSUs are not linked. A national fund is good since it marks a departure from the course of the earlier NDA regime, where funds from the disinvestment were used directly for meeting expenditure.

But that does not mean that profit-making PSUs can be disinvested. Who has given the go-ahead for disinvesting the PSUs? None. None from the Left," Mr Bardhan said.

Reacting to the finance minister's assertion at a post-Cabinet briefing that there was an agreement (with the Left) on setting up the fund and that he had discussed with the Left the "possible candidates (PSUs) for disinvestment, and that Bhel is one of those possible candidates", Mr Bardhan quipped: "Yes, we did discuss about the fund, but he did not discuss the case of the Bhel. But most certainly, I don't remember the FM discussing Bhel in that meeting."

He also warned the finance minister against setting a trend of disinvesting profit-making PSUs. "I can sense what could be the next line of argument — that there is nothing wrong in divesting government equity so far as state control is retained. That will not do. When these PSUs earn government huge profit, why should we divest government equity and thus give up the dividend?" Mr Bardhan said.

28 JAN 2005 The Economic Times

প্রোমোটারি চলবে না দলীয় কর্মীদের, জানালেন অনিল

স্টাফ রিপোর্টার: বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাজ্য সরকার যতই যৌথ আবাসনের পরিকল্পনা করুক, পার্টিকর্মীরা প্রোমোটারি করতে পারবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস।

নিয়ম মেনে প্রোমোটারি করলে তা অচ্ছুত হবে কেন, তা নিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সম্মেলনে প্রশ্ন উঠেছিল। এই ব্যাপারে দলের অবস্থান বদলের দাবিও ওঠে। কারণ, জেলায় কাজের বিশেষ সুযোগ না-থাকায় দক্ষিণ শহরতলির বহু পার্টিকর্মীই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে প্রোমোটারি করেন। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে দলের কথা ভেবেই সি পি এম নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এই ব্যাপারে দলীয় অনুশাসন শিথিল করা হবে না। দলের একাংশের ব্যাখ্যা, প্রোমোটারিকে 'বৈধতা' দিলে দলের ভাবমূর্তিও ক্ষুণ্ণ হত।

অনিলবাবু বলেন, "পার্টি-সদস্যেরা প্রোমোটারি করতে পারবেন না। বেকার যুবকেরা সমিতি গড়ে ইট, চুন, বালি, সিমেন্ট সরবরাহের ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করতেই পারেন। কিন্তু দলীয় সদস্যেরা ফ্ল্যাট তৈরি করে বিক্রির ব্যবসা করতে পারবেন না।"

প্রোমোটারি নিয়ে সি পি এমের রাজ্য নেতৃত্ব সব চেয়ে বেশি বিব্রত কলকাতা ও দুই ২৪ পরগনা জেলায়। আগে দলের তরফে বলা হয়েছিল, প্রোমোটারিতে যুক্ত থাকলে লোকাল কমিটির সদস্য হওয়া যাবে না।

পরে দেখা যায়, উত্তর ২৪ পরগনা ও কলকাতায় এমন লোকেরা শাখা সম্পাদক হয়েছেন, যাঁরা প্রোমোটারিতে যুক্ত। অনিলবাবুর সঙ্গে আলোচনার পরে কলকাতা জেলা নেতৃত্ব নির্দেশ দেন, প্রোমোটারির সঙ্গে যুক্ত কেউ শাখা সম্পাদকও হতে পারবেন না। অন্য জেলাতেও সেই নির্দেশ কার্যকর হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার তিন জন নেতা পার্টির সদস্যপদ ছেড়ে দেন।

প্রোমোটারি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে উত্তর ২৪ পরগনাতেও। জেলা নেতৃত্ব প্রোমোটারির সঙ্গে যুক্ত থাকাকে অবক্ষয় হিসাবে চিহ্নিত করেন। বলা হয়, জমি জবরদখল, দালালির মতো প্রোমোটারদের সঙ্গে অবৈধ ভাবে যুক্ত থাকার বিষয়টিও শাস্তিযোগ্য। অর্থাৎ দলে যে-শুদ্ধকরণ অভিযান চলছে, প্রোমোটারির সঙ্গে যুক্ত না-হওয়া তারই অঙ্গ। কলকাতা জেলাও বিষয়টি রাজ্য নেতৃত্বের উপরেই ছেড়ে দেয়। তাই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার তরুণ প্রতিনিধিরা যখন প্রোমোটারিকে বৈধতা দেওয়ার দাবি তোলেন, অনিলবাবু তা নস্যাৎ করে দেন।

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় অবশ্য 'আপাত ঐক্য'-এর মধ্যেও অনৈক্য স্পষ্ট। গোষ্ঠী-বিরোধ নিয়ে সরব প্রতিনিধিরা কিছু ঘটনার উল্লেখ করেন গোসাবা, বাসন্তী ও ক্যানিংয়ের কয়েক জন। গোসাবার বহিষ্কৃত এক নেতার পিছনে দলের একাংশের মদতের অভিযোগ ওঠে। বলা হয়, তাঁর অনুগামীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। পরে উপদলীয় দ্বন্দ্বের কথা অনিলবাবুও স্বীকার করেন।

শিক্ষার সমালোচনার সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা, সাক্ষরতা অভিযানের সাফল্যের দাবিকেও কটাক্ষ করেছেন কেউ কেউ। জেলার পার্টিসভ্যদের মধ্যে ৪৬ জন যে নিরক্ষর, তারও উল্লেখ করা হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২৭ বছরের বাম শাসনে আজও সব শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশের সুযোগ পায়নি।

বাঁকুড়া-পুরুলিয়ায় উন্নয়ন বেহাল

স্টাফ রিপোর্টার, বাঁকুড়া ও নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া: পুরুলিয়া-বাঁকুড়া দুই জেলাতেই উন্নয়নের হাল করুণ। জেলা সম্মেলনে সি পি এম বলছে, পঞ্চায়েতের হাতে অঢেল অর্থ পড়ে থাকা সত্ত্বেও পুরুলিয়ায় এক হাজারের বেশি গ্রামের চেহারা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। অন্য দিকে, জেলাশাসককে লেখা বাঁকুড়ার পুলিশ সুপারের একটি চিঠি স্পষ্ট করে দিয়েছে, রানিবাঁধ অঞ্চলে জঙ্গি তৎপরতার মূলে আছে ওই এলাকার অনুন্নয়ন।

বাঁকুড়ার এস পি অনিল কুমার ডিসেম্বরে একটি চিঠিতে জেলাশাসক প্রভাতকুমার মিশ্রকে জানিয়েছেন, দক্ষিণ বাঁকুড়ার শতাধিক মৌজায় উন্নয়নের কাজ দ্রুত হওয়া আবশ্যক। মৌজাগুলিকে 'নকশাল-অধ্যুষিত' বলে উল্লেখ করে 'অগ্রাধিকার'-এর ভিত্তিতে উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে। এস পি বলেন, "ওই এলাকার গ্রামগুলিতে আশু উন্নয়ন প্রয়োজন। রাস্তাঘাটের অভাবে ওখানে পুলিশি নজরদারি সম্ভব হচ্ছে না। অনুন্নয়নের সুযোগ নিতে পারে মাওবাদীরা।" পুরুলিয়ায় পঞ্চায়েতে বিপুল অর্থ অব্যবহৃত কেন? এই ব্যর্থতা কাটানোর উপায় কী? সি পি এমের মতে, "এই বিষয়ে আত্মসমালোচনা দরকার।" বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু বলেন, "পঞ্চায়েতের কর্মাধ্যক্ষদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এ ব্যাপারে জেলায় বসে পরিকল্পনা করে তা কার্যকর করা হবে।"

ANADABAZAR PATRIKA 24 JAN 2005

Congress yet to learn coalition politics, says CPI

By Our Special Correspondent

NEW DELHI, JAN. 23. The Communist Party of India today accused the Congress Ministers and leaders in the United Progressive Alliance Government of not learning the coalition "dharma" of consulting allies and supporting parties on various issues.

"As the leader of the coalition, the Congress today feels that it is on an upcoming trail. It has come to think that it can dictate terms to other parties. This is giving rise to unwarranted tension among secular forces and parties," the party said in its draft political resolution ahead of the 19th party congress to be held in Chandigarh between March 29 and April 3. The State party units would discuss the draft resolution and it would be fine-tuned and presented to the party congress for further discussion and adoption.

Releasing the document here, the CPI general secretary, A.B. Bardhan, said that supporting the UPA Government based on the Common Minimum Programme was a "political necessity." The party secretaries, Shameem Faizee and D. Raja, were also present on the occasion.

On the present political situation, the document states that after touching the lowest depth in terms of the number of seats in Parliament in three elections, the Congress had accepted the inevitability of both pre-poll and post-poll coalitions with other secular forces. "Its attitude towards the two Communist parties, however, remains one of trying to marginalise them as much as possible."

Dubbing the Manmohan Singh-led Government as a "bourgeois" one, the party said that even now it was pursuing neo-liberal policies aimed at creating a free market and unrestricted capitalist economy. If the Government was somewhat restrained, it was due to the opposition from the Left, popular resistance and the resounding defeat of the Bharatiya Janata Party led-National Democratic Alliance regime, which pursued these policies. "This has made the Congress a bit wary and cautious and to speak about reforms with a human face."

Mr. Bardhan said the CPI felt that the economy would not improve unless the purchasing power went up in rural India. This should be accompanied by land and agrarian reforms and a comprehensive health and education programme. The document speaks of an alternative path of self-reliant and sustainable development and points out that though the CMP had some of these provisions, more was required.

Communist unity

The document says that Communist unity is essential for a consolidated and unified Left. The role-played by the CPI and the CPI (M) in defeating the communal forces in the general elections and in evolving the CMP has generated new enthusiasm among the supporters of the Communist movement. "There is an earnest desire among them for reunification of the Communist movement on a principled basis."

The question of Communist unity could not be ignored for long, says the document and cites the recent merger of extreme Left parties into the CPI (Maoist). "The correct understanding of the ideology of Marxist-Leninism and its application in the concrete situation of the country has acquired added importance." However, Mr. Bardhan made it clear that there was nothing new in this appeal. "One is not pleading with the other but thinks it more as a political necessity so that the Left can meet future challenges." He said that while there was no threat to the UPA Government, "it is not a long-term arrangement" and the Left has to play not just a significant but a more decisive role in the future.

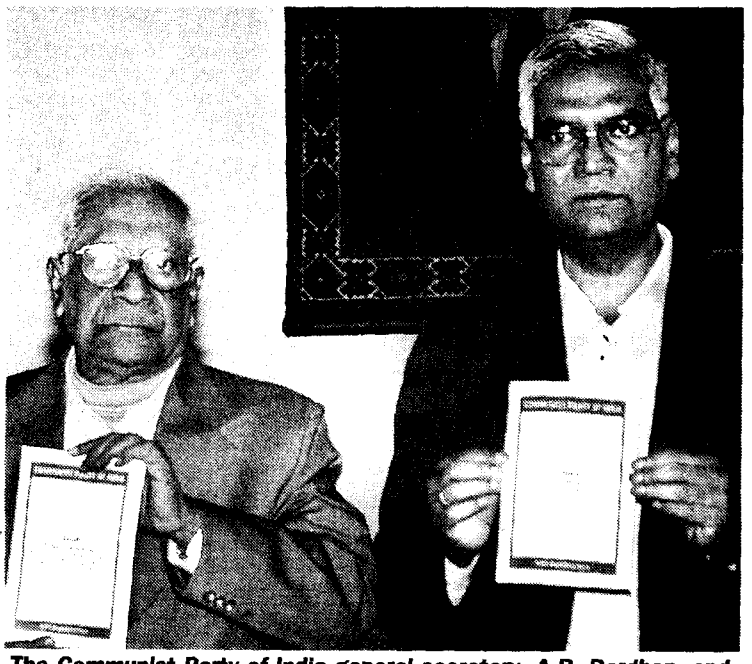

The Communist Party of India general secretary, A.B. Bardhan, and the secretary, D. Raja, releasing the draft political resolution ahead of the party's 19th congress, in New Delhi on Sunday.
— Photo: Anu Pushkarna

THE HINDU

বিদেশি বিনিয়োগে চিনা মডেল অনুসরণ চাইছেন অনিলরাও

স্টাফ রিপোর্টার: প্রায় চার দশক আগে দেশের মানুষকে শোষণ থেকে মুক্ত করতে নকশালরা ডাক দিয়েছিল চিনের পথ অনুসরণ করতে। বলেছিল, চিনের চেয়ারম্যান, আমাদের চেয়ারম্যান। তখন সি পি এম মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল। এ বার সি পি এম নেতারা ডাক দিচ্ছেন চিনের পথ অনুসরণ করতে। বলছেন, বেকারদের কাজ জোটাতে, শিল্পে গতি আনতে চিনের পথই ধরতে হবে পশ্চিমবঙ্গে। সত্তর দশকে চিন নকশালদের শিখিয়েছিল, বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস। সেই 'বিপ্লবী' চিন্তা থেকে অনেক দূর সরে এসে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করে চিন এখন বিশ্বের অন্যতম প্রধান আর্থিক শক্তি। চিনের শেখানো রাস্তায় 'ক্ষমতার উৎস' হিসাবে সি পি এম পশ্চিমবঙ্গে বিদেশি বিনিয়োগ আরও বেশি করে চায়। শনিবার যাদবপুর স্টেডিয়ামে সি পি এমের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সম্মেলনে রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস আলোচনার সূচনায় যে বক্তৃতা দেন, তাতে তিনিও বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে চিনের মডেল অনুসরণের কথা বলেছেন জ্যোতি বসু ও মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সামনেই।

দু-দিন আগেই কলকাতা জেলার সম্মেলনে বুদ্ধবাবু জানান, তিনি বিদেশি বিনিয়োগ চান। কমিউনিস্টদের ছুতমার্গ উড়িয়ে দিয়ে বুদ্ধবাবু উদাহরণ টানেন কমিউনিস্ট শাসিত দুই দেশ ভিয়েতনাম ও চিনের। তিনি বলেন, "ভিয়েতনামে তো সবচেয়ে বেশি বিদেশি বিনিয়োগ। বিদেশি পুঁজির দাপট আপনাকে টলিয়ে দিচ্ছে কিনা সেটাই বড় কথা।" দল ও সরকারের দুই প্রধান একই সুরে কথা বলায় স্পষ্ট, টেলিকম, বিমানবন্দর, ব্যাঙ্ক বা বিমার মতো কিছু ক্ষেত্রে আপত্তি থাকলেও বিদেশি বিনিয়োগের প্রশ্নে চিনের পথই সি পি এমের পথ।

সি পি এমে অবশ্য এখনও বিদেশি বিনিয়োগ নিয়ে সংশয় রয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সম্পাদকীয় প্রতিবেদনেও তা স্পষ্ট। কর্মসংস্থানের স্বার্থে সাবেক শিল্পায়নের প্রসারকেও জরুরি বলার পাশাপাশি বলা হয়েছে, "বৈদেশিক পুঁজি ও প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে চাই সতর্কতা।" প্রতিনিধিদের আলোচনাতেও বিদেশি বিনিয়োগের প্রসঙ্গ আসবে বলে দলীয় সূত্রে খবর।

দলীয় কর্মীদের সংশয় দূর করে 'বিকল্প পথ' বাতলাতেই অনিলবাবু টেনে আনেন চিনের প্রসঙ্গ। তিনি বলেন, এই বিশ্বায়নে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে। কিন্তু বিশ্বায়নের বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে টিকে থাকার জন্য বিদেশি বিনিয়োগের প্রশ্নে চিন কী করছে তা দেখতে হবে। অনিলবাবুর কথায়, নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত চিন বিদেশি বিনিয়োগে অনুমোদন দিচ্ছে। যাতে দেশীয় শিল্প ধ্বংস না হয়ে যায়, সেই সুরক্ষা দিতেই চিন এ কাজ করছে। এর ফলে শিল্প হবে, কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে আবার দেশজ শিল্পও বাঁচবে। অনিলবাবুর মতে, বিশ্বায়নের বিরোধিতা করার পাশপাশিই বিশ্বায়নের কারণেই বিদেশি বিনিয়োগের যে সম্ভাবনা রয়েছে তা গ্রহণ করতে হবে। রাজ্য সরকার সে পথেই চলছে।

ANANDABAZAR PATRIKA

23 JAN 2005

সি পি এমের খসড়া প্রতিবেদনে তৃতীয় ফ্রন্ট নেহাতই কথার কথা

দীপ্তেন্দ্র রায়চৌধুরী ● নয়াদিল্লি

২২ জানুয়ারি: সিপিএমের আসন্ন পার্টি কংগ্রেসের খসড়া ঠিকমতো পড়ে থাকলে বহু রাত নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারবেন কংগ্রেস নেতারা।

সিপিএম যে তৃতীয় ফ্রন্টের কথা বলবে সেটা নতুন কিছু নয়। জন্মের পর থেকেই দলের মধ্যে তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা ছিল এবং ইতিমধ্যে গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে। '৭৭, '৮৯ এবং '৯৬-৯৮, তিন দশকে তিন বার তৃতীয় ফ্রন্ট নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল দেখেছে তারা। তার পর গত বছর ভোটের পরে কংগ্রেসকে সমর্থন করতে বাধ্যও হয়েছেন। ফলে তাদের তৃতীয় ফ্রন্টের ধারণাটাই আমূল পাল্টে গিয়েছে। সিপিএম এখন আর শুধু বিজেপি-বিরোধী ও কংগ্রেস-বিরোধী দলগুলিকে একত্র করে তৃতীয় ফ্রন্ট গড়ার ঝুঁকি নিতে রাজি নয়।

দলের পলিটব্যুরোর এক প্রবীণ সদস্যের কথায়, "আর্থিক নীতির প্রশ্নে বিজেপির সঙ্গে কংগ্রেসের যে কোনও ফারাক নেই, এটা আমরা জানি। কিন্তু যে প্রশ্নটা এখন সামনে উঠে এসেছে তা হল, আমরা কি কতগুলো কংগ্রেস-বিরোধী দলকে পেলেই তাদের সঙ্গে মিলে তৃতীয় ফ্রন্ট করে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নেমে পড়ব?" দলীয় সূত্রের বক্তব্য, উত্তরপ্রদেশে (যেখানে বিজেপি ও কংগ্রেস উভয়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ঝান্ডা উড়িয়ে রেখেছেন সমাজবাদী মুখ্যমন্ত্রী মুলায়ম সিংহ যাদব) দলের সম্মেলনে গিয়ে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে এসেছেন ভাবী সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাট। তিনি বলেছেন, 'আদর্শগত প্রশ্নে' ঐক্য না-হলে 'তৃতীয় ফ্রন্ট গড়ার কোনও অর্থ হয় না'।

ঠিক এই মনোভাবেরই প্রতিফলন ঘটিয়ে পার্টি কংগ্রেসের খসড়া রাজনৈতিক প্রস্তাবে তৃতীয় ফ্রন্টের প্রয়োজনের কথা বলার পাশাপাশি স্পষ্ট করেই জানানো হয়েছে, "এখন যে সব দল কংগ্রেস বা বিজেপির সঙ্গে আছে তাদের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটলে তবেই তৃতীয় ফ্রন্ট বাস্তবায়িত হবে। অর্থনৈতিক নীতির ক্ষেত্রে, বেশির ভাগ আঞ্চলিক দলই উদারীকরণ-বেসরকারিকরণ নীতি অনুসরণ করে। এই দলগুলির দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন না-ঘটলে বিকল্প রাজনৈতিক জোট গড়ার গিকে এগোনো সম্ভব হবে না (খসড়া দলিলের ২.১০০ অনুচ্ছেদ)।"

কী করে এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটতে পারে? তার উত্তরে বলা হয়েছে, বিরাট আন্দোলন গড়ে তুলতে পারলে এবং শ্রমজীবী মানুষের প্রতিনিধি বাম-গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারলে তবেই অন্য দলগুলির উপর চাপ বাড়বে। সে ক্ষেত্রে ওই দলগুলির সমর্থকেরা অনুপ্রাণিত হবেন এবং সেই চাপেই দলগুলির মনোভাব বদলাবে। অর্থাৎ, জোট বাঁধার বদলে সিপিএম যে আপাতত বিজেপি ও কংগ্রেস বাদে অন্য দলগুলির মনোভাব বদলানোটাকেই অগ্রাধিকার দেবে, তাতে সংশয় নেই।

আর সেই কারণেই নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন কংগ্রেস নেতারা। কারণ অন্য দলগুলির মনোভাব খুব দ্রুত বদলে যাবে, এমন সম্ভাবনা নেই। আর সে জন্যই তৃতীয় ফ্রন্ট গড়ার উল্লেখ থাকলেও সি পি এমের দলিল বুঝিয়ে দিচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে দল নিজের তথা সম্মিলিত বামেদের শক্তিবৃদ্ধিকেই অনেক বেশি গুরুত্ব দিতে চায়। আর যেটা চায় না, তা হল কংগ্রেসের মতো একই অর্থনৈতিক নীতির অনুসারী (যেমন মুলায়ম সিংহ বা দেবগৌড়ার দল) দলগুলিকে একত্র করে কংগ্রেসকে চ্যালেঞ্জ জানাতে।

নীতির কী ধরনের পরিবর্তন তাঁরা চান, তার একটা আন্দাজ পাওয়া যেতে পারে বাম-গণতান্ত্রিক জোটের যে মূল ভিত্তি তাঁরা নির্ধারণ করেছেন, তা থেকে। তাতে বলা হয়েছে, সঙ্ঘ পরিবারের বিরোধিতা, ব্যাপক ভূমি সংস্কার কর্মসূচি, সার্বভৌমত্ব ও মানুষের চাহিদার ভিত্তিক অর্থনীতি (এক কথায়, উদারনীতির পরিবর্ত বিকল্প অর্থনীতি, যার মূল কথা হবে স্বনির্ভরতা এবং যেখানে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র আরও শক্তিশালী হবে, ছোট ও মাঝারি শিল্পে গুরুত্ব বাড়বে, প্রত্যক্ষ কর বাড়বে, কালো টাকা উদ্ধার করা হবে, বিদেশি বিনিয়োগে অনুমতি দেওয়া হবে নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী এবং মূলধনী প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা হবে), শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা, সকলের কাছে কাজ, খাদ্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা পৌঁছে দেওয়ার নিশ্চয়তা, রেশন ব্যবস্থা জোরদার করা এবং আমেরিকা-ইজরায়েলের সঙ্গে দূরত্ব বাড়িয়ে 'সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী' বিদেশনীতি অনুসরণই হল ন্যূনতম শর্ত। এটা ঠিকই যে তৃতীয় ফ্রন্টের কাছে এখনই এতটাই চাইবে না সি পি এম; কিন্তু এর অনেকটাই যে চাইবে তাতে সংশয় নেই। আর তাতে রাজি হবে এমন কোনও দলকে আপাতত বামপন্থীদের বাইরে খুঁজে পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই।

ANADABAZAR PATRIKA 23 JAN 2005

কাজ ও জমি বণ্টন নিয়ে ক্ষোভের মুখে সিপিএমের সম্মেলন

প্রসূন আচার্য ও সঞ্জয় চক্রবর্তী

মুখ্যমন্ত্রী নিজে দলের দেখভালের দায়িত্বে থাকা সত্ত্বেও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় নতুন করে কর্মসংস্থানের সুযোগ বিশেষ সৃষ্টি হয়নি। বেঁচে থাকার তাগিদে প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষকে 'পরিযায়ী শ্রমিক' হিসাবে অন্য জেলায় বা অন্য রাজ্যে কাজে যেতে হচ্ছে। ভূমি সংস্কারের ব্যাপারেও দক্ষিণ ২৪ পরগনা পিছিয়ে আছে অনেক জেলার তুলনায়। বহু জায়গাতেই, বিশেষ করে সুন্দরবন এলাকায় ভূমিহীনদের মধ্যে সরকারি খাস জমি বিলি নিয়ে দলের মধ্যেই নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে। জড়িয়ে পড়ছে দলের কর্মী, সদস্যদের একাংশও। সি পি এমের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা নেতৃত্ব এই সমস্যাগুলি কেবল চিহ্নিত করেননি, কাল, শনিবার থেকে যাদবপুরে যে-জেলা সম্মেলন শুরু হচ্ছে, তাতে এই বিষয়গুলি নিয়েই আলোচনা হবে। সমস্যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, জ্যোতি বসু এবং দলের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাসের সামনে প্রতিনিধিরা সরব হবেন বলে দলীয় সূত্রের খবর।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

একদা সি পি এমের অন্যতম শক্ত ঘাঁটি দক্ষিণ ২৪ পরগনাকে দীর্ঘদিন ধরেই নতুন বন্দর, নতুন শিল্পের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন সি পি এমের রাজ্য নেতৃত্ব। রাজ্য সরকার নতুন শিল্পনীতি গ্রহণ করার পরে একমাত্র ওই জেলাতেই দলীয় কর্মীদের নিয়ে সাধারণ সভা করেছিলেন বসু। তাতে সিটু নেতা চিত্তব্রত মজুমদারও ছিলেন। ফলতা অবাধ বাণিজ্য এলাকার শিল্পায়ন এবং কুলপিতে বন্দর নির্মাণকে ঘিরে দেখানো স্বপ্ন এখনও সফল হয়নি। সরকার হাতে নেওয়ার পরে সুলেখা, কৃষ্ণা গ্লাসকেও বাঁচানো যায়নি।

এখন দলীয় নেতৃত্ব মনে করছেন, ডায়মন্ড হারবার রোডের দু'পাশে মূলধন-নিবিড় কিছু নতুন শিল্প তৈরি হয়েছে ঠিকই। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে শ্রম-নিবিড় শিল্প গড়ে না-ওঠায় নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ বিশেষ তৈরি করতে পারেনি সরকার। তাই শুধু বাসন্তী-গোসাবার মতো প্রত্যন্ত এলাকা থেকেই নয়, কাকদ্বীপ, কুলপি, এমনকী কলকাতার লাগোয়া সোনারপুর, আমতলার মতো এলাকা থেকেও কাজের সন্ধানে বহু মানুষকে জেলার বাইরে যেতে হচ্ছে। বারুইপুরের শিল্পবন্ধু যে-ভাবে প্রতি বছর বেশ কয়েকশো বেকারকে নতুন করে বিকল্প পথের সন্ধান দিচ্ছে, জেলার অন্য এলাকায় কিন্তু সেই ভাবে স্বনিযুক্তি শিল্প গড়ে ওঠেনি। দল মনে করছে, এই পরিযায়ী শ্রমিকদের জেলার মধ্যেই বিকল্প চাষের সন্ধান দিতে হবে। বিশেষ করে অর্থকরী ফসল, যেমন সূর্যমুখী বা তুলো চাষে উৎসাহিত করতে হবে। সেই সঙ্গে গড়ে তুলতে হবে কৃষি-ভিত্তিক শিল্প।

জেলার বড় অংশই সুন্দরবন। সেখানে নতুন করে চর জাগে। নোনা মাটিতে প্রথম কয়েক বছর চাষ না-হলেও বৃষ্টির জল পড়ার পরে ফসল ফলে। নামখানা, কাকদ্বীপ, পাথরপ্রতিমায় এই ধরনের জমি ছাড়াও জয়নগর-কুলতলিতে বহু খাস জমি আছে, যা বিলি করতে পারেনি সরকার। ভূমি ও ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লা এই জেলারই প্রতিনিধি। কিন্তু নানা আমলাতান্ত্রিক বাধায় ভূমি সংস্কারের কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। এক দিকে খাস জমির পাট্টা বিলির সমস্যা, অন্য দিকে জমিরদারদের হাত থেকে সিলিং-বহির্ভূত জমি কেড়ে নিয়ে তা ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি করা, দুই ক্ষেত্রেই সমস্যা রয়েছে। এই কাজে কেবল আইনি ও আমলাতান্ত্রিক বাধা নয়, উপদলীয় কার্যকলাপও বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সেই সঙ্গে এই জমি দখলকে কেন্দ্র করে বামফ্রন্টের শরিক আর এস পি-র সঙ্গে সি পি এমের যে-লড়াই বাধছে, তাতে আর এস পি-র ভূমিকাকেও সমালোচনার কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছে সি পি এম।

জেলার কলকাতা সংলগ্ন এলাকার সমস্যাও চিহ্নিত করেছে দল। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনেই উল্লেখ করা হয়েছে, কলকাতার চাপে যে-ভাবে দক্ষিণ শহরতলিতে অপরিকল্পিত ভাবে আবাসন গড়ে উঠছে, তাতে বড় ধরনের নাগরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। সি পি এমের জেলা নেতৃত্বের দাবি, সরকারকে সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

ANADABAZAR PATRIKA 21 JAN 2005

ANADABAZAR PATRIKA

19 JAN 2005

দলে সমালোচকদের দিকে পাল্টা তোপ বুদ্ধের

প্রসূন আচার্য

দলের কলকাতা জেলা শাখার ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর সমালোচনার জবাবে অবশেষে প্রত্যাঘাত করলেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। উন্নয়নে কলকাতা পুরসভাকে সাহায্য থেকে শুরু করে শিল্পে বিদেশি বিনিয়োগ পর্যন্ত সব ব্যাপারেই তিনি যে নিজের অবস্থানে অনড়, কলকাতা জেলা নেতাদের তা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন বুদ্ধবাবু। প্রতিনিধিদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আপনারা পার্টি করেন। আমিও পার্টি করি। কিন্তু ভুলে যাবেন না, পার্টি করার পাশাপাশি আমি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও। ফলে আমার পক্ষে আপনাদের মতো একতরফা ভাবে চলা সম্ভব নয়। আমাকে সবাইকে নিয়েই চলতে হয়। সমস্যা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের মানুষ আমার কাছে আসেন। সবার দিকেই নজর দিতে হয়। সামগ্রিক ভাবে রাজ্যের স্বার্থের কথা ভাবতে হয়।"

মুখ্যমন্ত্রী জানান, কলকাতা-সহ রাজ্যবাসীর স্বার্থেই তিনি কলকাতার মেয়র সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে কাজ করেছেন। এটাই সরকারের নীতি। শুধু কলকাতা নয়, বামফ্রন্ট পরিচালিত হাওড়া ও বালি পুরসভাকেও ওয়েভার স্কিমে টাকা তোলার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং কলকাতার মেয়রকে 'বিশেষ সুবিধা' পাইয়ে দেওয়ার যে-অভিযোগ তোলা হচ্ছে, তা অসত্য। বুদ্ধবাবু জানান, ওই পুরসভাগুলির এমন আর্থিক পরিস্থিতি হয়েছিল যে, তারা বিদ্যুতের বিল দিতে পারছিল না। তাই যখন তারা ওয়েভার স্কিমের জন্য আবেদন করে, তখন অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্তই তার অনুমতি দেন।

রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাসের

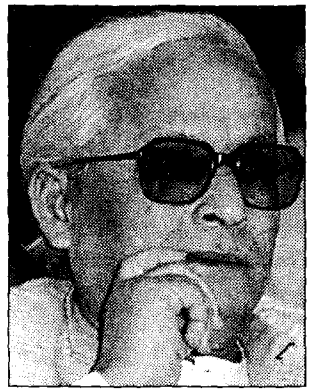

সামনে কলকাতার নেতাদের প্রত্যাঘাত করে মুখ্যমন্ত্রী বুঝিয়ে দিলেন, তিনি দুর্বল নন। বিদেশি লগ্নি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "কমিউনিস্ট দেশ ভিয়েতনাম, চিন যখন বিদেশি লগ্নির জন্য দরজা খুলে দিচ্ছে, তখন আমরা ওদের ডাকব না কেন? রাজ্যের উন্নয়নের স্বার্থেই বিদেশি লগ্নিকারীদের ডাকতে হবে।"

রাজ্য সরকার যে-ভাবে কলকাতা পুরসভাকে নানা ভাবে সাহায্য করেছে, ওয়েভার স্কিমে টাকা তোলার অনুমতি দিয়েছে, যে-ভাবে স্টার থিয়েটারের উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী প্রশংসা করেছেন মেয়রের, তাতে দু'দিন ধরে জেলা প্রতিনিধিদের কড়া সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সমালোচনায় বিদ্ধ হন পুরমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্যও। মঙ্গলবার কলকাতার উন্নয়ন প্রসঙ্গে পুর বোর্ডের সঙ্গে বোঝাপড়ার কথা বলে বুদ্ধবাবুও বুঝিয়ে দিলেন, তিনি এই সমালোচনাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে নারাজ। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "মেয়র উদ্যোগী হয়ে স্টার থিয়েটার নির্মাণ করেছেন। আর মিনার্ভায় গিয়ে দেখি, সুব্রতবাবু বসে আছেন। আমি কি বলব, আপনি উঠে চলে যান?"

দলে পুলিশের সমালোচনার জবাবে বুদ্ধবাবু বলেন, "পুলিশ যে সব সময় ভাল কাজ করে না, খারাপ কাজও করে, তা আমরা জানি। কিন্তু দলে সমাজবিরোধীরা ঢুকছে কী ভাবে? আপনারা আগে দলে দুর্বৃত্তদের অনুপ্রবেশ আটকান।" কলকাতার নেতারা তিন বছর ধরে তাঁর বিরুদ্ধে কেন ক্ষোভ জমিয়ে রেখেছিলেন, সেই প্রসঙ্গ তুলে বুদ্ধবাবু বলেন, "ক্ষোভ জমিয়ে না-রেখে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে পারতেন। কী করতে চান, তা নিয়ে নোট পাঠাতে পারতেন। কিন্তু আপনারা তা করেননি। করলে অনেক সমস্যারই সমাধান হয়ে যেত। এখন থেকে লিখিত পরামর্শ পাঠাবেন। বিভিন্ন দফতরের যে-সমালোচনা হয়েছে, তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের কাছে পাঠিয়ে দেব।" এ দিন রঘুনাথ কুশারীই ফের জেলা সম্পাদক হয়েছেন।

THE HINDUSTAN TIMES
15 JAN 2006

CPI political report blasts LF govt

Aloke Banerjee
Kolkata, January 14

THE CPI may be the closest political ally of the CPI(M) within the ruling Left Front. Yet, the party did not hesitate to record a bitter criticism of the performance of the Left Front government and the CPI(M) in its political and organisational report. Even chief minister Buddhadeb Bhattacharjee has not been spared.

The report, to be placed in the 22nd state conference of the CPI to be held next month, categorically points out the deficiencies and rightist deviations of Buddhadeb Bhattacharjee government and observes:

■ Unfortunate utterances such as "militant agitation will not be tolerated," "workers lack a proper work culture," and "the Left had committed mistakes in the past" are only weakening the working class in this state and are encouraging the exploitative factory owners.

■ The state government's focus on industrialisation is on sectors such as IT and software, which are not labour intensive and will not solve the rising problem of unemployment in the state.

■ The Left Front government is continuously imposing new taxes on the people such as on motor vehicles and motorcycles, stamps, petrol, diesel, coal etc. It has also asked the panchayats to tax even chicken, cattle and cycles. Yet West Bengal tops the list of Provident Fund defaulters against whom no action is being taken. These are having adverse impact on the people.

■ Instead of decentralisation of power, centralisation is being encouraged. The new power centres are now in the district headquarters. The political party, which controls power in the districts, is encouraging nepotism and corruption.

■ The landless farmers are the most backward in this state and are deprived of minimum wages, education and health care. They are resorting to Maoism and armed political activities because of their deprivation.

■ The government is ignoring its social responsibility and is encouraging rapid privatisation of education sector. Private engineering colleges are being allowed to mushroom, which do not even have the minimum infrastructure. The primary education sector is in a dismal state. Employment of teachers in schools and colleges on contract prove that the state government cares little about the education sector.

■ Government hospitals have turned out to be breeding grounds of touts and agents of insurance agencies and are hotbeds of corruption and nepotism.

■ The Left Front is relying less on struggles and are increasingly depending on the government. Democracy within the Left Front has not flourished properly and the largest constituent runs an autocratic rule.

File photograph of a left Front rally in Kolkata last year.

CPM soul-search finds hard truths

HT Correspondents
Midnapore, January 14

THE WEST Midnapore district unit of the CPI(M) has admitted that the party there remains weak despite its mass organisations enjoying considerable influence among the people. This observation or self-criticism was made by the district's secretarial report tabled during the district party conference, which ended yesterday.

The report also noted with concern that youths of the 18-30 age-group were not joining the party fold. Besides, it observed that mass movements were not being properly organised and ordinary people were often left in the dark about reasons for such movements.

Panchayat leaders, too, were picked up for censure. The report said that the newly elected persons running the Panchyats were not being given adequate political training, causing the system to slide into chaos.

However, despite these shortcomings, Dipak Sarkar was renominated, for the fourth consecutive time, the West Midnapore district party secretary in the presence of Anil Biswas, the state party secretary, and Biman Basu, state Left Front chairman, last evening at the district party conference held at Chandrakona Road.

Sarkar said after being re-elected that he would work to remove these shortcomings, and accused the media of fabricating stories with the aim of effecting his removal.

What's more, a division within the district party unit was evident during the conference. Tension prevailed over the election, as two factions, one owing allegiance to Dipak Sarkar and the other to state health minister Surya Kanta Misra, vied for the post.

Tarun Roy, a Misra loyalist, was all set to stake his claim but, in the end, agreed to support Sarkar's candidature following Anil Biswas' intervention. Sarkar was thus elected unanimously.

Biswas told the press after the election that there was an urgent need for unity within the district committee, especially in view of a Maoist challenge in the border areas of West Midnapore. The new committee comprises 81 members, of whom 76 have already been elected, while another five will be co-opted later. Tapas Sinha, all-India president of the DYFI, and Nurul Islam, Karmadhayaka, Midnapore zilla parishad, have been left out.

Left lashes out at UPA decision to scrap PN18

Our Political Bureau
NEW DELHI 13 JANUARY

THE Manmohan Singh government on Thursday came under attack from the Left for its decision to scrap Press Note 18. The Left also backed the Reserve Bank of India (RBI) governor and said his suggestion for taxing FIIs should not have been rejected.

While it described as "unwarranted" the decision to do away with Press Note 18, it alleged that finance minister P. Chidambaram's rejection of the RBI governor's suggestion showed "undue sensitivity to the whims" of international finance capital. "As per the announcement made by the Prime Minister in Kolkata, in joint ventures the interests of Indian companies cannot be protected vis-à-vis the foreign partner," the CPM politburo said in a statement here.

It dismissed as untenable the rationale that foreign direct investment was being hampered by Press Note 18 and asked the government to see that interests of the domestic industry were being protected.

On Mr Chidambaram rejecting the suggestion to tax FII investors, the CPM said such flows come into the country purely for speculative purposes and are the main cause for the volatility of the market.

Liberalisation moves make CPM see Red

Our Political Bureau
NEW DELHI 13 JANUARY

A day after the Prime Minister advised the political class to step out of the box and think big, the Left reiterated its fascination for its old slogans and anti-liberalisation rhetoric.

Disagreeing with the Prime Minister's view that the country has benefited hugely from the change in the economic outlook, the CPM said policies of liberalisation drum beaters have only helped the corporates. As usual the party refrained from arguing this point. There is a need for a shift in focus from growth of corporate profit to people's welfare, editorial in the forthcoming issue of the people's democracy said.

The party's ire in the editorial was also directed at deputy chairman of Planning Commission Montek Singh Ahluwalia and government advisors who advocate "unbridled liberalisation." Persisting with its theory that the vote against the NDA was a vote against reforms, the CPM said the government's advisors are ignoring the "message" of the last election.

The Economic Times

ANADABAZAR PATRIKA
13 JAN 2006

শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে মন্ত্রিত্ব থেকে ছায়াকে সরিয়ে নিল ফব

স্টাফ রিপোর্টার: দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে ফরওয়ার্ড ব্লকের নেত্রী ও কৃষি বিপণন মন্ত্রী ছায়া ঘোষকে মন্ত্রিসভা থেকে সরিয়ে নিল তাঁর দল। তাঁর পরিবর্তে দফতরের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে কৃষিমন্ত্রী কমল গুহের হাতে। ছায়াদেবীর বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপে তাঁর দলের কয়েক জন রাজ্য নেতা খুশি হলেও মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি কার্যত বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। তাদের দাবি, জেলার সম্পাদিকা ছায়াদেবীকে মন্ত্রিসভায় ফিরিয়ে নিতেই হবে। জেলার কর্মী-সমর্থকেরা তাঁর সঙ্গেই আছেন বলে দাবি করে ছায়াদেবী বলেন, "ওরা বারবার ফোন করছে। আমার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগই কেউ বিশ্বাস করবে না। শারীরিক অসুস্থতার কারণে আমি ছ'মাস ধরেই মন্ত্রিত্ব থেকে অব্যাহতি চাইছি। আমার কথা মেনে বুধবার দল এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।"

চিকিৎসার কারণে ছায়াদেবী চেন্নাই গিয়েছিলেন। বুধবার সকালেই তিনি কলকাতায় ফেরেন। তার পরেই ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সম্পাদক অশোক ঘোষ তাঁকে ফোন করে মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দিতে বলেন। দুপুরে মহাকরণে গিয়ে ছায়াদেবী পদত্যাগপত্র লিখে পার্টি অফিসে পাঠিয়ে দেন। তার পরে ফিরে আসেন রাজভবনের ফ্ল্যাটে। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে লেখা পদত্যাগপত্রে ছায়াদেবী বলেছেন, শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি মন্ত্রিত্ব থেকে অব্যাহতি চাইছেন। তাঁর পদত্যাগ নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। দলীয় সূত্রের খবর, কৃষি বিপণন দফতরে কর্মী নিয়োগ এবং দলের অনুমোদন না-নিয়ে চেকপোস্ট তৈরি করার অভিযোগেই ছায়াদেবীকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন জেলা থেকেই এই বিষয়ে অভিযোগ আসছিল। দল তাঁকে সতর্ক করলেও তিনি তা কানে তোলেননি।

বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই দলের রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে ছায়াদেবীর বিরোধ চলছিল। মন্ত্রিত্ব থেকে তাঁকে সরিয়ে নেওয়া একটি দৃষ্টান্তমূলক সিদ্ধান্ত বলে মন্তব্য করেছেন ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সম্পাদক অশোক ঘোষ। তিনি বলেছেন, "পার্টিতে শৃঙ্খলা বজায় রাখা অনেক বড় কাজ। যত বড় উঁচু নেতাই হোন, পার্টির শৃঙ্খলা না-মানলে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবেই। আমরা তা-ই নিয়েছি।" কিন্তু ছায়াদেবীর কোন কাজ শৃঙ্খলাভঙ্গের পর্যায়ে পড়ে, অশোকবাবু তা জানাননি। ইস্তফা দিয়ে এসে এ দিন নিজের ফ্ল্যাটে বসে ছায়াদেবী বলেন, 'তিনি শৃঙ্খলা ভাঙার মতো কোনও কাজ করেননি। তাঁর দফতরের কাজ নিয়েও কোনও অভিযোগ আছে বলে তাঁর জানা নেই। বরং তাঁর সময়ে কৃষি বিপণন দফতরের আয় বেড়েছে বলে ছায়াদেবীর দাবি। তিনি বলেন, "চেকপোস্ট নিয়ে যা গণ্ডগোল ছিল, মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে তা অনেক আগেই মিটে গিয়েছে।"

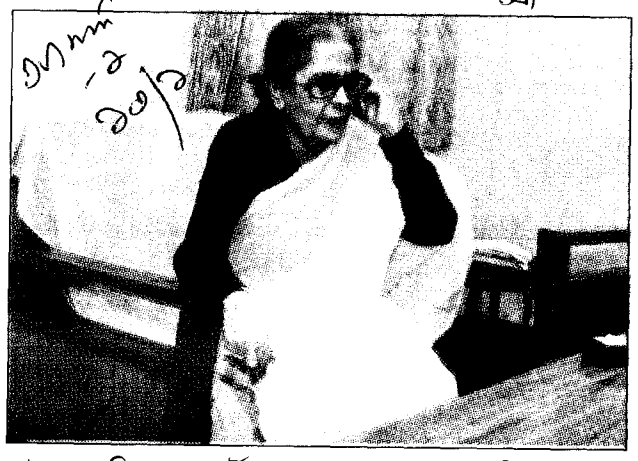

রাজভবনে নিজের কোয়ার্টারে ছায়া ঘোষ। বুধবার। — নিজস্ব চিত্র

ছায়াদেবী এ দিন ফরওয়ার্ড ব্লকের সদর দফতর হেমন্ত বসু ভবনে যাননি। আজ, বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদ যাওয়ার আগে তিনি পার্টি অফিসে গিয়ে অশোকবাবুকে জিজ্ঞাসা করবেন, তাঁর বিরুদ্ধে দলের কোনও অভিযোগ আছে কি না। জেলা সম্পাদিকাকে এই ভাবে সরিয়ে দেওয়ায় প্রবল ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে মুর্শিদাবাদে। জেলা নেতা বিভাস চক্রবর্তী বা বাসুদেব হালদারদের বক্তব্য, মিথ্যা অভিযোগে ছায়া ঘোষকে সরিয়ে দেওয়া হল। মাসে ছয়েকের মধ্যে জেলার ছ'টি পুরসভার নির্বাচন এবং বছর ঘুরলেই বিধানসভার ভোট। ছায়াদেবীকে এ ভাবে সরানোর প্রভাব ভোটে পড়বেই। বিভাসবাবুদের অভিযোগ, দল পাখি পড়ানোর মতো করে বিকেন্দ্রীকরণের কথা বললেও কোনও বিশেষ মহলের স্বার্থে এমন একটি সিদ্ধান্তের কথা জেলা স্তরে কাউকেই জানানো হয়নি।

মন্ত্রিত্ব ছাড়লেও তিনি যে দল ছাড়ছেন না, ছায়াদেবী তা স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, "৪০ বছরেরও বেশি পার্টি করছি। মন্ত্রিত্ব আমার কাছে অলঙ্কার মাত্র। তার বেশি কিছু নয়। আমি অসুস্থ। দীর্ঘদিন ধরেই শ্বাসকষ্টে ভুগছি। তবু মুর্শিদাবাদে ফিরে আমি পুরভোট ও বিধানসভার নির্বাচন নিয়ে দলকে সংগঠিত করার চেষ্টা করব।" যদি শারীরিক কারণেই ইস্তফা দেন, তা হলে ছ'মাস আগে মন্ত্রিসভার আয়তন কমানোর সময় পদত্যাগ করলেন না কেন? ছায়াদেবীর জবাব, "তখনই অব্যাহতি চেয়েছিলাম।"

Chhaya Ghosh

Front sacks a minister after 16 yrs

HT Correspondent
Kolkata, January 12

FOR THE second time in the Left Front's 27-year rule, a minister has got the boot. The Forward Bloc (FB) today asked partywoman Chhaya Ghosh, the agricultural marketing minister, to step down and hand over charges to agriculture minister Kamal Guha. RSP's Jatin Chakraborty was the first Front minister to be sacked, in 1989.

FB said Ghosh was asked to quit because she had been flouting party decisions. But insiders claimed Ghosh's fate was sealed after seven district committees alleged corruption in her department.

Ghosh had initially refused when FB state secretary Ashok Ghosh asked her to put in her papers. Ashok then rang up the chief minister and asked him to sack her. At this, the minister sent her resignation to Buddhadeb Bhattacharjee citing poor health.

See also Page 5

THE HINDUSTAN TIMES 13 JAN

Forward Bloc dumps Chhaya Ghosh

KOLKATA, Jan. 12. — The Forward Bloc today forced its senior leader and agricultural marketing minister, Ms Chhaya Ghosh, to resign from the government as punishment for defying the party. "She had been acting against the directions of the party for a long time. This was disciplinary action. She will continue as just an MLA," FB state secretary Mr Ashok Ghosh said. He refused to explain what led the 11-member state secretariat to take such a drastic step. "There were many issues. This is all that I can say," he said.

Chief minister Mr Buddhadeb Bhattacharjee, however, claimed to be unaware of the development till this evening. This is the first time since former PWD minister Jatin Chakraborty's dismissal in the 80s that a Left Front minister has been removed because of pressure from within a party. "Allegations against her were pouring in from all districts. These ranged from corruption to indiscipline," a senior party leader said. Ms Ghosh sent her resignation to Mr Ashok Ghosh who forwarded it to the chief minister along with the party's decision. "I won't be coming from tomorrow. My health is deteriorating," Ms Ghosh said before leaving Writers' Buildings. — SNS

Another report on page 5

LeT shadow on Sagar mela

SAGAR ISLAND, Jan. 12. — The Gangasagar Mela has come under threat from the Lashkar-e-Taiyaba. The IB has tipped off the state government and senior officials of South 24-Parganas that the LeT and other militant outfits may strike at the heart of the mela. — SNS

Details on page 5

THE STATESMAN

13 JAN 2005

THE HINDU

11 JAN 2005

Pursuing policies through ordinances undemocratic, says Karat

By Our Special Correspondent

KOLKATA, JAN. 10. The Communist Party of India (Marxist) Polit Bureau member, Prakash Karat, today charged the United Progressive Alliance with pursuing "policies through ordinances," which was "inherently undemocratic."

Mr. Karat said the CPI(M) was unhappy with the way the UPA was pushing through certain measures"in the interest of big businesses and foreign capital." He was briefing the media after the three-day Central Committee meeting of the party here.

"We notice that the Government (the UPA) is keen to implement policies like the privatisation of the pension fund for Government employees and pave the way for the takeover of private banks by foreign banks by allowing them to acquire 74 per cent of shares," Mr. Karat said.

The CPI(M) did not approve of the Government "resorting to ordinances and acting in haste" as was done in regard to the patents ordinance.

Rise in prices

He expressed concern over the rise in prices of various commodities, including that of sugar. Despite a fall in oil prices in the international market, the Government had not reduced the fuel prices. The CPI(M) would take up the issue, he said.

To a question, Mr. Karat said the Left parties were providing support to the UPA from outside to keep the Bharatiya Janata Party at bay as well as to see that the Common Minimum Programme (CMP) was implemented. "We are in the process of engaging the Government on these issues. We are not talking of withdrawing support."

On seat-sharing with the Congress, the Rashtriya Janata Dal and other parties, he said that the CPI(M) would pull out all the stops to prevent the splitting of votes in the coming Assembly elections to keep the BJP out of office. The party had finalised its stand in regard to the elections in Bihar, Jharkhand and Haryana. "The CPI(M) will strive to reach an understanding with the Left parties, the RJD and other secular parties to avoid the division of ballots."

In Jharkhand, the CPI(M) would contest 11 Assembly seats. In the first phase of polling, the party would contest the Chatra (SC) and Bhabanathpur seats. In Haryana, the CPI(M) would contest five seats.The list of constituencies would be released only after the CPI(M)'s State secretariat meeting, slated for January 12. The party was also discussing with the Communist Party of India.

Talks with RJD

In Bihar, a dialogue was on with the RJD on seat adjustments. The CPI(M) had shortlisted 14 seats there. In the first phase of polling in Bihar on February 3, it would contest in Hisua, Buxar and Kahalgaon. "We are certain that the BJP and its allies will suffer yet another round of defeat," Mr. Karat said.

The Polit Bureau member, Sitaram Yechury, described the pact between the Congress and the Jharkhand Mukti Morcha in Jharkhand as "unilateral and not in the same spirit as in the last Lok Sabha poll."

Mr. Yechury said that another round of talks was expected tomorrow between the Congress and the RJD to sort out the differences. The CPI(M) would hold discussions with the RJD separately.

CPI(M) will maintain pressure on Centre, says Yechury

By Marcus Dam

KOLKATA, JAN. 9. Though satisfied with the implementation of the common minimum programme by the United Progressive Alliance Government so far, the Communist Party of India (Marxist) feels that a lot more remains to be done.

The CPI(M) Polit Bureau member, Sitaram Yechury, said today that the party was keeping up pressure on the Centre to implement "what remains to be done with speed." He was speaking at the CPI(M) central committee meeting here.

Mr. Yechury said the CPI(M) decided to go in for seat-sharing with the Rashtriya Janata Dal in Bihar for the coming Assembly elections to resist the communal forces in the State. As the RJD was a major force in Bihar, "it is not possible to fight communal forces in the State in isolation from the RJD."

Three seats have been allocated for the CPI(M) in the first phase.

On the question of the Congress deciding to forge an electoral arrangement with the Jharkhand Mukhti Morcha, he said the move would not affect the CPI(M)'s relation with the Congress at the national level.

THE HINDU 10 JAN 2005

ন্যূনতম কর্মসূচি নিয়ে চাপ অব্যাহত রাখবে সিপিএম

স্টাফ রিপোর্টার: অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচি পালন করতে অন্য বাম দলগুলিকে সঙ্গে নিয়ে কেন্দ্রে ইউপিএ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে যাবে সিপিএম। প্রয়োজনে সংসদ ও সংসদের বাইরেও সিপিএম সরব হবে। গণ-আন্দোলনও করবে।

তবে বিজেপি সুযোগ নিতে পারে কোনও ভাবেই এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হবে না। এক কথায় সি পি এম সরকার ফেলার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে না। কলকাতায় দলের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে এই মর্মেই রাজনৈতিক প্রস্তাব নেওয়া হচ্ছে।

কেন্দ্রে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারকে সমর্থন করলেও আগামী দিনে কংগ্রেস সম্পর্কে কী মনোভাব নেওয়া হবে, তা নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটিতে আলোচনা শুরু হয়েছে। এপ্রিলে দিল্লিতে সিপিএমের পার্টি কংগ্রেস। রাজনৈতিক প্রস্তাবেই কংগ্রেস ও ইউপিএ জোটের শরিকদের সম্পর্কে দলের কী মনোভাব, তা পরিষ্কার করে দেওয়া হবে।

শনিবার প্রস্তাব উত্থাপন করে পলিটব্যুরোর সদস্য প্রকাশ কারাত বলেন, "অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচিই মনমোহন সিংহ সরকারের প্রতি সিপিএম ও বামপন্থীদের সমর্থনের ভিত্তি। ১৯৯৬ সালে সংযুক্ত মোর্চা সরকার অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচির তুলনায় ইউপিএ-র কর্মসূচি বেশ কিছুটা উন্নত।" তাঁর মতে, সাধারণ ও গরিব মানুষকে কি ভাবে 'রিলিফ' দেওয়া যাবে তা নির্ভর করছে, বামপন্থীরা কতটা সফল ভাবে এই পরিস্থিতি কাজে লাগাতে পারছে তার উপরে।

এনডিএ-র 'উদার ও জনবিরোধী' অর্থনীতির জন্য তিন বছর আগে হায়দরাবাদ পার্টি কংগ্রেসে নরসিংহ রাও আমলের অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিংহকে কড়া সমালোচনার কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিল সিপিএম। সেই মনমোহনই আজ প্রধানমন্ত্রী। আর কংগ্রেসের অনুরোধ মেনে সিপিএমের সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় স্পিকার। স্বাভাবিক ভাবেই মনমোহন সম্পর্কেও সিপিএমের মনোভাব বদলেছে। কিন্তু সিপিএম নেতৃত্ব এখনও মনে করে, বিশ্বব্যাঙ্ক ও বিদেশি পুঁজির চাপে এবং তাদের খুশি করতে এই সরকার কংগ্রেসের পুরানো অর্থনীতির রূপায়ণের উপরে জোর দেবে। প্রকাশের কথায়, "টেলিকম, বিমা ও বেসরকারি বিমান পরিবহণে ওরা বিদেশি বিনিয়োগকারীদের খুশি রাখার জন্য বার বার চেষ্টা করছে। এই ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।" বিহার, ঝাড়খন্ডের নির্বাচনে কী ভাবে কংগ্রেস ও তার মিত্র শক্তি যেমন লালুপ্রসাদের আর জে ডি, শিবু সোরেনের জে এম এমের সঙ্গে বোঝাপড়া করা হবে তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

ANADABAZAR PATRIKA

9 JAN 2005

THE HINDU

A third front should not be a mere electoral combine, says CPI(M)

By Our Special Correspondent

NEW DELHI, JAN. 6. With the Samajwadi Party consistently raising the need for a third political alternative in the country, the Communist Party of India (Marxist) today articulated the party's stand stating that it should be built around two basic issues — opposition to communalism and against anti-people economic policies — and not be a mere electoral front.

It said any talk of a third front as a means for political/electoral manoeuvring at the Centre without objectives could provide scope and space for the communal forces to seek to return to the centre-stage, which could not be permitted.

Asserting that the CPI(M) had been advocating and continued to work for a viable non-Congress, non-Bharatiya Janata Party/communal combination as a political alternative, the party said it did not visualise this as a mere electoral front.

People's struggles

It said the 17th party congress had concluded that such a front would have to be forged on the basis of people's sustained struggles and movements. "These movements, in turn, will have to be built around the two basic issues confronting the Indian people, which means in opposition to communalism and against the anti-people economic policies. The latter, naturally, also means taking principled anti-imperialist positions. The third front, therefore, will have to be built on the strength of such joint struggles. Also, it is such a front that will emerge as a viable, credible and sustainable electoral alternative. And it is such a third front that the CPI(M) is striving for," an editorial in the latest issue of the party organ, *People's Democracy*, said.

The party noted that many political parties advance the slogan of a third front purely in electoral terms. It said many constituents of the former United Front displayed rank opportunism by abandoning the anti-communal platform to join the BJP-led National Democratic Alliance to share the spoils of power. In special reference to the Telugu Desam, the CPI(M) said it not only abandoned the secular forces but went on to implement, at the behest of the World Bank, pro-imperialist, anti-people economic policies.

Besides this, it said the experience of the People's Front must also be kept in mind. The CPI(M) said that during the last Presidential election, this effort was disrupted, with the Samajwadi Party deciding to back the BJP/NDA candidate. "Any front that confines itself to political manoeuvring and electoral bargaining does not meet the CPI (M)'s desired objective. For the CPI(M), the third front, forged on the basis of joint people's struggles, is the instrument that, while steadfastly defending the interests of the people and country, will contribute to a progressive shift in Indian politics."

Seeking allies

It said that while working for such a front based on joint popular struggles on a pro-people agenda, the party would seek allies to keep communal forces at bay and away from the control of state power. "It is with express objective that the CPI (M) and its allies extend outside support to the present UPA Government at the Centre and to the Samajwadi Party Government in Uttar Pradesh. Likewise, the party seeks to ally with regional secular parties in Bihar and Jharkhand, States where Assembly elections are in the offing.

The party said that given the political arithmetic of the 14th Lok Sabha, there was no other alternative at the current conjecture in the country but to support the UPA Government to keep communal forces at bay. But it felt that the growth of popular discontent against the anti-people economic policies was bound to reflect in mightier struggles and that the CPI(M) would champion the discontent through united struggles.

7 JAN 2002

দায় আসন্ন ভোট

দ্বন্দ্ব ভুলে দুই ২৪ পরগনায় ঐক্য সিপিএমে

প্রসূন আচার্য

জাঙ্গিপাড়ায় 'শিবির' করে বসে থেকেও সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস 'লাল দুর্গ' হুগলি জেলায় ভোটাভুটি এড়াতে পারলেন না। কিন্তু গোষ্ঠী-দ্বন্দ্বে দীর্ণ দুই ২৪ পরগনার নেতারা সম্মেলনের আগেই ঐক্যপন্থী। লোকসভার ভোটে ওই দুই জেলায় তৃণমূল-বি জে পি ধুয়েমুছে গেলেও বিধানসভায় খারাপ ফলের জুজুই সি পি এম নেতাদের ঐক্য-ফর্মুলায় যেতে বাধ্য করেছে। বছর ঘুরলেই ২০০৬-এ বিধানসভার ভোট। তার আগে এ বছরের মাঝামাঝি কলকাতা-সহ বিভিন্ন পুরসভার ভোট। দলে ছড়ি ঘোরানোর থেকেও নেতাদের কাছে ভোটের দায় অনেক বেশি। তাই হুগলির ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না-হয়, সেই জন্য ভিন্ন মেরুতে থাকা জেলা নেতারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু করেছেন।

কলকাতা জেলাতেও ভোটাভুটির সম্ভাবনা কম। তিন জেলাতেই ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর নেতারা বিরোধী গোষ্ঠীর কিছু নেতাকে কমিটিতে রেখে ঐক্যের চেষ্টায় আছেন। ফলে অসুস্থতা সত্ত্বেও উত্তর ২৪ পরগনায় অমিতাভ বসু, দক্ষিণে শান্তিময় ভট্টাচার্যেরই সম্পাদক-পদে থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। অনিলবাবু কলকাতার সম্পাদক রঘুনাথ কুশারীকে আলিমুদ্দিনে বাড়তি দায়িত্ব দিতে চাইলে জেলা সম্পাদক-পদে নতুন মুখ দেখা যেতে পারে। তবে সেই সম্ভাবনা কম। কারণ, তৃণমূল-বি জে পি-র দখলে থাকা কলকাতা পুরসভার ভোটের মাত্র পাঁচ মাস আগে জেলা সম্পাদক বদলের ঝুঁকি সি পি এমের রাজ্য নেতৃত্ব নেবেন না বলেই অধিকাংশ নেতার ধারণা। তেমন হলে পুরভোটের পরে কলকাতায় সম্পাদক-পদে নতুন কেউ আসতে পারেন। সম্ভাব্যদের মধ্যে আছেন দিলীপ সেন।

উত্তর ২৪ পরগনায় লোকাল কমিটিতে বহু জায়গায় ভোট হয়েছে। কিন্তু জেলা সম্মেলনের দু'দিন আগে জেলায় সি পি এমের 'পঞ্চপাণ্ডব' এখন একটা কথাই বলছেন, 'ঐক্য'। সুভাষ চক্রবর্তী, গৌতম দেব, অমিতাভ নন্দী, তড়িৎ তোপদার, রঞ্জিত মিত্রেরা সফল ভাবে কামারহাটিতে রাজ্য সম্মেলন করে আগামী দিনে পুরভোটে ঝাঁপিয়ে পড়তে চান। জেলা রাজনীতিতে প্রভাবশালী মানস মুখোপাধ্যায় রাজ্য সম্মেলন ছাড়া অন্য কোনও দিকেই মন দিচ্ছেন না।

অথচ লোকাল কমিটির নির্বাচনে নন্দী, সুভাষ, তড়িৎ কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলেননি। বারাসতের পুর-প্রধান সুভাষ-ঘনিষ্ঠ প্রদীপ চক্রবর্তীকে হারিয়ে দিয়েছে নন্দী-গোষ্ঠী। আবার নন্দী-গোষ্ঠীকে হটিয়ে দিয়ে হাবড়া, অশোকনগরের লোকাল কমিটি দখল করেছেন সুভাষপন্থীরা। দমদম, বরাহনগরেও এমন ঘটনা ঘটেছে। যদিও লোকসভার ভোটের সময় থেকেই জেলার নতুন গোষ্ঠী-বিন্যাসে নন্দী-সুভাষ একসঙ্গে। তড়িৎবাবুও আছেন সুভাষবাবুর সঙ্গে। কিন্তু ব্যারাকপুরের একটি লোকাল কমিটির ভোটাভুটিতে তড়িৎ-ঘনিষ্ঠেরা হেরে যান নন্দীদের কাছে। এই সব ভোটাভুটি বা হারজিতের পিছনে কিন্তু কোনও নীতিগত বিরোধ নেই। এলাকা দখলই লক্ষ্য। বসিরহাটে গৌতম দেবই শেষ কথা। আর জোনাল সম্পাদক অরুণ মহাপাত্রকে সামনে রেখে বনগাঁ মহকুমায় নিজের দখল কায়েম রাখেন রঞ্জিত মিত্র।

১৫টি জোনাল কমিটির সম্মেলনে কোথাও কিন্তু ভোটাভুটি হয়নি। জেলা সম্মেলনেও হবে না বলে নেতাদের আশা। জেলা সম্পাদকের পদেও অমিতাভ বসুর পরিবর্তে রঞ্জিত মিত্রকে দেখা যাচ্ছে না। পরিবর্তন না-হওয়ার কারণ কী? জেলা নেতারা বলছেন, গোষ্ঠী-দ্বন্দ্বের জেরে রাজ্যের সি পি এম-রাজনীতিতে

এর পর সাতের পাতায়

দ্বন্দ্ব ভুলে ঐক্য

প্রথম পাতার পর

উত্তর ২৪ পরগনা গুরুত্ব হারিয়েছে। বর্ধমান লবিই এখন প্রধান। নিরুপম সেন, বিনয় কোঙার, মদন ঘোষেদের নেতৃত্বে বর্ধমান লবি পিছনে ঠেলে দিয়েছে সুভাষ চক্রবর্তী-গৌতম দেবদের। উত্তর ২৪ পরগনাকে ফের টেনে তুলতেই এই ঐক্য। এ বছর জেলার প্রায় ২০টি পুরসভায় ভোট। তার পরেই ঝাঁপাতে হবে বিধানসভার ভোটে। পুনরুদ্ধার করতে হবে গাইঘাটা, হাবড়া, স্বরূপনগর, দমদম, বারাসত, বাজারহাট, পানিহাটির মতো আসন। একই কারণে ঐক্য দক্ষিণ ২৪ পরগনাতেও। গত বিধানসভা নির্বাচনে ওখানে সি পি এমের ফল হয়েছিল সব চেয়ে খারাপ। অধিকাংশ আসন যায় তৃণমূলের ঘরে। পঞ্চায়েত, লোকসভার ভোটে অবস্থা বদলালেও সি পি এমের নেতারা ঝুঁকি নিতে চান না। রেজ্জাক মোল্লা-সঞ্জয় পুততুন্ড, শমীক লাহিড়ী-কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়, সুজন চক্রবর্তী-শান্তিময় ভট্টাচার্য তিন গোষ্ঠীই আপস চায়। মন্ত্রিত্ব থেকে সরিয়ে রেজ্জাককে জেলা সম্পাদক করার চেষ্টা চলছে, কিন্তু সম্ভবত আলিমুদ্দিন তা অনুমোদন করবে না। কারণ, ভূমি মন্ত্রী হিসাবে রেজ্জাকের গুরুত্ব বাড়ছে। তিনি রাজ্য সম্পাদকগুলীতেও ঢুকতে পারেন।

এ দিকে, জোড়া খুনে দণ্ডিত দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে বিতর্কের কেন্দ্রে থাকা কাশীপুর-বেলগাছিয়া জোনাল সম্মেলন রবিবার শেষ হয়। ভোটাভুটি ছাড়াই রবি বিশ্বাস সম্পাদক হয়েছেন। দুলালের কুকর্ম নিয়ে দলে সব চেয়ে সরব দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, রতন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রামপুনিত ঠাকুর বাদ পড়েছেন। তার প্রতিবাদে জেলা নেতা বিজয় ভট্টাচার্য ও চারজন লোকাল কমিটির সম্পাদক কমিটি থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেন।

ANANDABAZAR PATRIKA

3 JAN 2005